মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web : www.at-tahreek.com
২৪তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা
মে ২০২১

আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘যখন রামাযানের শেষ দশক আসত তখন রাসূল (ছা.) তাঁর পরিধেয় বস্ত্র শক্ত করে বাঁধতেন এবং রাত্রি জাগরণ করতেন ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে জাগাতেন’ *(বুখারী হা/২০২৪)*।

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهرية دينية علمية وأدبية
جلد : ٢٤، عدد : ٨، رمضان وشوال ١٤٤٢هـ/ مايو ٢٠٢١م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : ১৮৭৩ সালে নির্মিত নান্দনিক এই মসজিদটি লিপিকা তাতারদের আবাসস্থল পোল্যাণ্ডের বোহোনিকি গ্রামে অবস্থিত।

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Rajshahi, Bangladesh.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK Nawdapara (Am Chattar, Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154.
Circulation Department : 01558-340390, E-mail: tahreek@ymail.com

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-
٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-
٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهرية ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly AT-TAHREEK has been running since September 1997 from Rajshahi, Bangladesh. It is a reputed Islamic research Journal of Bangladesh, preaches true features of Islam based on the way pious predecessors (Salaf Saleheen). This journal is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, directed to establish a pure Islamic society in Bangladesh based upon the pure Tawheed and Sunnah.

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক

আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية دينية علمية وأدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২৪তম বর্ষ	৮ম সংখ্যা
রামাযান-শাওয়াল	১৪৪২ হিঃ
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	১৪২৮ বাং
মে	২০২১ খৃঃ

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ প্রবন্ধ :

♦ আহলেহাদীছ মসজিদে হামলা : ইসলামী লেবাসে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন *(ফেব্রুয়ারী'২১ সংখ্যার পর)* -ড. মুহাম্মাদ সাখওয়াত হোসাইন ০৩

♦ পিতা-মাতার সাথে আদব সমূহ ০৭
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

♦ নববী চিকিৎসা পদ্ধতি *(২য় কিস্তি)* ১১
-ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী

♦ অল্পে তুষ্টি *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ১৪

♦ যাকাতুল ফিৎর : একটি পর্যালোচনা ১৯
-মুহাম্মাদ খোরশেদ আলম

♦ ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল ২৪
-আত-তাহরীক ডেস্ক

♦ যাকাত ও ছাদাক্বা *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২৬

◈ মনীষী চরিত :

♦ শেরে পাঞ্জাব, ফাতিহে কাদিয়ান মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) *(৭ম কিস্তি)* -ড. নূরুল ইসলাম ২৭

◈ স্মৃতিচারণ :

♦ প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দীন আহমাদ খান : কিছু স্মৃতি ৩২
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

◈ হাদীছের গল্প : আমর ইবনু আবাসা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ ৩৬
-মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার

◈ চিকিৎসা জগৎ : ♦ তরমুজের উপকারিতা ও পুষ্টিগুণ ৩৭

◈ ক্ষেত-খামার : ♦ স্কোয়াশ চাষে অভাবনীয় সাফল্য ৩৮

◈ কবিতা : ৩৯

♦ ফিরিয়ে আনো ইসলামী সভ্যতা
♦ সাদা-কালো
♦ মৃত্যু আসবেই
♦ তুমি আমার প্রিয় নবী
♦ ঐক্যের আহ্বান

◈ স্বদেশ-বিদেশ ৪০

◈ মুসলিম জাহান ৪২

◈ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪২

◈ সংগঠন সংবাদ ৪৩

◈ প্রশ্নোত্তর ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিন!

নুযূলে কুরআনের অল্পদিন পর আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের উদ্দেশ্যে নাযিল করেন, 'তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। বস্তুতঃ তোমরা নিজেদের জন্য যতটুকু সৎকর্ম অগ্রিম পাঠাবে, তোমরা তা আল্লাহ্র নিকটে পাবে। সেটাই হ'ল উত্তম ও মহান পুরস্কার। আর তোমরা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*। অতঃপর নুযূলে কুরআনের শেষ দিকে তিনি বলেন, 'কোন্ সে ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে, অতঃপর তিনি তার বিনিময়ে তাকে বহুগুণ বেশী দিবেন? বস্তুতঃ আল্লাহই রূযী সংকুচিত করেন ও প্রশস্ত করেন। আর তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে' *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*। মানুষ ঋণ পরিশোধ নাও করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ কেবল ঋণ পরিশোধ করেন না, বরং আরও বেশী বেশী প্রদান করেন। মুমিনের দৈহিক ইবাদত ও আর্থিক ইবাদত সমূহ যদি রিয়া ও শ্রুতিমুক্ত হয় এবং স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য হয়, তাহ'লে কেবল সেগুলিই 'করযে হাসান' বা উত্তম ঋণ হিসাবে আল্লাহ গ্রহণ করেন। নুযূলে কুরআনের প্রথম দিকে ও শেষ দিকে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের প্রতি তাকে উত্তম ঋণ প্রদানের আহ্বান জানিয়েছেন। তাছাড়া কুরআনের শুরুতেই মুত্তাক্বীদের ৬টি গুণের ব্যাখ্যায় আল্লাহ বলেন, 'যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে ও ছালাত কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে'... *(বাক্বারাহ ৩)*। বস্তুতঃ বান্দাকে দেওয়া আল্লাহ্র সকল প্রকার নে'মত তথা দৈহিক শক্তি, রাজনৈতিক শক্তি, মেধা ও বুদ্ধিমত্তা, বাকশক্তি, লেখনী শক্তি, আর্থিক সক্ষমতা সবকিছুই আল্লাহ্র দেওয়া রিযিকের অন্তর্ভুক্ত। এসব অতুলনীয় রিযিক যদি সৎকল্পের সাথে আল্লাহ্র পথে ব্যয় হয়, তাহ'লে সেটি হবে আল্লাহকে দেওয়া উত্তম ঋণ। ইসলামের খলীফাগণের অনেকে এবং বিগত বহু ধনশালী মুমিন এগুলির দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। কারণ ধন-সম্পদ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা মানুষকে দ্রুত পথভ্রষ্ট করে। অথচ এ দু'টি ক্ষমতা দিয়েই মানুষ সর্বাধিক ও দ্রুত পরকালীন পাথেয় সঞ্চয় করতে পারে। সেদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সদাচরণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সদাচরণকারীদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ১৯৫)*।

পৃথিবীর সর্বাধিক ক্ষমতাধর রাষ্ট্রনেতা নবী সুলায়মান (আঃ) সৈন্যদল নিয়ে যাওয়ার পথে পিপীলিকা দলের নেতার কথা শুনে বলেছিলেন, 'হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ। আর যাতে আমি এমন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পসন্দ কর এবং আমাকে তোমার অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর' *(নমল ২৭/১৯)*। জিন-ইনসান, বায়ু ও পক্ষীকুল সবকিছুর উপরে তিনি একক ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রনেতা ছিলেন। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁর চাইতে অধিক শক্তিশালী কোন রাষ্ট্রনেতা আর পৃথিবীতে আসবেন না *(ছোয়াদ ৩৮/৩৫)*। অথচ ঐতিহাসিক বর্ণনামতে তিনি মাত্র ৫৩ বছর বেঁচেছিলেন। ১৩ বছর বয়সে রাজদণ্ড হাতে নেন এবং ৪০ বছর রাজত্ব করেন *(মাযহারী, কুরতুবী)*। আল্লাহ বলেন, 'যেখানেই তোমরা থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবেই। যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর' *(নিসা ৪/৭৮)*।

চীনের হুবেই প্রদেশের জনবহুল রাজধানী উহান শহরে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে প্রথম করোনা ভাইরাসের আক্রমণ শুরু হয়। তার পর থেকে মাত্র তিন মাসের মধ্যে ভাইরাসটি দ্রুত বিশ্বের ১৬৯টি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ২৬.০৩.২০২০-এর মধ্যে আক্রান্তের দিক দিয়ে চীনকে ডিঙ্গিয়ে আমেরিকা প্রথম অবস্থানে চলে আসে। সেই সময় চীনের পর তৃতীয় স্থানে থাকা ইতালীর প্রধানমন্ত্রী জিউসেপ কোঁতে হতাশ হয়ে বলেছিলেন, আমরা সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছি। আমরা শারীরিক ও মানসিকভাবে মারা গেছি। এখন আমাদের কি করতে হবে তা আমরা জানি না। পৃথিবীর সমস্ত সমাধান শেষ হয়ে গেছে। এখন একমাত্র সমাধান আকাশে'...। একই সময়ে ইতালীর বিশ্বখ্যাত কলোরেক্টাল সার্জন ডা. এন্টোনিও লঙ্গু তার এক বাংলাদেশী চিকিৎসক বন্ধুকে লেখেন, This virus teaches humanity that we are not the masters of the world. I hope we learn that we are animals like others and we live by the grace of god. In Bangladesh you have the advantage that many women protect by Burka. 'এই ভাইরাস মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে যে, আমরা এই পৃথিবীর মালিক নই। আমি আশা করি, আমরা এটা শিক্ষা পেয়েছি যে, আমরা অন্যান্য প্রাণীদের মত একটি প্রাণী মাত্র এবং আমরা এখানে বসবাস করি আল্লাহ্র অনুগ্রহে। বাংলাদেশে আপনাদের জন্য একটি সুবিধা রয়েছে যে, সেখানে বহু মহিলা বোরকার মাধ্যমে আত্মরক্ষা করে থাকে' *(২৪.০৩.২০২০ মঙ্গলবার)*।

ইতালীর প্রধানমন্ত্রী বা ডা. লঙ্গু হতাশ হয়ে কিছু নিরেট সত্য কথা বলেছেন। তারা ইসলামের বিধান জানলে আরও নিশ্চিত হ'তেন যে, মুসলমান সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসাকারী এক কর্মোচ্ছল জাতি। তাদের রাসূলের শিক্ষা হ'ল, 'যখন তোমরা কোন স্থানে মহামারির কথা শুনবে, সেখানে যেয়ো না। আর মহামারি এসে পড়লে তুমি সেখান থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যেয়ো না' *(বুখারী হা/৫৭২৯)*। তিনি বলেন, 'কারু ক্ষতি করোনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়োনা' *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ছহীহাহ হা/২৫০)*। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, কোন মুমিন সর্বোত্তম? তিনি বললেন, 'যে সবচেয়ে চরিত্রবান'। বলা হ'ল, কে সবচাইতে বিচক্ষণ? তিনি বললেন, 'যে মৃত্যুকে সর্বাধিক স্মরণকারী এবং তার পরবর্তী জীবনের জন্য সর্বাধিক সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণকারী। তারাই হ'ল বিচক্ষণ' *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯; ছহীহাহ হা/১৩৮৪)*। তাই মুসলমান সর্বদা পরপারে যাত্রার জন্য প্রস্তুত থাকে এবং আল্লাহ্র দীদার লাভে উন্মুখ থাকে। ফলে মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয়ে কর্মোচ্ছল থাকে। কোন কিছুর ভয়, অলসতা বা কৃপণতা তাকে স্পর্শ করেনা। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি কৃপণতা থেকে বাঁচল, সে সফলকাম হ'ল'। 'যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তাহ'লে তিনি তোমাদের জন্য সেটি বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন ও তোমাদের ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ গুণগ্রাহী ও সহনশীল' *(তাগাবুন ৬৪/১৬-১৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা জনৈক আনছার ব্যক্তির জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় তিনি বলেন, 'তোমরা কবর আযাব হ'তে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাও'।... অতঃপর তিনি মুসলিম ও অমুসলিম মৃতের অবস্থা বর্ণনা করেন এবং বলেন, মুমিন তিনটি প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দিবে। অতঃপর আকাশ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা দিবেন যে, আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য

[বাকী অংশ ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

আহলেহাদীছ মসজিদে হামলা : ইসলামী লেবাসে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

(ফেব্রুয়ারী'২১ সংখ্যার পর)

৮. সালথা, ফরিদপুর : গত ১৮ই নভেম্বর ২০২০ তারিখ সকাল সাড়ে ৯-টায় ফরিদপুর যেলার সালথা থানাধীন ডাঙ্গা কামদিয়া গ্রামে সদ্য প্রতিষ্ঠিত আহলেহাদীছ মসজিদ ও মাদ্রাসাটি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয় কওমী ঘরানার একশ্রেণীর অপরিণামদর্শী মাযহাবপন্থী আলেম ও তাদের অন্ধ অনুসারীরা। উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই উক্ত মসজিদ ও মাদ্রাসার বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ বিদ্বেষী কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি ও একশ্রেণীর ধর্মনেতা প্রশাসনের কাছে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে আসছিল। আহলেহাদীছের মসজিদ ও মাদ্রাসা ভেঙ্গে দিয়ে এলাকা হ'তে তাদের উৎখাত করা হবে মর্মে হুমকি দিচ্ছিল মাঝে-মধ্যেই। ঘটনার আগের দিন এলাকায় মাইকিংও করা হয়। যার প্রেক্ষিতে মসজিদ ও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ উপযেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করেন। ফলে ১৮ই নভেম্বর বুধবার সকাল ১০-টায় টিএনও অফিসে উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা বৈঠক ডাকা হয়। কিন্তু বিরোধীরা বৈঠকে উপস্থিত না হয়ে একই দিন সকাল সাড়ে ৯-টায় 'ওলামা পরিষদ ও তাওহীদী জনতার' ব্যানারে *'আহলেহাদীছের আস্তানা, সালথা থানায় থাকবে না'* লেখা প্ল্যাকার্ড বহন করে লাঠিসোঁটা হাতে নিয়ে প্রায় ছয়/সাত শত লোক একযোগে উক্ত মসজিদ ও মাদরাসার উপর বর্বরোচিত হামলা চালায়। হামলাকারীরা মসজিদ-মাদ্রাসায় রক্ষিত পবিত্র কুরআন ও বুখারী-মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ পার্শ্ববর্তী ডোবায় ফেলে দেয়। তারা মাদ্রাসার টিনশেড দু'টি ঘর, শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত আসবাবপত্র, খাট, টেবিল, বেঞ্চ, স্টীলের ট্রাংক ইত্যাদি ভাংচুর করে। ১৪টি সিলিং ফ্যান ও ১টি সোলার প্যানেল খুলে নিয়ে যায়। প্রধান শিক্ষক মাওলানা আব্দুল্লাহ মীযানের রুম থেকে ব্রিফকেসে রক্ষিত নগদ টাকাও লুট করে। এ সময়ে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকগণ প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যায়।

মাদ্রাসার পরিচালক ইলিয়াস হোসাইন জনান, 'আমরা তাদের অত্যাচার-নির্যাতনের কারণেই পৃথকভাবে মসজিদ-মাদ্রাসা করতে বাধ্য হয়েছি। নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, আমার এক সাথী ভাই সালথা বাযার মসজিদে জোরে আমীন বলেছিল। সেকারণে তাকে জুতাপেটা করে মসজিদ থেকে বের করে দেয়। আমার মেয়ে তাদের মাদ্রাসায় পড়ত। তার ছালাত আদায়ের পদ্ধতি দেখে তাকে অশালীন ভাষায় কটূক্তি করে। ফলে তাকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হই। এখন পৃথক মসজিদ মাদ্রাসা করেও এদের হিংস্রতা থেকে রক্ষা পেলাম না। এদের বর্বরতা জাহেলী আরবকেও যেন ছাড়িয়ে গেছে'।[১]

৯. সুনামগঞ্জ : সুনামগঞ্জ শহরের একমাত্র আহলেহাদীছ মসজিদটি উচ্ছেদের লক্ষ্যে ১লা ডিসেম্বর'২০ তথাকথিত একদল 'তৌহিদী জনতা' চেষ্টা করেছিল জমায়েত হওয়ার। তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার মুখে প্রশাসন সজাগ হয় এবং তাদেরকে নিবৃত্ত করে।

১০. নারান্দিয়া, তিতাস, কুমিল্লা : যেলার তিতাস থানাধীন নারান্দিয়া গ্রাম। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের রায়পুর থেকে উত্তরে তিন কিলোমিটার। বাহরায়ন প্রবাসী জনাব দেলোয়ার হোসাইনের উদ্যোগে ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নারান্দিয়া সালাফিইয়া মাদরাসা ও মসজিদ। আহলেহাদীছ মানহাজ অনুযায়ী পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানটিও নানা প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে সম্মুখপানে এগিয়ে যাচ্ছিল। নানা হুমকি-ধমকির মধ্যে চলছিল বেশ। কিন্তু হঠাৎ গত ১৮ই জানুয়ারী-২০২১ তারিখ সোমবার বেলা ১১-টায় আটরশি, চরমোনাই, দেওয়ানবাগী ও শর্ষিনার অনুসারীদের চার-পাঁচশত লোক অতর্কিতভাবে মাদ্রাসা ও মসজিদটি দখল করে নেয়। এ সময় তারা মসজিদের মুওয়াযযিন ও খাদেমকে অপমান ও অপদস্থ করে মসজিদ থেকে বের করে দেয়। আহলেহাদীছ অনুসারীরা উপায়ান্তর না পেয়ে প্রশাসনকে অবহিত করলে থানা প্রশাসনের তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপে মসজিদটি পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*।

১১. ভূয়াপুর, টাঙ্গাইল : যেলার ভূয়াপুর থানার ৬নং নিকরাইল ইউনিয়নের চরপাতালকান্দি গ্রামে বাড়ি ডাঃ রফীকুল ইসলামের। ২০১০ সালে তাঁর বন্ধু ইবরাহীমসহ এলাকার দশ/বার জন্য যুবক হক্বের সন্ধান পেয়ে আহলেহাদীছ হন। তারপর তারা দাওয়াতী কাজে তৎপর হন। ডাঃ রফীকুল ইসলাম নিজে শতাধিক কপি 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বই কিনে বিতরণ করেন এবং ২০ কপি মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকার নিয়মিত এজেন্ট ছিলেন। তাদের দাওয়াত ও প্রচারের ফলে এলাকায় প্রায় ত্রিশ জনের মত যুবক আহলেহাদীছ আক্বীদা গ্রহণ করেন। স্বভাবতই এলাকায় তাদের এই পরিবর্তন আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে পড়ে। জনৈক মুফতী তাদের দাওয়াতী কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তিনি এলাকায় 'আহলেহাদীছ' বিরোধী জনমত গড়ে তোলেন। জনগণ ইউ.পি চেয়ারম্যানের নিকটে তাঁদের বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ করে। চেয়ারম্যান তাদের ডেকে নিয়ে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করেন। এমনকি চড়-থাপ্পড় মেরে কান ধরে উঠা-বসা করিয়ে ওয়াদাবদ্ধ করান যে, আর আহলেহাদীছদের মত আমল করবে না। যদি করে জনপ্রতি ৫০ হাযার টাকা করে জরিমানা দিতে হবে। এক পর্যায়ে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যও বন্ধ করে দেয়া হয়। কারো কারো বাড়ীর সামনের রাস্তা বাঁশের বেড়া দিয়ে বন্ধ করে দেয়। যেন বাড়ী থেকে বের হ'তে না পারে। তাদেরকে মাসিক আত-তাহরীক সহ সকল প্রকার বই-পুস্তক বাড়ী থেকে সরিয়ে ফেলতে বাধ্য করে।[২]

১. *আত-তাহরীক, জানুয়ারী ২১, পৃ: ২৭।*

২. *আত-তাহরীক, জানুয়ারী ২১, পৃ: ২৭।*

১২. চক্রবর্তীটেক, গাযীপুর : যেলার সদর থানাধীন চক্রবর্তীটেক গ্রাম। সাভার থেকে অনতিদূরে বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক সংলগ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। সেখানে স্থানীয় মুরব্বী ৮৫ বছর বয়স্ক ডা. আব্দুল কুদ্দূসের নিজের দানকৃত মাটিতে এবং নিজস্ব অর্থায়নে গড়ে ওঠে সাত তলা ফাউণ্ডেশন বিশিষ্ট রওশন আরা জামে মসজিদ। যার তিন তলা পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন হয়। মাযহাবী তরীকায়ই চলছিল মসজিদটি। শিরক-বিদ'আতসহ নানাবিধ ভ্রান্ত আক্বীদা ও আমল চালু ছিল সেখানে। ডাক্তার আব্দুল কুদ্দূস নিজেই ছিলেন মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও পরিচালনা কমিটির সভাপতি। কিন্তু আশার কথা যে, মহান আল্লাহ্র মেহেরবানীতে ডাক্তার আব্দুল কুদ্দূস ছাহেব আমীরে জামা'আতের লেখা 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' সহ অন্যান্য বই-পুস্তক পাঠের মাধ্যমে ছহীহ পথের সন্ধান পান এবং যাচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত নেন যে, জীবনের এই পড়ন্ত বেলায় আর ভুলের মধ্যে নয়, বরং অশুদ্ধ পথ ছেড়ে বিশুদ্ধ পথে ফিরে আসবেন। অবশেষে তিনি মাযহাবী তাক্বলীদ ছেড়ে ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমল শুরু করেন। কিন্তু তার এই পরিবর্তন স্থানীয় বিদ'আতী আলেমদের চোখ জ্বালার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা ডাক্তার ছাহেবের বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্র শুরু করে ও বিভিন্নভাবে ভয়-ভীতি ও হুমকি-ধমকি প্রদান করে। ডাক্তার ছাহেবের ভাষ্যমতে- 'বিগত ৪০ বছর যাবত আমি এখানে বসবাস করছি। কেউ আমাকে মন্দ বলেনি। কিন্তু আহলেহাদীছ হওয়ার পর থেকেই আমি সবার কাছে খারাপ হয়ে গেছি। এমনকি আমাকে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয়েছে। আমি আল্লাহ্র সাহায্য কামনা ও সকলের সহানুভূতি আশা করি'।

অবশেষে ২০১৭ সালের রামাযান মাসে সাভারের জিরানী পুকুরপাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের সাথে সাক্ষাৎ করে তিনি উক্ত মসজিদটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আহলেহাদীছ আন্দোলনের অনুকূলে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন। সে মোতাবেক ৩০শে জানুয়ারী'১৮ তারিখে গাযীপুর সদর সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর অঙ্গপ্রতিষ্ঠান 'ইসলামিক কমপ্লেক্স'-এর নামে উক্ত মসজিদটি রেজিষ্ট্রি করে দেওয়া হয়। অতঃপর ৯ই মার্চ ২০১৮ ইং তারিখে সুধী সমাবেশের মাধ্যমে মসজিদটি আনুষ্ঠানিকভাবে রওশনআরা জামে মসজিদের পরিবর্তে চক্রবর্তীটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রূপান্তরিত হয়।

অতঃপর মসজিদের দাতা ডাক্তার আব্দুল কুদ্দূসের ঐকান্তিক ইচ্ছানুযায়ী মসজিদটি ছহীহ তরীকায় চলতে শুরু করে। ইমাম মুওয়াযযিন সকলেই আহলেহাদীছ। আওয়াল ওয়াক্তে আযান ও জামা'আত হচ্ছে নিয়মিত। আশপাশ থেকে বিপুল পরিমাণে মুছল্লীও যোগদান করেন জুম'আ ও ওয়াক্তিয়া ছালাতে। কিন্তু বিদ'আতী মৌলভীদের গোপন ষড়যন্ত্র থেমে যায়নি। আশপাশের মসজিদের ইমামরা গোপনে পরামর্শ বৈঠক করে মসজিদটি দখলের সিদ্ধান্ত নেয়। অতঃপর ৬ মাসের মাথায় ১০ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে আছর ছালাতের সময় তারা একজোটে মসজিদে হামলা করে। ইমামকে মারধর করে মসজিদ থেকে বের করে রাস্তায় নিয়ে সিএনজিতে উঠিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দেয়। সেসময় সাংগঠনিক বৈঠকে ঢাকা ও গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বেশ কয়েকজন দায়িত্বশীল ও কর্মী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাদেরকেও সন্ত্রাসীরা লাঞ্ছিত করে তাড়িয়ে দেয়। এরা নিজস্ব মাযহাবী ইমাম-মুওয়াযযিন নিয়োগ দিয়ে মসজিদটি দখলে নেয়। যার একক অবদানে তিন কোটি টাকা ব্যয়ে মসজিদটি নির্মিত হ'ল তিনি চরমভাবে অপমানিত ও মনক্ষুণ্ন হয়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হন। পরবর্তীতে এ নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা হয়। কিন্তু মসজিদটি এখনও পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়নি। ডাক্তার আব্দুল কুদ্দূসের জীবনের শেষ ইচ্ছা আর পূরণ হ'ল না। কেননা গত ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে তিনি হার্ট এ্যাটাক করে মৃত্যুবরণ করেন। বিদ'আতী আলেমদের হিংসাত্মক আচরণের কারণে নিজের গড়া মসজিদে ছালাত আদায় করতে না পারার বেদনা নিয়েই চির বিদায় নিলেন তিনি।

প্রিয় পাঠক! এরকম একটার পর একটা ঘটনা লিখতে থাকলে প্রবন্ধের কলেবর অনেক বড় হয়ে যাবে। কলেবর সংক্ষিপ্ত করার স্বার্থে আমরা সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরলাম। গত কিস্তিতে ৭টি ও এই কিস্তিতে ৫টি মোট ১২টি ঘটনা উল্লেখ করা হ'ল। চক্ষুষ্মান ও বিবেকবান পাঠকের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এক্ষণে আমরা আল্লাহ্র ঘর নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব এবং এ সমস্ত জঘন্য অপকর্মের পরিণতি পর্যালোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।-

১. মসজিদ আল্লাহ্র ঘর : মসজিদ আল্লাহ্র ঘর। আল্লাহ বলেন, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ 'অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই গৃহের মালিকের' *(কুরায়শ ১০৬/৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا 'নিশ্চয়ই মসজিদ সমূহ কেবল আল্লাহ্র জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করো না' *(জিন ৭২/১৮)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, المساجدُ بيوتُ اللهِ في الأرضِ تضيءُ لأهلِ السَّماءِ كما تضيءُ نجومُ السَّماءِ لأهلِ الأرضِ، 'পৃথিবীতে মসজিদসমূহ আল্লাহ্র ঘর। এগুলো আসমানবাসীর জন্য তেমনি আলোকিত করে যেমনভাবে দুনিয়াবাসীদের জন্য আকাশের তারকাগুলো আলোকিত করে'।[৩] আর পৃথিবীর সকল গৃহের চাইতে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র গৃহের মর্যাদা নিঃসন্দেহে অজস্রগুণ বেশী। সেকারণ এ গৃহের সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষা করাও মুমিনদের জন্য আবশ্যক।

৩. *মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১৯৩৪, ২/১০ পৃঃ*।

২. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থান মসজিদ : আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا، 'আল্লাহ্র নিকটে সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হচ্ছে মসজিদ। আর সবচেয়ে ঘৃণ্য জায়গা হচ্ছে বাযার'।[৪] আবূ উমামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, اِنَّ حِبْرًا مِّنَ الْيَهُوْدِ سَالَ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم اَىُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ فَسَكَتَ عَنْهُ وَقَالَ اَسْكُتُ حَتّى يَجِئَ جِبْرِيْلُ فَسَكَتَ وَجَاءَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَالَ فَقَالَ مَا الْمَسئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلكِنْ اَسْاَلُ رَبِّىْ تَبَارَكَ وَتَعَالى ثُمَّ قَالَ جِبْرِيْلُ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ دَنَوْتُ مِنَ اللهِ دُنُوًّا مَّا دَنَوْتُ مِنْهُ قَطُّ قَالَ وَكَيْفَ كَانَ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَه سَبْعُوْنَ اَلْفَ حِجَاب مِّنْ نُّوْر فَقَالَ شَرُّ الْبِقَاعِ اَسْوَاقُهَا وَخَيْرُ الْبِقَاعِ مَسَاجِدُه، 'ইহুদীদের একজন আলেম নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ জায়গা সবচেয়ে উত্তম? তিনি নীরব রইলেন। অতঃপর বললেন, যতক্ষণ জিবরীল আমীন না আসবেন ততক্ষণ আমি নীরব থাকব। এর মধ্যে জিবরীল (আঃ) আসলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) জিবরীল (আঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। জিবরীল (আঃ) উত্তর দিলেন, এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশি কিছু জানে না। তবে আমি আমার রবকে জিজ্ঞেস করব। এরপর জিবরীল (আঃ) বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমি আল্লাহ্র এত নিকটে গিয়েছিলাম যা কোন দিন যাইনি। রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে হে জিবরীল? তিনি বললেন, তখন আমার ও তাঁর মধ্যে মাত্র সত্তর হাযার নূরের পর্দা ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান হ'ল বাযার, আর সবচেয়ে উত্তম স্থান হ'ল মসজিদ'।[৫]

৩. মসজিদ নির্মাণের ফযীলত : জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ، أَوْ أَصْغَرَ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য টিড্ডির ঢিবির ন্যায় বা তার চাইতেও ক্ষুদ্র একটি মাসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন'।[৬] ওছমান (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর তৈরী করবেন'।[৭]

অন্য বর্ণনায় আছে- مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا، بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ (ঘর) তৈরী করবেন'।[৮] উপরোক্ত হাদীছগুলোতে মসজিদ ভাঙ্গা নয়; বরং মসজিদ গড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এর বিনিময়ে জান্নাতে উত্তম গৃহ পুরস্কার হিসাবে প্রদানের কথা ঘোষিত হয়েছে। অতএব মসজিদে হামলাকারীরা সাবধান!

৪. মসজিদ নির্মাণে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ : মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব এতটাই বেশী যে, রাসূল (ছাঃ) পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন। মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করতে, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং সুবাসিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন'।[৯]

৫. ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য মসজিদ আবাদ করা, ধ্বংস করা নয় : মসজিদ আবাদ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ، 'আল্লাহ্র মসজিদ সমূহ কেবল তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। যারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। নিশ্চয়ই তারা সুপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(তওবা ৯/১৮)*। সুতরাং প্রকৃত মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গৃহ মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ করা, মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করা, সর্বোপরি মসজিদ যথাযথভাবে আবাদ করা।

৬. মসজিদে হামলাকারীরা সবচেয়ে বড় যালেম : মহান আল্লাহ্র ভাষায়, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، 'তার চাইতে বড় যালেম আর কে আছে, যে আল্লাহ্র মসজিদ সমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা প্রদান করে এবং সেগুলিকে বিরান করার চেষ্টা চালায়? অথচ তাদের জন্য সেখানে প্রবেশ করা বিধেয় ছিল না ভীত অবস্থায় ব্যতীত। তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি' *(বাক্বারাহ ২/১১৪)*।

---

৪. *মুসলিম হা/৬৭১; মিশকাত হা/৬৯৬।*
৫. *ইবনু হিব্বান; মিশকাত হা/৭৪১ সনদ হাসান।*
৬. *ইবনু মাজাহ হা/৭৩৮; ইবনু হিব্বান হা/১৬১৮; ছহীহুত তারগীব হা/২৭১।*
৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯৭।*
৮. *তিরমিযী হা/৩১৮; ইবনু মাজাহ হা/৭৩৬, সনদ ছহীহ।*
৯. *তিরমিযী হা/৫৯৪; আবূদাঊদ হা/৪৫৫।*

আলোচ্য আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যারা আল্লাহ্র ঘর মসজিদে আল্লাহ্র ইবাদত করতে বাধা প্রদান এবং মসজিদ নিশ্চিহ্ন করার মানসে মসজিদে হামলা, ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে, তারা সবচেয়ে বড় যালিম। আর তাদের জন্য দুনিয়াতে রয়েছে অপমান বা লাঞ্ছনা আর পরকালে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। ভারতে বাবরী মসজিদ ধ্বংসকারীদের ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছে। এতদ্ব্যতীত কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে যালেমদের পরকালীন ভয়াবহ পরিণতি উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, 'যালেমদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না' *(আলে ইমরান ৩/১৯২; মায়েদা ৫/৭২; হজ্জ ২২/৭১)*। 'আমরা যালেমদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি আগুন তথা জাহান্নাম' *(কাহাফ ১৮/২৯; আল-ফুরক্বান ২৫/৩৭)*। 'যালেমদের জন্য কতই না নিকৃষ্ট বিনিময়' *(কাহাফ ১৮/৫০)*। 'সেদিন যালেমদের কোন বন্ধু থাকবে না বা না কোন সুফারিশকারী থাকবে, যা কবুল করা হবে' *(মুমিন ৪০/১৮)*। এভাবে বিভিন্ন আয়াতে যালেমদের কঠিন পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি সত্য জানার পর তাকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করে তাকেও বড় যালেম বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، 'তার চাইতে বড় যালেম আর কে আছে, যে আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করে অথবা তার কাছে সত্য (অর্থাৎ ইসলাম) এসে যাওয়ার পরেও তাকে মিথ্যা বলে? অতঃপর জাহান্নামেই কি অবিশ্বাসীদের আবাসস্থল নয়?' *(আনকাবূত ২৯/৬৮)*।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা সত্য উদ্ভাসিত হওয়ার পর তাকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করে তারাও বড় যালেম এবং তাদের পরিণতিও হবে জাহান্নাম। এক্ষণে যারা আহলেহাদীছ মসজিদগুলিতে হামলা ও তা দখল করার অপচেষ্টা চালায় তারা আসলে কোন কাতারে পড়ে তা পাঠকগণই বিবেচনা করবেন। কেননা আহলেহাদীছ মসজিদগুলো আক্রমণের একটিই কারণ যে, তারা কোন মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ না করে সরাসরি অভ্রান্ত সত্যের উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী উক্ত মসজিদগুলো আবাদ করেন। কোনরূপ শিরক ও বিদ'আতের অনুপ্রবেশের সুযোগ সেখানে থাকে না। তারা আউয়াল ওয়াক্তে আযান দিয়ে ছালাত আদায় করেন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর দেখানো ও শিখানো পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করেন। আর এটিই হয়েছে বিরোধীদের জন্য চক্ষুশূল। যুগ যুগ ধরে চলে আসা নিজেদের ভ্রান্ত আক্বীদা ও আমলের বিপরীতে বিশুদ্ধ কোন আমল দেখে তারা বরদাশত করতে পারে না। আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী তারা সত্যকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা চালায়। অবশেষে দলীল-প্রমাণেও যখন পেরে ওঠে না তখন বেছে নেয় আগ্রাসী পথ। তাদের পরিণাম যে ভয়াবহ তা বলাই বাহুল্য।

৭. মসজিদে হামলা বিধর্মীদের কাজ : আক্বীদা ও আমলগত শত মতবিরোধ থাকলেও কোন বিবেকবান মুসলমান পবিত্র গৃহ মসজিদে হামলা করতে পারে না। মসজিদ ভাঙচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও জবরদখলের যে করুণ চিত্র আমরা আলোচ্য নিবন্ধের প্রথমাংশে দেখেছি তাতে যেকোন বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষের নিকটেই মনে হবে যে, এগুলো নিশ্চয়ই চরম ইসলাম বিদ্বেষী কোন বিধর্মীর কাজ। ইসলামী লেবাস পরে স্বয়ং আল্লাহ্র ঘরে হামলা এ যেন নিজের চোখকেই অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, মাযহাবী অন্ধত্ব আমাদেরকে এতটাই নীচে নামিয়েছে যে, বিপরীত আক্বীদার অনুসারীদের মসজিদে আগুন দিতেও আমাদের হৃদয় সামান্যতম কাঁপে না। এই যদি হয় বাস্তবতা তাহ'লে ভারতের অযোধ্যায় যারা বাবরী মসজিদ ধ্বংস করেছিল সেই কট্টর হিন্দু আর এই টুপি-পাগড়ী ও জুব্বা পরা নামধারী মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

আরেকটি বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বাংলাদেশে এযাবত মসজিদে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের যত ঘটনা ঘটেছে, সবই হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের দ্বারা আহলেহাদীছ মসজিদগুলোর উপর ঘটেছে। কিন্তু কোন আহলেহাদীছ কর্তৃক কোন একটি হানাফী মসজিদেও কি এরকম হামলা হয়েছে? কিংবা এর সামান্যতম উপসর্গও দেখা গেছে? এর কোন নযীর কি কেউ দেখাতে পারবে? প্রশ্নই আসে না। কারণ আহলেহাদীছরা উদার ও সহনশীল। তারা উগ্র বা হিংস্র নন। তারা ব্যক্তির রায়-এর উপরে হাদীছকে অগ্রাধিকার দেন। যেকোন মতবিরোধকে তারা সবসময় দলীলের আলোকে মোকাবেলা করতে চেষ্টা করেন। কখনো দলীলের বিপরীতে পেশী শক্তি ব্যবহার করেন না।

উপসংহার : আলোচ্য নিবন্ধে আমরা নিকটঅতীতে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন পীর ও তরীকার অনুসারী একশ্রেণীর অপরিণামদর্শী মাযহাবপন্থী আলেম ও তাদের অনুসারীদের দ্বারা আহলেহাদীছ মসজিদে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও দখলের কিছু বাস্তব ঘটনা তুলে ধরলাম। যা সম্পূর্ণরূপে নৈতিকতা বিবর্জিত ও চরম ইসলাম বিরোধী। যে কর্মের সাথে ইসলামের কোন সাদৃশ্য নেই, বরং শতভাগ সাদৃশ্য রয়েছে চরমপন্থী হিন্দুত্ববাদী নেতা-কর্মী ও ইসলামের চির দুশমন ইহুদী-নাছারাদের সাথে। আর ইসলামের নির্দেশনা হচ্ছে মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ করা। এটিই ঈমানদারদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে কুরআন মাজীদে বিঘোষিত হয়েছে। অতএব আমাদেরকে মসজিদ ভাঙচুর ও দখলের এই আগ্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে তওবা করে ফিরে আসতে হবে এবং পরস্পর সহনশীল হ'তে হবে। মতবিরোধকে দলীলের আলোকে সমাধান করতে হবে। পেশী শক্তি দিয়ে বিরোধী মতকে দাবিয়ে দেওয়ার এই জাহেলিয়াত থেকে সর্বতোভাবে বেরিয়ে আসতে হবে। তবেই শান্তির ফলগুধারা সমাজে প্রবাহিত হবে ইনশাআল্লাহ। আসুন না আমরা প্রত্যেকে নিজেদের দলীয় ও মাযহাবী চশমা খুলে অন্তত কিছু সময়ের জন্য সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হই। দেখবেন সকলে একই প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে জান্নাতে প্রবেশের প্রতীক্ষায় আছি। আল্লাহ আমাদেরকে নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

পিতা-মাতার সাথে আদব সমূহ

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

পৃথিবীতে মানুষের আগমনের স্বাভাবিক মাধ্যম হচ্ছে পিতা-মাতা। এই পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য অনেক। তাদের সাথে যেমন সদাচরণ করতে হবে, তেমনি তাদের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। সেই সাথে তাদের সাথে সর্বোচ্চ শিষ্টাচার বজায় রাখতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، 'আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না। তোমরা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর' *(নিসা ৪/৩৬)*। তিনি আরো বলেন, أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ، 'অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই' *(লোক্বমান ৩১/১৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، 'আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে অবশ্যই আমরা তাদেরকে সৎকর্মশীলদের মধ্যে প্রবেশ করাব (অর্থাৎ অন্যান্য সৎকর্মশীলদের সঙ্গে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব)' *(আনকাবূত ২৯/৯)*। তাই পিতা-মাতার সাথে শালীন আচরণ করতে হবে। পিতা-মাতার সাথে যেসব আদব পালন করতে হয় সে সম্পর্কে আলোচ্য নিবন্ধে আলোচনা করা হ'ল।-

১. পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় করা :

পিতা-মাতার মাধ্যমেই মানুষ দুনিয়াতে আসে এবং তারাই সন্তানকে শৈশবে অকৃত্রিম স্নেহে লালন-পালন করে। তারা শৈশবে প্রতিপালন না করলে কোন সন্তানেরই সঠিকভাবে বেড়ে ওঠা সম্ভব হ'ত না। তাই তাদের সাথে আদবের অন্যতম দিক হচ্ছে তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। আল্লাহ বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ، 'আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই' *(লোক্বমান ৩১/১৪)*। হাদীছে এসেছে, আবু বুরদা (রহঃ) বলেন, তিনি ইবনে ওমর (রাঃ)-এর সাথে ছিলেন-

وَرَجُلٌ يَمَانِيٌّ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ حَمَلَ أُمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ يَقُولُ: إِنِّي لَهَا بَعِيْرُهَا الْمُذَلَّلُ إِنْ أُذْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ أُذْعَرْ، ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ، أَتَرَانِي جَزَيْتُهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَا بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ. ثُمَّ طَافَ ابْنُ عُمَرَ فَأَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ أَبِيْ مُوْسَى، إِنَّ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ تُكَفِّرَانِ مَا أَمَامَهُمَا،

'ইয়ামনের এক ব্যক্তি তার মাকে তার পিঠে বহন করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছিল ও বলছিল, 'আমি তার জন্য তার অনুগত উটতুল্য ও আমি তার পা দানিতে আঘাতপ্রাপ্ত হ'লেও নিরুদ্বেগে তা সহ্য করি'। অতঃপর সে ইবনে ওমর (রাঃ)-কে বলল, আমি আমার মাতার প্রতিদান দিতে পেরেছি বলে কি আপনি মনে করেন? তিনি বলেন, না, তার একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও হয়নি। অতঃপর ইবনে ওমর (রাঃ) তাওয়াফ করলেন। তিনি মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে দুই রাক'আত ছালাত পড়ার পর বলেন, হে আবু মূসার পুত্র প্রতি দুই রাক'আত ছালাত পূর্ববর্তী পাপের কাফফারা'।[১]

২. তাদের সাথে নম্র ভাষায় কথা বলা এবং তাদেরকে আদবের সাথে ডাকা :

পিতা-মাতা প্রত্যেক মানুষের নিকটে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। তাদেরকে সম্মান দিয়ে কথা বলতে হবে এবং তাদের সাথে নম্র-ভদ্র আচরণ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا، 'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো উপাসনা কর না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ'লে তুমি তাদের প্রতি উহ শব্দটিও বল না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। আর তাদের সাথে নরমভাবে কথা বল' *(বনী ইসরাঈল ১৭/২৩)*।

তায়সালা ইবনে মায়্যাস (রহঃ) বলেন, আমি যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলাম। আমি কিছু পাপ কাজ করে বসি, যা আমার মতে কবীরা গুনাহের শামিল। আমি বিষয়টি ইবনে ওমর (রাঃ)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, সেটা কি? আমি বললাম, এই এই ব্যাপার। তিনি বলেন, এগুলো কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত নয়। কবীরা গুনাহ নয়টি- (১) আল্লাহ্র সাথে শরীক করা (২) মানুষ হত্যা করা (৩) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা (৪) সতী-সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে যেনার মিথ্যা অপবাদ দেওয়া (৫) সূদ খাওয়া (৬) ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা (৭) মসজিদে ধর্মদ্রোহী কাজ করা (৮) ধর্ম নিয়ে উপহাস করা এবং (৯) সন্তানের অসদাচরণ, যা পিতা-মাতার কান্নার কারণ হয়। ইবনে ওমর (রাঃ) আমাকে বলেন, তুমি কি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চাও? আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ! আমি তাই চাই। তিনি বলেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম, আমার মা জীবিত আছেন।

১. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১১, সনদ ছহীহ।*

তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! তুমি তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বললে এবং তার ভরণপোষণ করলে তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদি কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাক'।[২]

৩. তাদের অনুমতি ব্যতীত সফর না করা :

পিতা-মাতা সর্বদা সন্তানের কল্যাণ কামনা করেন। সন্তান কখনো তাদের চোখের আড়াল হ'লে তারা চিন্তিত থাকেন। এজন্য সন্তানের কর্তব্য হচ্ছে কোথাও গেলে তাদেরকে জানিয়ে এবং তাদের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে যাওয়া। এ মর্মে একটি হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَهُ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ أَحَىٌّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ– 'এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিহাদে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন তিনি বললেন, তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তবে (তাদের খিদমতের মাধ্যমে) তাদের মধ্যে জিহাদের চেষ্টা কর'।[৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِى الأَجْرَ مِنَ اللهِ قَالَ فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَىٌّ قَالَ نَعَمْ بَلْ كِلاَهُمَا قَالَ فَتَبْتَغِى الأَجْرَ مِنَ اللهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا– 'একদিন জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমি আপনার কাছে হিজরত ও জিহাদে অংশগ্রহণের বায়'আত করতে চাই। এর মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকটে প্রতিদান কামনা করি। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা-পিতার কেউ কি জীবিত আছেন? উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ, বরং উভয়েই। তখন তিনি বললেন, তুমি কি আল্লাহ্র নিকটে প্রতিদান কামনা কর? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি তখন বললেন, তুমি তোমার মাতা-পিতার নিকট ফিরে যাও এবং সর্বদা তাদের সাথে সদাচরণ কর'।[৪]

৪. রাগান্বিত হয়ে তাদের মুখোমুখী না হওয়া :

পিতা-মাতার সাথে শালীনতা বজায় রাখার অন্যতম দিক হচ্ছে, তাদের সাথে রাগান্বিত হয়ে কখনও কথা না বলা। কেননা এতে তারা কষ্ট পায়। আর মনঃকষ্টের কারণে তারা সন্তানের বিরুদ্ধে কোন বদ দো'আ করলে তা আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয়ে যায়। হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ– 'তিন ব্যক্তির দো'আ নিঃসন্দেহে কবুল হয়- ১. পিতা-মাতার দো'আ, ২. মুসাফিরের দো'আ, ৩. মযলূমের দো'আ'।[৫]

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে জুরাইজ নামক একজন লোক ছিলেন। একদিন তিনি ছালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় তাঁর মা তাকে ডাকলেন। কিন্তু তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন না। তিনি বললেন, ছালাত আদায় করব, না কি তার জবাব দেব? তারপর মা তাঁর কাছে এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! তাকে মৃত্যু দিও না যে পর্যন্ত তুমি তাকে কোন পতিতার মুখ না দেখাও। একদিন জুরাইজ তার ইবাদতখানায় ছিলেন। এমন সময় এক মহিলা বললেন, আমি জুরাইজকে ফাঁসিয়ে ছাড়ব। তখন সে তার নিকট গেল এবং তার সাথে কথাবার্তা বলল। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। তারপর সে মহিলা এক রাখালের কাছে এসে স্বেচ্ছায় নিজেকে তার হাতে সঁপে দিল। তার কিছুদিন পর সে একটি ছেলে প্রসব করল। তখন সে বলে বেড়াতে লাগল যে, এ ছেলে জুরাইজের! এ কথা শুনে লোকেরা জুরাইজের নিকট এল এবং তার ইবাদতখানা ভেঙ্গে তাকে বের করে দিল ও তাকে গালিগালাজ করল। এরপর তিনি (জুরাইজ) ওযূ করলেন এবং ছালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি ছেলেটির কাছে এসে বললেন, হে ছেলে! তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল, রাখাল। তখন লোকেরা বলল, আমরা তোমার ইবাদতখানাটি সোনা দিয়ে তৈরী করে দিব। জুরাইজ বললেন, না মাটি দিয়েই তৈরী করে দাও (যেমনটা পূর্বে ছিল)।[৬] সুতরাং পিতা-মাতার সাথে রাগারাগি করা যাবে না এবং তাদের মনঃকষ্টের কারণ হয় এমন কোন কাজ করা যাবে না।

৫. পিতা-মাতার সেবা করা :

পিতা-মাতা সন্তানের একমাত্র আশ্রয়স্থল। তারাই শৈশবে সন্তানকে অকৃত্রিম যত্নে প্রতিপালন করেছে। তাই বড় হয়ে তাদের সেবা করা সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, মু'আবিয়াহ ইবনু জাহিমাহ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا– 'তাঁর পিতা জাহিমাহ নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি জিহাদে অংশগ্রহণের ইচ্ছা করছি, এজন্য আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা জীবিত আছেন কী? তিনি বললেন, জ্বী হ্যাঁ। তিনি বললেন, মায়ের সেবাকেই আবশ্যিক করে নেও। কেননা জান্নাত তাঁর পায়ের কাছে'।[৭]

---

২. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৮, সনদ ছহীহ।
৩. বুখারী হা/৩০০৪, ৫৯৭২; মুসলিম হা/২৫৪৯।
৪. মুসলিম হা/২৫৪৯; মিশকাত হা/৩৮১৭।
৫. আবূদাঊদ হা/১৫৩৬; তিরমিযী হা/১৯০৫; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩২।
৬. বুখারী হা/২৪৮২, ১২০৬।
৭. আহমাদ হা/১৫৫৩৮; নাসাঈ হা/৩১০৪; ইবনু মাজাহ হা/২৭৮১; ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৪৮৫; মিশকাত হা/৪৯৩৯।

৬. পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে তাদের জন্য দো'আ করা :

পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করলেও তাদের প্রতি সন্তানের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। বরং তাদের মৃত্যুর পরে তাদের জন্য দো'আ করা সন্তানের অন্যতম কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيْرًا، 'বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়াবশে প্রতিপালন করেছিলেন' *(বনী ইসরাঈল ১৭/২৪)*। সুতরাং পিতা-মাতার প্রতি অন্যতম আদব হ'ল তাদের জন্য দো'আ করা। যার ছওয়াব তারা কবরে বসেও পেতে থাকেন।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

'আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার আমলের সুযোগও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমলের ছওয়াব বন্ধ হয় না। ১. ছাদাক্বায়ে জারিয়া। ২. এমন জ্ঞান, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, ৩. নেক সন্তান, যে তার পিতা-মাতার জন্য দো'আ করে'।[৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَارَبِّ أَنَّى لِى هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ-

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে নেক বান্দার মর্যাদা উন্নত করেন। তখন সে বলে, হে রব! আমার এ (মর্যাদা) কিভাবে হ'ল? আল্লাহ বলেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে'।[৯]

৭. তাদের মৃত্যুর পরে তাদের জন্য ছাদাক্বা করা :

পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করলে তাদের মাগফিরাতের জন্য দান-ছাদাক্বা করা তাদের সাথে শিষ্টাচারের অন্তর্গত। এই দানের ছওয়াব তারা কবরে বসে পাবেন। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها. أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمِّى افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ-

'আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে বললেন, আমার মায়ের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। কিন্তু আমার বিশ্বাস তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) কথা বলতে সক্ষম হ'লে কিছু ছাদাক্বা করে যেতেন। এখন আমি তাঁর পক্ষ হ'তে ছাদাক্বা করলে তিনি এর নেকী পাবেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ'।[১০]

৮. পিতা-মাতার অবর্তমানে তাদের মুসলিম আত্মীয় ও বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা :

পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের সাথে যেমন সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে, তেমনি তাদের মৃত্যুর পরে তাদের মুসলিম বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথেও সুসম্পর্ক রাখতে হবে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ أَلَسْتَ ابْنَ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ قَالَ بَلَى. فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ وَقَالَ ارْكَبْ هَذَا وَالْعِمَامَةَ قَالَ اشْدُدْ بِهَا رَأْسَكَ. فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ غَفَرَ اللهُ لَكَ أَعْطَيْتَ هَذَا الأَعْرَابِىَّ حِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ. فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّىَ. وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ.

'ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যখন তিনি মক্কা অভিমুখে রওনা হ'তেন তখন তাঁর সঙ্গে একটি গাধা থাকত। উটের সওয়ারীতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে ক্ষণিক স্বস্তি লাভের জন্য তাতে আরোহণ করতেন। আর তাঁর সাথে একটি পাগড়ী থাকত, যা তিনি মাথায় বেঁধে নিতেন। একদা তিনি উক্ত গাধায় আরোহণ করে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর পাশ দিয়ে একজন বেদুঈন অতিক্রম করছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি অমুকের পুত্র অমুক নও? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি তাকে গাধাটি দিয়ে দিলেন এবং বললেন, এতে আরোহণ কর। তিনি তাকে পাগড়ীটিও দান করলেন এবং বললেন, এটি তোমার মাথায় বেঁধে নাও।

তখন তাঁর সঙ্গীদের কেউ কেউ তাকে বললেন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি এই বেদুঈনকে গাধাটি দিয়ে দিলেন, যার উপর সওয়ার হয়ে আপনি স্বস্তি লাভ করতেন এবং পাগড়ীটিও দান করলেন, যার দ্বারা আপনার মাথা বাঁধতেন। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার হ'ল কোন ব্যক্তির পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সদ্ভাব রাখা। আর এই বেদুঈনের পিতা ছিলেন ওমর (রাঃ)-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু'।[১১]

৯. মৃত্যুর পরে তাদের কবর যিয়ারত করা :

পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে তাদের কবর যিয়ারত করা। এতে যেমন তাদের কথা স্মরণ হবে, তেমনি তাদের প্রতি কর্তব্য

৮. মুসলিম হা/১৬৩১; আবূদাঊদ হা/২৮৮০।
৯. আহমাদ হা/১০৬১৮; মিশকাত হা/২৩৫৪, সনদ হাসান।
১০. বুখারী হা/১৩৮৮, ২৭৬০; মুসলিম হা/১০০৪; মিশকাত হা/১৯৫০।
১১. মুসলিম হা/২৫৫২; মিশকাত হা/৪৯১৭।

অন্তরে জাগরুক থাকবে। তাই তাদের কবর যিয়ারত করা এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত, যাতে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং তাদেরকে জান্নাত দান করেন। রাসূল (ছাঃ) তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করেন। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, زَارَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّىْ فِىْ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِى وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِىْ أَنْ أَزُوْرَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِى فَزُوْرُوْا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ– 'নবী করীম (ছাঃ) একবার নিজের মায়ের কবরে গেলেন। সেখানে তিনি নিজেও কাঁদলেন এবং তাঁর আশপাশের লোকদেরকেও কাঁদালেন। তারপর বললেন, আমি আমার মায়ের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে আল্লাহ্র কাছে অনুমতি চাইলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হ'ল না। তারপর আমি আমার মায়ের কবরের কাছে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। আমাকে অনুমতি দেয়া হ'ল। তাই তোমরা কবরের কাছে যাবে। কারণ কবর মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়'।[১২]

১০. পিতা-মাতার নাম ধরে না ডাকা :

পিতা-মাতা সন্তানের নিকটে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। সুতরাং তাদেরকে সর্বদা সম্মান করা কর্তব্য। আর এমন কোন কাজ উচিত নয়, যাতে তাদের সম্মান ক্ষুণ্ন হয়। যেমন তাদের নাম ধরে ডাকা। এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَبْصَرَ رَجُلَيْنِ. فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: مَا هَذَا مِنْكَ؟ فَقَالَ: أَبِيْ. فَقَالَ: لاَ تُسَمِّهِ بِاسْمِهِ، وَلاَ تَمْشِ أَمَامَهُ، وَلاَ تَجْلِسْ قَبْلَهُ.

'আবু হুরায়রা (রাঃ) দুই ব্যক্তিকে দেখে তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করেন, ইনি তোমার কি হন? সে বলল, তিনি আমার পিতা। তিনি বলেন, তাকে নাম ধরে ডেকো না, তার আগে আগে চলো না এবং তার সামনে বসো না'।[১৩]

ওমর ইবনু যায়েদকে বলা হ'ল- ما : قال كيف برُّ ابنك بك؟ مشيت نهاراً قط إلا وهو خلفي، ولا مشيت ليلاً إلا مشى أمامي، ولا رقى سقفاً وأنا تحته، 'আপনার ছেলে আপনার সাথে কিরূপ সদাচরণ করে? তিনি বলেন, আমি দিনে কখনো পথ চললে সে আমার পিছনে চলে। রাত্রে পথ চললে সে আমার সামনে চলে। আমি নীচে থাকলে সে ছাদে আরোহণ করে না'।

১১. নিজ পিতা-মাতা ব্যতীত অন্যকে পিতা-মাতা পরিচয় না দেওয়া :

পিতা-মাতা যে মানের ও মর্যাদার হোক না কেন কিংবা তাদের পেশা ও কর্ম যাই হোক না কেন তাদের পরিচয় গোপন করে অন্যকে পিতা-মাতা পরিচয় দেওয়া বৈধ নয়। হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ– 'তোমরা তোমাদের পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না (অর্থাৎ অস্বীকার করো না)। কারণ যে লোক নিজের পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (অর্থাৎ পিতাকে অস্বীকার করে) তা কুফরী'।[১৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ سَعْدٍ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ–

সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে অন্যকে নিজের পিতা বলে দাবী করে অথচ সে জানে যে সে তার পিতা নয়, তার জন্য জান্নাত হারাম'।[১৫]

১২. তাদেরকে গালি দেওয়ার উপলক্ষ তৈরী না করা :

পিতা-মাতা অপমানিত হয় এমন কোন কাজ করা এবং যেসব কাজের কারণে তাদেরকে গালি দেওয়া হয় তদ্রূপ কোন কাজ করা যাবে না। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوْا يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ–

'আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, কবীরা গুনাহসমূহের অন্যতম হ'ল নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া। তারা (ছাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! নিজের পিতা-মাতাকে কোন লোক কিভাবে গালি দিতে পারে? তিনি বললেন, সে অন্যের পিতাকে গালি দেয়, তখন সে তার পিতাকে গালি দেয় এবং সে অন্যের মাকে গালি দেয়, তখন সে তার মাকে গালি দেয়'।[১৬]

উপসংহার : পিতা-মাতার সাথে যেমন নম্র-ভদ্র ও শালীন আচরণ করতে হবে, তেমনি তাদের সাথে শিষ্টাচার বজায় রাখতে হবে। সন্তানরা যেন পিতা-মাতার জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়া হ'তে পারে, সে লক্ষে নিজেদের গড়ে তুলার জন্য সচেষ্ট হ'তে হবে। এতে সন্তানের ইহকাল ও পরকাল যেমন কল্যাণকর হবে তেমনি পিতা-মাতারও নেকীর হকদার হবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পিতা-মাতার সাথে আদব সমূহ সঠিকভাবে পালনের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

১২. মুসলিম হা/৯৭৬; আবূ দাঊদ হা/৩২৩৪; মিশকাত হা/১৭৬৩।
১৩. বাযযার, ইবনুস সুন্নী; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৪, সনদ ছহীহ।
১৪. বুখারী হা/৬৭৬৮; মুসলিম হা/৬২; মিশকাত হা/৩৩১৫।
১৫. বুখারী হা/৬৭৬৬; মুসলিম হা/৬৩; মিশকাত হা/৩৩১৪।
১৬. বুখারী হা/৫৯৭৩; মুসলিম হা/৯০; মিশকাত হা/৪৯১৬।

নববী চিকিৎসা পদ্ধতি

*ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী**

(২য় কিস্তি)

চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়াম সাধনা :

ইসলামী বিধানে ছিয়াম শুধু উপবাসের নাম নয়; বরং এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আরো ব্যাপক, আরো গভীর, আরো সুদূরপ্রসারী। ছিয়াম সাধনার শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক তথা বিভিন্নমুখী দিক রয়েছে। এর সবগুলোই এখানে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই বিভিন্নমুখী গুরুত্বই ছিয়াম সাধনাকে করে তুলেছে পবিত্রতম ও মহীয়ান।

আল্লাহ তা'আলা রামাযান মাসের ছিয়াম সাধনাকে ফরয করেছেন *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا، 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে রাখবেন'।[১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান দূরত্ব সৃষ্টি করে দিবেন।[২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম পালন করতেন।[৩] কেননা এ দু'দিন বান্দার আমল আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করা হয়।[৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে ছিয়াম পালনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।[৫] তিনি শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম,[৬] আশূরার ১টি বা ২টি ছিয়াম[৭] এবং আরাফাহ দিবসের একটি ছিয়াম পালনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।[৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فِى الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، فِيْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لاَ يَدْخُلُهُ إِلاَّ الصَّائِمُوْنَ، 'জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। তার একটি দরজার নাম 'রাইয়ান'। ছায়েম ব্যতীত ঐ দরজা দিয়ে কেউ প্রবেশ করবে না।[৯]

ছিয়াম শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যমই নয়। বরং এর স্বাস্থ্যগত অনেক উপকারিতা রয়েছে। যা নিম্নরূপ :

চিকিৎসা শাস্ত্রবিদগণের সনিষ্ঠ বিবেচনামতে অতিভোজন, সার্বক্ষণিক কিংবা খাওয়া-দাওয়ায় প্রায়শঃ ব্যস্ত থাকা অথবা অন্যান্য দোষক্রিয়ার ফলে কতকগুলো সমস্যার সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাতে দেহযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ খাদ্য গ্রহণোত্তরকালে সঠিক ও নির্ভুলভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে না। এ সময় সৃষ্ট উপসর্গগুলো দূরীভূত করে দেয়ার জন্যে যদি ঔষধের ব্যবহার হয়, তাহ'লে উপসর্গগুলো ক্রমশঃ চাপা পড়ে যেতে থাকে; পরিণতিতে বিষাক্ত উপাদান পুঞ্জীভূত হ'তে থাকে শরীরের মধ্যে। শরীরের মধ্যকার এই বিষাক্ত উপাদানগুলো দ্রুত ও সত্বর দূরীভূত করে দেয়ার জন্যে সবচেয়ে মোক্ষম উপায় হ'ল ছিয়াম পালন। এতে বিশেষতঃ তিনটি সুফল পাওয়া যায়।

(ক) খাদ্য গ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়। উল্লেখ্য, খাদ্য গ্রহণের ফলেই দেহে অধিকতর পরিমাণ বিষাক্ত উপাদান সৃষ্টি হয়ে থাকে।

(খ) দেহে খাদ্যবস্তু মওজূদ না থাকাতে দেহের পরিপাকযন্ত্র দেহ থেকে বিষাক্ত উপাদানগুলো দূরীভূত করে দেয়ার সুযোগ করে নিতে পারে। কারণ মুখে অধিক সময় কিংবা সব সময় খাদ্যবস্তু বিদ্যমান থাকলে রোগ-জীবাণুর জন্যে তা মোক্ষম সুতিকাগারে পরিণত হয়। কারণ প্রতিটি মানুষের আশেপাশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লক্ষ লক্ষ রোগ-জীবাণু। মুখ পরিষ্কার থাকলে এই জীবাণু আর মানবদেহে লালিত-পালিত হবার সুযোগ পায় না। কিন্তু যে মুখ সবসময় আহার্যবস্তু নাড়াতেই ব্যস্ত থাকে, সে মুখ রোগ-জীবাণুর লালনক্ষেত্রে পরিণত হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। মুখ থেকে এই জীবাণুগুলো ছড়িয়ে পড়ে দেহের বিভিন্ন অংশে। এভাবে নাক, কান, গলা ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের উপসর্গে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়তে হয় মানুষকে। এসব অসুস্থতার আক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষার লক্ষ্যে ছিয়াম নিশ্চিতভাবেই উত্তম প্রক্রিয়া। পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গেছে, তুলনামূলক ভাবে রোগাক্রান্তের সংখ্যা রামাযান মাসে খুবই কম।

(গ) পুরো দেহযন্ত্রটিই তার সর্বাত্মক শক্তি সংহত করে বিষ নিবারণে নিয়োজিত হ'তে পারে এবং শরীরের সমস্ত স্বাস্থ্যপ্রদ শক্তিকে সে সংঘবদ্ধভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলার্থে দৃঢ় ও নিশ্চিতরূপে তৈরী করিয়ে নেবার সুযোগ পায়। স্মর্তব্য, খাদ্য হজম ও গ্রহণে প্রচুর শক্তিমত্তা ব্যয়িত হয়ে থাকে। দেহে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবার পর এই শক্তিমত্তা অবকাশ পেয়ে দেহের বিভিন্ন অংশের পরিষ্করণ ও অন্যান্য দিককার দেখাশোনায় তৎপর হবার সুযোগ পায়।

উপবাস থাকলে দেহ হাল্কা ও উদ্যমী হয়ে ওঠে। খাদ্য গ্রহণ ও হজমীকরণে পরিপাকযন্ত্রের তৎপরতা না থাকায় দেহযন্ত্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পায়। এ সুযোগে দেহে প্রচুর পরিমাণে শক্তিমত্তা ও স্বতঃস্ফূর্ততা পুঞ্জীভূত হয়।

ছিয়াম হচ্ছে সুস্বাস্থ্যের জন্যে একটি শক্তিশালী অস্ত্র। বুদ্ধিমত্তার সাথে এর প্রয়োগ হ'লে এ থেকে বিস্ময়কর ফল পাওয়া যেতে পারে।[১০]

---

* *মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদ্রাসা, জামালপুর।*

১. বুখারী হা/২৮৪০; মুসলিম হা/১১৫৮; ইবনু মাজাহ হা/১৭১৭।
২. আবূদাঊদ হা/২৪২১; তিরমিযী হা/৭৪৪, সনদ ছহীহ।
৩. তিনমিযী হা/৭৪৫; নাসাঈ হা/২৩৬১; ইবনু মাজাহ হা/১৭৪০; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৪৪; ছহীহুল জামে' হা/৪৯৭০।
৪. তিরমিযী হা/৭৪৭; ছহীহুত তারগীব হা/১০৪১; ছহীহুল জামে' হা/২৯৫৯।
৫. তিরমিযী হা/৭৬১; নাসাঈ হা/২৪২৪; ছহীহুল জামে' হা/৬৭৩।
৬. মুসলিম হা/১১৬৪; আবূদাঊদ হা/২৪৩৩; তিরমিযী হা/৭৫৯।
৭. মুসলিম হা/১১৬২; আবূদাঊদ হা/২৪২৫; মিশকাত হা/২০৪৪।
৮. মুসলিম হা/১১৬২; আবূদাঊদ হা/২৪২৫; মিশকাত হা/২০৪৪
৯. বুখারী হা/৩২৫৭; বায়হাক্বী হা/৮৫২২; মিশকাত হা/১৯৫৭।
১০. হাসনাইন ইমতিয়াজ, সিয়াম সাধনা: চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোকে (ঢাকা : ইফাবা, ২য় মুদ্রণ মার্চ/১৯৮৩), পৃঃ ১১-১২।

পণ্ডিতগণ বলেছেন, Empty stomach is the prower house of knowlege. 'ক্ষুধার্ত উদর জ্ঞানের আঁধার'। ছিয়াম সাধনায় মানুষের মানসিক ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মনোসংযোগ ও যুক্তি প্রমাণে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। আর স্নায়ুবিক প্রখরতার জন্য ভালবাসা, আদর-স্নেহ, সহানুভূতি, অতিন্দ্রীয় এবং আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষ ঘটে। তাছাড়া ঘ্রাণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বোধশক্তির তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। এ ব্যাপারে ডাঃ আলেক্স হেইগ বলেন, 'ছিয়াম হ'তে মানুষের মানসিক শক্তি ও বিশেষ বিশেষ অনুভূতিগুলো উপকৃত হয়। স্মরণশক্তি বাড়ে, মনোসংযোগ ও যুক্তিশক্তি পরিবর্ধিত হয়।[১১]

ডাঃ ক্লীভ Peptic Ulcer নামক একটি গবেষণামূলক পুস্তকে যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে বিশ্বের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় পেপটিক আলসার অনেক কম। অথচ দক্ষিণ ভারত, জাপান, ইংল্যাণ্ড ও দক্ষিণ নাইজেরিয়ায় এই রোগ অনেক বেশী। এর কারণ হিসাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা দু'টি বিষয় উল্লেখ করেছেন। (১) রামাযান মাসে মুসলমানদের নিয়মিত ছিয়াম পালন এবং (২) তাদের খাবার মেন্যুতে এ্যালকোহল না থাকা। ডাঃ গ্রাহাম বলেন, আলসার (Peptic Ulcer) ও তজ্জনিত ফুলো রোগ এবং প্রদাহ ছিয়াম পালনের কারণে দ্রুত উপশম হয়।

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে, দীর্ঘ জীবন লাভ ও সুস্বাস্থ্যের জন্য খাওয়ার প্রয়োজন বেশী নয়, বরং কম। বছরে একমাস ছিয়াম পালন করলে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশ্রাম ঘটে। প্রতিদিন প্রায় ১৫ ঘণ্টা সময় এই বিশ্রামে লিভার, প্লীহা, কিডনী, মূত্রথলী সহ দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো দীর্ঘ এক মাস ব্যাপী বেশ বিশ্রাম পায়। এটা অনেকটা কারখানার মেশিনকে বাৎসরিক বিশ্রাম দেয়ার মতই। এতে করে মানবদেহরূপ মেশিনের কর্মক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায়। সারা বছরে দেহের অভ্যন্তরে যে জৈব (Toxin) বিষ সৃষ্টি হয়, তা এক মাসের ছিয়াম সাধনায় পুড়ে ভস্মীভূত (Detoxicate) হয়ে যায়।[১২]

ডাঃ লুথরজেম অব ক্যামব্রিজ : তিনি ছিলেন একজন ফারমাকোলোজী (Pharmacology) বিশেষজ্ঞ। প্রতিটি বস্তুকে গভীরভাবে দেখা ছিল তার স্বভাবগত ব্যাপার। একবার তিনি ক্ষুধার্ত মানুষ (ছায়েম)-এর পাকস্থলীর আর্দ্র পদার্থ (Stomach Secretion) নিয়ে তার ল্যাবরেটরীতে টেষ্ট করেছিলেন। পরীক্ষা করে তিনি দেখতে পেলেন, তাতে সেই খাদ্যের দুর্গন্ধময় উপদান (Food Particles Septic), যার দ্বারা পাকস্থলী রোগ-বাধি গ্রহণ করে, তা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়। মি. লুথর বলেন, ছিয়াম শারীরিক রোগ-ব্যাধি বিশেষভাবে পাকস্থলীর রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তির গ্যারান্টি।[১৩]

কোলেস্টেরল (Cholesterol) হ্রাস : শরীরের শিরা ও ধমনীগুলিকে (Veins and Arteris) নদী-নালার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। নদী-নালার প্রবাহ যত বেশী থাকে, সেগুলি ততবেশী সতেজ থাকে। সেখানে পলি জমলে তা ভরাট হয়ে অচল হয়ে যায়। তেমনিভাবে দেহের মধ্যে কোলেস্টেরল জমলে শিরা-উপশিরাগুলি সরু হয়ে যায় এবং রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। ছিয়াম পালনে দেহের চর্বি ও কোলেস্টেরল-এর মাত্রা কমে যায় ও তা স্বাভাবিক থাকে।[১৪]

ছিয়ামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হ'ল শরীরে প্রবাহমান পদার্থ সমূহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। মুখের লালাযুক্ত ঝিল্লীর উপরের অংশে সম্পৃক্ত কোষ থাকে, যাকে প্রাপথেলীন কোষ বলা হয়। এগুলো দেহের আর্দ্র পদার্থ নিষ্কাশনে নিয়োজিত থাকে। ছিয়ামের মাধ্যমে এদের কার্যকারিতা আরও বৃদ্ধি পায়।

লালা তৈরীকারী গোশতগ্রন্থি সমূহ, গর্দানের গোশতগ্রন্থি ও অগ্ন্যাশয়ের গোশতগ্রন্থি সমূহ অধিক আগ্রহে বিশ্রামের অপেক্ষায় থাকে, রামাযানে তারা কিছুটা বিশ্রাম পায়। ছিয়ামের সময় দিনে, ধূমপান জনিত বদ অভ্যাস ও উত্তেজক জিনিস হ'তে বিরত থাকার কারণে লাঞ্চ ক্যান্সার (Lung Cancer), হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা (Heart Weakness) ও অন্যান্য কঠিন রোগ থেকে মানুষের মুক্তি ঘটে।[১৫]

ডাঃ সলোমান তার গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য বিধিতে মানব দেহকে ইঞ্জিনের সাথে তুলনা করে বলেন, 'ইঞ্জিন রক্ষা কল্পে মাঝে মাঝে ডকে নিয়ে চুল্লি হ'তে ছাই ও অঙ্গার সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাষিত করা যেমন আবশ্যক, উপবাস দ্বারা মাঝে মাঝে পাকস্থলী হ'তে অজীর্ণ খাদ্য নিষ্কাষিত করাও তেমনি আবশ্যক'।[১৬]

সিগমন্ড নারায়াড : তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী। তার থিওরী মনোরোগ বিশেষজ্ঞগণের জন্য পথিকৃৎ। তিনি অভুক্ত থাকা ও ছিয়াম রাখার পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি বলেন, ছিয়াম মনস্তাত্ত্বিক ও মস্তিষ্ক রোগ (Mental and Psychological) নির্মূল করে দেয়। মানব দেহে আবর্তন-বিবর্তন আছে। কিন্তু ছিয়াম পালনকারীর শরীর বারংবার বাহ্যিক চাপ (External Pressure) গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্জন করে। ছায়েম দৈহিক খিঁচুনী (Body Congestion) এবং মানসিক অস্থিরতা (Mental Depression) এর মুখোমুখী হয় না।[১৭]

রামযান মাসে যকৃত (Liver) ও মূত্রাশয় সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করে। চার্লস ই.পেজ বলেন, 'ছিয়ামের ফলে যকৃতের ফোড়া আরোগ্য হয়। এর জন্য অবশ্য এক মাসের মতো ছিয়াম

১১. *অধ্যাপক সাইদুর রহমান, মাহে রমজানের শিক্ষা ও তাৎপর্য (ঢাকা : ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৮৫), পৃঃ ১৭।*
১২. *মাসিক আত-তাহরীক, আগষ্ট/২০১০, পৃঃ ৩২।*
১৩. *সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, ১/১৪১-১৪২।*
১৪. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ছিয়াম ও ক্বিয়াম (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, জানুঃ ২০২০), পৃঃ ১৭২-১৭৩।*
১৫. *মাসিক আত-তাহরীক, আগষ্ট ২০১০, পৃঃ ৩৩।*
১৬. *বাংলা মিশকাত, ছিয়াম পর্ব (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৬), পৃঃ ২১২; ছিরাতে মুস্তাক্বীম, ছিয়াম ও রামাযান, পৃঃ ৬৫।*
১৭. *সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান ১/১৪২ পৃঃ।*

পালন করা লাগে'। মূত্রাশয়ের নানা উপসর্গও এই ছিয়ামের দ্বারা উপশম হয় বলে ডাঃ এম. এ. রাহাত মত প্রকাশ করেন।

ডাঃ লাষ্ট বারনার বলেন, 'ফুসফুসে কাশি, লোবার নিউমোনিয়া, কঠিন কাশি, সর্দি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগ ছিয়ামের দ্বারা আরোগ্য হয়'। এছাড়াও একজন সুস্থ মানুষের জন্যও ছিয়ামের গুরুত্ব কোন অংশেই কম নয়। এ সময় অবাধ গতিতে বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করতে পারে। ছিয়াম পালনকালে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র সর্বাধিক উজ্জীবিত হয়।[১৮]

অতি ভোজন, অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার ভক্ষণ ইত্যাদি কারণে দেহে চর্বি জমে রক্তবাহী নালাগুলি সরু হয়ে যায়। তাতে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্ত সরবরাহ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং দেহে রক্তচাপ বেড়ে যায়। তা থেকে হার্ট, ব্রেইন, কিডনী প্রভৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চোখের রক্তবাহী আর্টারী সরু হওয়ায় চোখের রেটিনায় নানারূপ পরিবর্তন দেখা দেয়। মুখমণ্ডল বাঁকা হয়ে যাওয়া, দেহের অর্ধাংশ অবশ (Paralysis) হয়ে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ছিয়াম পালন করার ফলে রক্তে চর্বির পরিমাণ হ্রাস পায়। ফলে ছিয়াম ব্লাডপ্রেসার নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং তা থেকে সৃষ্ট নানাবিধ জটিলতা থেকে দেহকে রক্ষা করে।[১৯]

ছিয়াম হৃদপিণ্ড ও ধমনির সচলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মানব দেহে অতিরিক্ত মেদ বা চর্বি জমার কারণে রক্তে কোলেস্টেরল (Cholesterol) বেশী থাকে। রক্তে স্বাভাবিক কোলেস্টেরলের পরিমাণ হ'ল ১২৫-১৫০ মিলিগ্রাম, ১০০ মিলিমিটার সিরামে (পাজমে)। এর বেশী হ'লে হৃদপিণ্ড, ধমনিতন্ত্র ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো মারাত্মক রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করে এবং ক্রমশ মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। যেমন- হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, বহুমূত্র, পিত্ত থলিতে পাথর, বাত প্রভৃতি মারাত্মক জটিল রোগ। কিন্তু নিয়মিত ছিয়াম পালনের ফলে দেহে অতিরিক্ত মেদ জমতে পারে না এবং রক্তের কোলেস্টেরলের পরিমাণ স্থিতিশীল করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।[২০]

পোপ এলফ গাল ছিলেন হল্যাণ্ডের একজন নামকরা পাদ্রি। ছিয়াম সম্পর্কে তিনি তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন যে, আমি আমার অনুসারীদের প্রতি মাসে তিনটি করে ছিয়াম রাখার নির্দেশ দিয়েছি। এ কর্মপদ্ধতিতে দৈহিক ও পরিমাপিক সমন্বয় অনুভব করেছি। আমার রোগীরা বারংবার আমাকে জোর দিয়ে বলেছে যে, আমাকে আরো কিছু পদ্ধতি বলে দিন, কিন্তু আমি নীতি বানিয়ে দিয়েছি যে, দুরারোগ্য রোগীদের প্রতিমাসে তিন নয় বরং পূর্ণ একমাস ছিয়াম রাখার নির্দেশ দেব। আমি ডায়াবেটিস (Diabetes), হৃদরোগ (Heart Diseases) ও পাকস্থলী রোগে (Stomach Diseases) আক্রান্ত রোগীদের পূর্ণ একমাস ছিয়াম রাখার নির্দেশ দিয়েছি। এ পদ্ধতি অবলম্বনে ডায়াবেটিস রোগীর অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তাদের সুগার কন্ট্রোল হয়ে গেছে। হৃদরোগীদের অস্থিরতা ও শ্বাস স্ফীতি হ্রাস পেয়েছে এবং সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়েছে পাকস্থলী রোগীরা।[২১]

ডাঃ আলেক্স হেইগ বলেন, 'ছিয়াম হ'তে মানুষের মানসিক শক্তি ও বিশেষ বিশেষ অনুভূতিগুলো উপকৃত হয়। স্মরণশক্তি বাড়ে, মনোসংযোগ এবং যুক্তিশক্তি পরিবর্ধিত হয়'। ডঃ হেনরিক ষ্টার্ন ছিয়ামের উপকারিতা সম্পর্কে বলেন, 'মানসিক ও স্নায়ুবিক বৈকল্যে ছিয়ামের উপকারিতা দেখে থ হয়ে যেতে হয়। পক্ষাঘাত এবং আধা-পক্ষাঘাত রোগ ছিয়ামের বদৌলতে অতি দ্রুত সেরে যায়। স্নায়ুবিক দৌর্বল্য, এমনকি অনেক সময় উন্মত্ততা রোগও ছিয়ামের কারণে ভাল হয়ে যায়'।[২২]

ডাঃ জুয়েলস, ডাঃ ডিউই, ডাঃ এলেক্স হিউ প্রমুখ প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ স্বীকার করেছেন যে, ছিয়াম শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এর ফলে দেহের জীবাণুবর্ধক অন্ত্রগুলি ধ্বংস হয়, ইউরিক এসিড বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। ছিয়াম চর্মরোগ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, গ্যাষ্ট্রিক আলসার ইত্যাদির জন্য অত্যন্ত উপকারী বিবেচিত হয়েছে। মেদ ও কোলেষ্টেরল কমানোয় ছিয়ামের জুড়ি নেই। সর্বোপরি ছিয়াম মনে শান্তি আনে, কু-প্রবৃত্তি প্রশমিত করে, দীর্ঘ জীবন দান করে। আজ উন্নত বিশ্বে বিভিন্ন জটিল রোগ প্রশমনের ব্যবস্থাপত্রে চিকিৎসকগণ ছিয়াম রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন।[২৩]

[ক্রমশঃ]

---

১৮. মাসিক আত-তাহরীক, আগষ্ট ২০১০, পৃঃ ৩৩।
১৯. ছিয়াম ও ক্বিয়াম, পৃঃ ১৭২।
২০. মাসিক আত-তাহরীক, আগষ্ট ২০০১, পৃঃ ৪-৫।
২১. সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, ১/১৪১ পৃঃ।
২২. মাসিক আত-তাহরীক, আগষ্ট ২০১০, পৃঃ ৩৩-৩৪।
২৩. ইসলামী বিধান ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ৫০-৫১।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

১৪৪২ হিজরীর মাহে রামাযানে কর্মীদের প্রতি

আমীরে জামা'আতের আহ্বান

আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

১. পরপারের পাথেয় সঞ্চয়ে ব্রতী হৌন!
২. হাসিমুখে আল্লাহ্র দীদার লাভে প্রস্তুত হৌন!
৩. সর্বদা আল্লাহ্র দাসত্বের মধ্যে থাকুন!
৪. সর্বতোভাবে হারাম বর্জন করুন!
৫. পরস্পরে মহব্বত বৃদ্ধি করুন ও সংগঠনকে সীসাঢালা প্রাচীরের মত গড়ে তুলুন।
৬. রামাযানে বেশী বেশী তেলাওয়াত ও ছাদাক্বা করুন!
৭. ছিয়াম ও ক্বিয়াম (২য় সংস্করণ ২০২১) এবং মৃত্যুকে স্মরণ (২য় সংস্করণ ২০২০) বই দু'টি বারবার পাঠ করুন!

অল্পে তুষ্টি

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

ভূমিকা :

অল্পে তুষ্টি মুমিন চরিত্রের ভূষণ। সুখী জীবন লাভের অন্যতম হাতিয়ার। অল্পে তুষ্টির এই অনন্য গুণটি যে অর্জন করতে পারে, জীবনের শত দুঃখ-কষ্ট ও অপূর্ণতায় তার কোন আক্ষেপ থাকে না। আল্লাহ প্রদত্ত নির্ধারিত জীবন-জীবিকায় তিনি পরিতৃপ্ত থাকেন। অল্পতে তুষ্ট থাকার মধ্যেই কল্যাণ ও সফলতার ভিত্তি প্রোথিত থাকে। কারণ অতিভোগী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও মাত্রাতিরিক্ত বিলাসী জীবন মুমিনের অন্তর থেকে আল্লাহভীতি দূর করে দেয়। ইবাদতের আগ্রহ নষ্ট করে ফেলে। মানুষকে চরম হতাশাগ্রস্থ ও অস্থির করে তোলে। তাই সুখী ও প্রশান্ত জীবন লাভের জন্য অল্পে তুষ্টির গুণ অর্জন করা অপরিহার্য। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা অল্পে তুষ্টি বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশআল্লাহ।

অল্পে তুষ্টির পরিচয় :

অল্পে তুষ্টির আরবী প্রতিশব্দ হ'ল القَنَاعَةُ। যার অর্থ الرِضا بِالْيَسِيرِ مِنَ الْعَطَاءِ، 'স্বল্প লব্ধ জিনিসে পরিতুষ্ট থাকা'।[১] পরিভাষায় বলা হয়, القناعة: الرضا بما دون الكفاية، وترك التشوُّف إلى المفقود، والاستغناء بالموجود 'অল্পে তুষ্টির অর্থ হ'ল অপর্যাপ্ত বিষয়ে তুষ্ট থাকা, অপ্রাপ্ত জিনিস পাওয়ার লোভ পরিত্যাগ করা এবং যা আছে তা নিয়েই প্রাচুর্যবোধ করা'।[২]

ইয়াসির আব্দুল্লাহ আল-হূরী বলেন, القناعة هي الرضا بما قسمه الله وأعطاه، والاستغناء بالحلال عن الحرام، وامتلاء القلب بالرضا وعدم التسخط والشكوى 'অল্পে তুষ্টি হচ্ছে আল্লাহ তাক্বদীরে যা কিছু বণ্টন করেছেন এবং দিয়েছেন তাতে খুশি থাকা, হারাম বর্জন করে হালাল জিনিসে পরিতৃপ্ত থাকা এবং অভিযোগ ও রাগ পরিহার করে অন্তরকে সন্তুষ্টি দিয়ে ভরে দেওয়া'।[৪]

অল্পে তুষ্টির আলোচনা করা অনেকটা সহজ হ'লেও এই মহান গুণ অর্জন করা ততটা সহজ নয়। তবে প্রকৃত ঈমানদার ও পরহেযগার বান্দাদের জন্য এই গুণ অর্জন করা কঠিন নয়। কিন্তু দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তিদের জন্য এটা কঠিন বটে। কেননা শয়তান সব সময় মানুষকে লোভের মায়াজালে বন্দী করতে চায় এবং দুনিয়ার মোহে প্ররোচিত করে তাকে উদ্ভ্রান্ত জীবনের দিকে আহ্বান করে। সেকারণ পরিতুষ্ট জীবন লাভের জন্য ঈমান ও তাক্বওয়ার বলে বলীয়ান হয়ে সর্বদা শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখতে হয়।

অল্পে তুষ্টির ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা :

অল্পে তুষ্ট জীবনই প্রকৃত সুখের জীবন। ইসলাম মানুষকে সেই সুখী জীবন গঠনে উৎসাহিত করে। কেননা সম্পদের প্রতি মানুষের যে অস্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে, তা মানুষকে আমৃত্যু তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। কিন্তু যারা লোভের মুখে লাগাম টেনে স্বভাবগত এই রিপু শক্তিকে জয় করতে পারে এবং নিজের যা আছে তা নিয়ে পরিতৃপ্ত থাকতে পারে, তাদের জন্য দুনিয়াটা হয়ে যায় সুখের নীড়। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে অল্পে তুষ্টির নির্দেশ দিয়ে বলেন, لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ– 'আমরা তাদের ধনিক শ্রেণীকে যে বিলাসোপকরণ সমূহ দান করেছি, তুমি সেদিকে চোখ তুলে তাকাবে না। আর তাদের ব্যাপারে তুমি দুশ্চিন্তা কর না। ঈমানদারগণের জন্য তুমি তোমার বাহুকে অবনত রাখ' *(হিজর ১৫/৮৮)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'এই আয়াতে মানুষকে অন্যের ধন-সম্পদের প্রতি লোভ করতে নিষেধ করা হয়েছে'।[৫] ইমাম শাওক্বানী (রহঃ) বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, لا تطمح ببصرك إلى زخارف الدنيا طموح رغبة فيها، 'তুমি কামনার দৃষ্টি দিয়ে দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থেক না'।[৬] নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অল্পে তুষ্ট মানুষ ছিলেন। কিন্তু এই আয়াতে আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে আমাদেরকেই নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে কুরআনের একটি সারগর্ভ দো'আ শিখিয়েছেন। তা হ'ল رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ– 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও ও পরকালে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও!' *(বাক্বারাহ ২/২০১)*। ইবনু কুতাইবাহ সহ অনেক মুফাসসিরের মতে, এখানে দুনিয়ার কল্যাণ বলতে অল্প রিযিকে পরিতুষ্ট থাকা, পাপ থেকে বিরত থাকা, সৎ কাজের তাওফীক্ব লাভ করা ও সৎ সন্তান প্রভৃতি বুঝানো হয়েছে।[৭]

---

* এম. এ (অধ্যয়নরত), আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ইবনে মানযূর, লিসানুল আরব, (বৈরূত: দারুছ ছাদের, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৪হি.) ৮/২৯৮; ইবনুল আছীর, আন-নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীছ ওয়াল আছার, (বৈরূত: মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৯হি./১৯৭৯খ্রি.), ৪/১১৪ পৃঃ।

২. আবুল ফাযল বুস্তী, মাশারিকুল আনওয়ার, (লেবাননঃ আল-মাকতাবাতুল আতীক্বাহ, তাবি) ২/১৮৭।

৩. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, মু'জামু মাক্বালীদিল 'উলূম, তাহক্বীক্বঃ ড. মুহাম্মাদ ইবরাহীম উবাদাহ (কায়রো: মাকতাবাতুল আদাব, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪হি./২০০৪খ্রি.) পৃ. ২০৫, ২১৭।

৪. https://www.alukah.net/sharia/0/111519

৫. তাফসীরে ত্বাবারী ১৭/১৪১।

৬. শাওক্বানী, তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর ৩/১৭১।

৭. আবূ হাইয়ান আন্দালূসী, আল-বাহরুল মুহীত্ব ২/৩১০।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর জীবনাদর্শের মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মাদীকে অল্পে তুষ্ট থাকার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেছেন। ওবায়দুল্লাহ ইবনু মিহছান আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِيْ سِرْبِهِ، مُعَافًى فِيْ جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيْرِهَا، 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরিবার-পরিজনসহ নিরাপদে সকালে উপনীত হয়, সুস্থ শরীরে দিনাতিপাত করে এবং তার নিকট সারা দিনের খোরাকী থাকে, তাহ'লে তার জন্য যেন গোটা দুনিয়াটাই একত্রিত করা হ'ল'।[৮]

ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীন এ সমস্ত হাদীছের মাধ্যমে তাদের জীবনকে আলোকিত করেছিলেন। শুধু নিজেরাই আলোকিত হননি, তাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও সেই আলোর কাফেলায় শামিল করার চেষ্টা করেছেন। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছাহাবী সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) তার ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেন, يا بني! إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة، فإنما مال لا يَنْفَدُ؛ وإياك والطمَع فإنه فقر حاضر؛ وعليك باليأس، فإنك لم تيأس من شيء قطُّ إلا أغناك الله عنه، 'হে বৎস! যদি তুমি প্রাচুর্য তালাশ কর, তাহ'লে অল্পে তুষ্টির মাধ্যমে সেটা অন্বেষণ কর। কেননা অল্পে তুষ্টি এমন সম্পদ, যা কখনো নিঃশেষিত হয় না। আর তুমি লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা লোভ একটি চাক্ষুষ নিঃস্বতা। পাশাপাশি তুমি অপরের সম্পদ থেকে বিমুখ থাক। কেননা যখনই তুমি কোন কিছু (পার্থিব জৌলুষ) থেকে নিবৃত্ত থাকবে, আল্লাহ তোমাকে এর থেকে মুখাপেক্ষীহীন করে দিবেন'।[৯]

বকর বিন আব্দুল্লাহ আল-মুযানী (রহঃ) বলেন, يَكْفِيكَ مِنَ الدُّنْيَا مَا قَنِعْتَ بِهِ وَلَوْ كَفُّ تَمْرٍ، وَشَرْبَةُ مَاءٍ، وَظِلُّ خِبَاءٍ، وَكُلُّ مَا انْفَتَحَ عَلَيْكِ مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ ازْدَادَتْ نَفْسُكَ بِهِ تَعَبًا، 'দুনিয়াতে তোমার জন্য ততটুকু সম্পদই যথেষ্ট, যতটুকুতে তুমি পরিতৃপ্ত থাকতে পার। সেটা হ'তে পারে এক মুঠো খেজুর, কয়েক ঢোক পানি এবং একটি তাঁবুর ছায়া। কিন্তু যখনই তোমার সামনে দুনিয়ার কোন সম্ভারের প্রকাশ ঘটবে, এর প্রতি তোমার নফসের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে'।[১০] সুতরাং ইসলাম আমাদেরকে অল্পে তুষ্টির প্রতি প্রেরণা জুগিয়েছে। শুধু তাই নয় সালাফে ছালেহীন অল্পে তুষ্টির গুণ বিবর্জিত জীবনকে প্রকৃত দরিদ্র জীবন বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (রহঃ) বলেন, 'দরিদ্রতার বিভিন্ন রকমভেদ রয়েছে। আখেরাতের দরিদ্র সেই ব্যক্তি, যার নেকী কম। দুনিয়ার প্রকৃত দরিদ্র সেই ব্যক্তি, যে অল্পে তুষ্ট থাকতে পারে না। দুনিয়ার সমুদয় সম্ভার তার হস্তগত হ'লেও বাস্তবতার নিরিখে সেই প্রকৃত দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তি'।[১১]

সুতরাং সুখী হওয়ার জন্য কাড়ি কাড়ি সম্পদের প্রয়োজন হয় না। শুধু প্রয়োজন হয় অল্পে তুষ্ট একটা হৃদয়ের। কারণ আমাদের আশপাশে এমন অনেক ধনী ও সম্পদশালী আছেন, যাদের নিরস কণ্ঠ থেকে ভেসে আসে না পাওয়ার আক্ষেপ, যাদের পেরেশানি আকাশচুম্বি। রাতের পর রাত কেটে যায় নিদ্রাহীন অবস্থায়। আবার এমন মানুষও আছে, যারা দিন এনে দিন খায়। এতেই তাদের পরম সুখ। নেই কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন এবং অধিক পাওয়ার তৃষ্ণা। আছে শুধু অল্পে তুষ্টির মত এক মহাগুণ।

অল্পে তুষ্টির গুরুত্ব ও ফযীলত

ইসলামের প্রতিটি দিকনির্দেশনায় মানবজাতির জন্য দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অল্পে তুষ্টির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাছাড়া অল্পে তুষ্ট থাকা অন্তরের ইবাদত। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এর গুরুত্ব ও ফযীলত বিধৃত হয়েছে। নিম্নে অল্পে তুষ্টির গুরুত্ব ও ফযীলত আলোকপাত করা হ'ল-

১. অল্পে তুষ্টি মযবূত ঈমানের পরিচায়ক :

অল্পে তুষ্ট থাকা বান্দার ঈমানী মযবূতির পরিচায়ক। আল্লাহ ও তাঁর নির্ধারিত ফায়ছালার ওপর চূড়ান্ত বিশ্বাস ছাড়া কেউ স্বল্প জীবিকায় তুষ্ট থাকতে পারে না। প্রখ্যাত তাবেঈ হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, يَابْنَ آدَمَ خَفْ مِمَّا خَوَّفَكَ اللهُ تَعَالَى يَكْفِيْكَ مَا خَوَّفَكَ النَّاسُ، وَإِنَّ مِنْ ضَعْفِ يَقِيْنِكَ أَنْ تَكُوْنَ بِمَا فِيْ يَدِكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا فِيْ يَدِ اللهِ تَعَالَى، 'হে আদম সন্তান! আল্লাহ তোমাকে যা থেকে সতর্ক করেছেন, তা থেকে সতর্ক থাক। মানুষ তোমাকে যে ব্যাপারে [দরিদ্রতা] ভয় দেখায়, সেই ব্যাপারে আল্লাহই তোমার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই তোমার দুর্বল ঈমানের অন্যতম লক্ষণ হ'ল- আল্লাহর কাছে যা আছে তার চেয়ে তোমার উপার্জিত জিনিসের উপর তুমি বেশী নির্ভর কর'।[১২] সুতরাং অল্পে তুষ্ট না থাকা দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক এবং আল্লাহ প্রদত্ত অল্প জীবিকায় খুশি থাকা মযবূত ঈমানের পরিচায়ক।

২. পবিত্র জীবন লাভ :

অল্পে তুষ্ট থাকার মাধ্যমে পবিত্র জীবন লাভ করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ، 'পুরুষ হৌক বা নারী হৌক মুমিন অবস্থায় যে

৮. তিরমিযী হা/২৩৪৬; ইবনু মাজাহ হা/৪১৪১; মিশকাত হা/৫১৯১, সনদ হাসান।
৯. ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব, তাহক্বীক: আমর আল-আমরী (বৈরূত: দারুল ফিক্র, ১৪১৫হি./১৯৯৫খ্রি.) ২/৩৬৩।
১০. ইবনু আবীদ্দুনইয়া, আল-ক্বানা'আতু ওয়াত তা'আফ্ফুফ, তাহক্বীক: মুছত্বফা আব্দুল ক্বাদের (বৈরূত: আল-মুআসসাতুল কুতুব আছ-ছাক্বাফিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৩হি./১৯৯৩খ্রি.), পৃ: ৬২।
১১. রাগেব ইস্পাহানী, তাফসীরে রাগেব ১/৫৬৪।
১২. আল-ক্বানা'আতু ওয়াত তা'আফ্ফুফ, পৃ: ৫০।

সৎকর্ম সম্পাদন করে, আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম অপেক্ষা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করব' *(নাহল ১৬/৯৭)*। এই আয়াতে ঈমান ও নেক আমলের পার্থিব পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর সেটা হ'ল পবিত্র জীবন। আলী ইবনে আবী তালেব, ইবনু আব্বাস, হাসান বছরী, ইকরিমা, ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহঃ) প্রমুখ বিদ্বানদের মতে এই আয়াতে 'পবিত্র জীবন' বলতে 'অল্পে তুষ্ট জীবন' বুঝানো হয়েছে।[১৩] মুহাম্মাদ আলী ছাবূনী (রহঃ) বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ্র ঘোষণা হ'ল- فلنحيينَّه في الدنيا حياة طيبة بالقناعة والرزق الحلال، والتوفيق لصالح الأعمال، 'আমি দুনিয়াতে তাকে অল্পে তুষ্টি, হালাল রিযিক্ব এবং নেক আমল সম্পাদন করার তাওফীক্ব দানের মাধ্যমে পবিত্র জীবন দান করব'।[১৪]

৩. অল্পে তুষ্টি সফলতার সোপান :

সমাজের বড় বড় ব্যবসায়ী, চাকুজীবী, উদ্যোক্তা প্রমুখ লোকদেরকে আমরা সফল ব্যক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকি। কিন্তু প্রকৃত সফলতার ভীত প্রোথিত থাকে ইসলাম ও অল্পে তুষ্টির মাঝে। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ، 'সেই ব্যক্তি সফলকাম যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে প্রয়োজন মাফিক রিযিক্ব দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে অল্পে তুষ্টি দান করেছেন'।[১৫] অন্যত্র তিনি বলেছেন, طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ إِلَى الإِسْلَامِ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَ، 'সেই ব্যক্তি কতই না সৌভাগ্যবান, যে ইসলামের দিকে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে। তার জীবিকা পরিমিত এবং সে অল্পে তুষ্ট থাকে।[১৬]

৪. আল্লাহ ও মানুষের ভালোবাসা অর্জন :

অল্পে তুষ্টি এমন একটি আধ্যাত্মিক সম্পদ, যা অর্জন করলে আল্লাহ ও মানবমণ্ডলী উভয়ের ভালোবাসা অর্জন করা যায়। সাহ্ল ইবনে সা'দ আস-সা'দী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, يَا رَسُولَ اللهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ؟ 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে এমন একটি কাজের আদেশ দিন, যা করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং মানুষও আমাকে ভালোবাসবে'। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ، وَازْهَدْ فِيمَا فِيْ أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ، 'দুনিয়া বিমুখ হয়ে যাও, তাহ'লে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর মানুষের কাছে যা আছে তার প্রতি লোভ করো না, তাহ'লে লোকেরা তোমাকে ভালোবাসবে'।[১৭]

হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, لَا تَزَالُ كَرِيمًا عَلَى النَّاسِ وَلَا يَزَالُ النَّاسُ يُكْرِمُوْنَكَ مَا لَمْ تَتَعَاطَ مَا فِيْ أَيْدِيهِمْ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ اسْتَخَفُّوْا بِكَ وَكَرِهُوْا حَدِيْثَكَ وَأَبْغَضُوْكَ، 'যতদিন তুমি মানুষের সম্পদে আসক্ত না হবে, ততদিন তুমি মানুষের কাছে সম্মানিত থাকবে এবং তারা তোমাকে সম্মান করবে। কিন্তু যখন তুমি তাদের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করবে, তারা তোমাকে ছোট মনে করবে, তোমার কথা অপসন্দ করবে এবং তোমার প্রতি তাদের ঘৃণা তৈরী হবে'।[১৮]

আইয়ূব আস-সাখতিয়ানী (রহঃ) বলেন, لَا يَنْبُلُ الرَّجُلُ حَتَّى تَكُوْنَ فِيْهِ خَصْلَتَانِ: الْعِفَّةُ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، وَالتَّجَاوُزُ عَمَّا يَكُوْنُ مِنْهُمْ، 'কোন ব্যক্তি দু'টি গুণ অর্জন না করা পর্যন্ত মহান হ'তে পারে না- (১) মানুষের সম্পদ থেকে নির্মোহ থাকা এবং (২) অন্যের অনাকাঙ্খিত আচরণ ক্ষমা করে দেওয়া'।[১৯]

৫. অন্তরের ধনাঢ্যতা বাড়ে :

মানুষ কখনো অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে সুখী হ'তে পারে না; বরং অর্থ-সম্পদকে সুখের একটি উপাদান বলা যেতে পারে মাত্র। কেননা সমাজে অনেক বিত্তশালী লোক আছে, তাদের অনেক অর্থ-সম্পদ থাকার পরেও অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাদেরকে দরিদ্র বানিয়েছে। আবার এমন গরীব মানুষ আছে, তাক্বদীরে বণ্টিত রিযিক পেয়েই যে পরিতুষ্ট। আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট হৃদয় নিয়ে সে সুখে-শান্তিতে দিন গুজরান করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ، وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ، 'সম্পদের আধিক্য প্রকৃত ধনাঢ্যতা নয়; বরং প্রকৃত ধনাঢ্যতা হ'ল অন্তরের ধনাঢ্যতা'।[২০]

আবূ হুরায়রা (রাঃ)-কে উপদেশ দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، 'তোমার তাক্বদীরে আল্লাহ যা বণ্টন করে রেখেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকবে, তাহ'লে মানুষের মাঝে সর্বাপেক্ষা ধনী হ'তে পারবে'।[২১] এর ব্যাখ্যায় ইমাম মানাভী (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তাক্বদীরের নির্ধারিত রিযিক্ব পেয়ে তুষ্ট থাকে, সে

---

১৩. *তাফসীরে কুরতুববী ১০/১৭৪; তারফসীর ইবনে কাছীর ৪/৬০১; তাফসীরে বায়যাবী ৩/২৩৯; তাফসীরে মারাগী ১৪/১৩৬।*
১৪. *মুহাম্মাদ আলী ছাবূনী, ছাফওয়াতুত তাফাসীর ২/১৩১।*
১৫. *মুসলিম হা/১০৫৪; তিরমিযী হা/২৩৪৮; ইবনু মাজাহ হা/৪১৩৮; মিশকাত হা/৫১৬৫।*
১৬. *তিরমিযী হা/২৩৪৯; ছহীহাহ হা/১৫০৬, সনদ ছহীহ।*
১৭. *ইবনু মাজাহ হা/৪১০২; ছহীহাহ হা/৯৪৪; মিশকাত হা/৫১৮৭।*
১৮. *আহমাদ ইবনু হাম্বাল, আয-যুহদ (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৯খ্রি./১৪২০হি.) পৃ: ২১৬।*
১৯. *ইবনু রজব হাম্বলী, জামে'উল উলূম ওয়াল হিকাম, তাহক্বীক: শু'আইব আরনাঊত্ব (বৈরূত: মু'আস্সাতুর রিসালাহ, ৭ম সংস্করণ, ১৪২২হি./২০০১খ্রি.) ২/২০৫।*
২০. *বুখারী হা/৬৪৪৬; মুসলিম হা/১০৫১; তিরমিযী হা/২৩৭৩; ইবনু মাজাহ ৪১৩৭; মিশকাত হা/৫১৭০।*
২১. *তিরমিযী হা/২৩০৫; ছহীহাহ হা/৯৩০; মিশকাত হা/৫১৭১, সনদ হাসান।*

কখনো মানুষের সম্পদের দিকে প্রলুব্ধ হয় না। ফলে সে অভাবমুক্ত থাকে এবং অন্তরের দিক থেকে ধনী হয়ে ওঠে'।[২২] সুতরাং বান্দা অল্পে তুষ্ট থাকলে, আল্লাহ তার হৃদয়কে ধনী ও অভাবমুক্ত করে দেন। মানুষের হৃদয় তার দেহের রাজধানী। এই হৃদয়ে ঈমান ও অল্পে তুষ্টির বসবাস। সেকারণ অন্তর অল্পে তুষ্ট হয়ে গেলে, শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও আল্লাহমুখী ও অন্যের অমুখাপেক্ষী হয়ে যায়। যেমন আবূ হাতেম (রহঃ) বলেন, القناعة تكون بالقلب؛ فمن غني قلبه غنيت يداه، ومن افتقر قلبه لم ينفعه غناه، ومن قنع لم يتسخط وعاش آمنا مطمئنًا 'অল্পে তুষ্টি হৃদয়ে বিরাজ করে। যার অন্তর অভাবমুক্ত হয়ে যায়, তার দুই হাতও অভাবমুক্ত হয়ে যায়। আর যার অন্তর দরিদ্র হয়ে যায়, তার ধনাঢ্যতা তাকে কোন উপকার করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি অল্পে তুষ্ট থাকে, সে কখনো (তাক্বদীরের প্রতি) অসন্তুষ্ট হয় না। সে নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত চিত্তে জীবন নির্বাহ করে'।[২৩]

৬. বান্দার সম্মান ও মর্যাদা বেড়ে যায় :

পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বিষয় হ'ল মান-সম্মান। সমাজের বুকে সবাই সম্মানী ব্যক্তি হিসাবে অভিহিত হ'তে চায়। জীবনে অন্যের ভালোসা, শ্রদ্ধা ও স্নেহের ফল্গুধারায় সিক্ত হ'তে চায়। ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাই নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার কোশেশ করে। মর্যাদা পাওয়ার লোভে মানুষ কখনো কখনো অমানুষের মতো কাজ করে ফেলে। দুনিয়াদার লোকেরা পার্থিব সম্মান পাওয়ার উদগ্র বাসনা নিয়ে এতকিছু করলেও মুমিন বান্দারা আল্লাহ্র আনুগত্যেই মর্যাদা তালাশ করে। পরমুখাপেক্ষিতা ও অল্পে তুষ্টির গুণ অর্জন করে তারা নিজেদের সম্মানকে উর্ধ্বগামী করে তোলে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে অহি-র মাধ্যমে সম্মানিত ও মর্যাদামণ্ডিত জীবন লাভের সূত্র শিখিয়েছেন। সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, 'একদা জিবরীল আমীন এসে নবী করীম (ছাঃ)-কে বললেন, يَا مُحَمَّدُ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، 'হে মুহাম্মাদ! মুমিনের সম্মান বৃদ্ধি পায় ক্বিয়ামুল লায়লের মাধ্যমে এবং মানুষের সম্পদ থেকে নির্মোহ থাকার মাধ্যমে তার ইয্যত বেড়ে যায়'।[২৪] কবি বলেছেন,

كُنْ صَابِرًا بِالفَقْرِ وَادَّرِعْ الرِّضَا * بِمَا قَدَّرَ الرَّحمنُ وَاشْكُرْهُ تُحْمَد

فَمَا الْعِزُّ إِلَّا فِي الْقَنَاعَةِ وَالرِّضَا * بِأَدْنَى كَفَافٍ حَاصِلٍ وَالتَّزَهُّدِ

'দরিদ্রতায় ধৈর্যশীল হও, দয়াময় আল্লাহ যা কিছু নির্ধারণ করেছেন তা গ্রহণের জন্য সন্তুষ্টির বর্ম পরিধান কর এবং তাঁর প্রতি কৃজ্ঞতা প্রকাশ কর, তাহ'লে তুমি প্রশংসিত হবে। সম্মান রয়েছে তো কেবল অল্পে তুষ্টি, উপার্জিত সামন্য জীবিকায় খুশি থাকা এবং দুনিয়া বিমুখতার মাঝে'।[২৫]

৭. আল্লাহ্র শুকরগুযার বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য :

আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়া আদায় করা ফরয। কেননা মানব সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় মাবজাতিকে তাঁর নে'মতের শুকরিয়া আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, مبْنى الدّين على قاعدتين الذّكر وَالشُّكْر 'দ্বীনের বুনিয়াদ দু'টি স্তম্ভের উপর ভিত্তিশীল। আর সেটা হ'ল যিক্র ও শুক্র। কেননা আল্লাহ বলেছেন, فَاذْكُرُونِيْ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِي وَلَا تَكْفُرُوْنِ، 'তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব। আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/১৫২)*।[২৬] আর আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অন্যতম উপায় হ'ল অল্পে তুষ্ট থাকা। রাসূল (ছাঃ) একবার আবূ হুরায়রা (রাঃ)-কে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا، تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَكُنْ قَنِعًا، تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، 'হে আবূ হুরায়রা! তুমি আল্লাহভীরু হয়ে যাও, তাহ'লে লোকেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী হ'তে পারবে। তুমি অল্পে তুষ্ট থাকো, তাহ'লে লোকেদের মধ্যে সর্বোত্তম কৃতজ্ঞ বান্দা হ'তে পারবে'।[২৭]

৮. আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন :

তাক্বদীরের প্রতি যার ঈমান যত মযবূত, অল্পে তুষ্ট থাকা তার জন্য ততটাই সহজ। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত রিযিকে সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমে তাওহীদ পূর্ণতা লাভ করে। কেননা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হ'ল তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে মন্দ তাক্বদীর দিয়ে বেশী পরীক্ষা করে থাকেন। ভাল তাক্বদীরকে সবাই মেনে নিতে পারে। কিন্তু মন্দ তাক্বদীরকে সবাই মেনে নিতে পারে না। আবার তাক্বদীরের মন্দ ফায়ছালাকে মেনে নেওয়া এবং সেই মন্দ ফায়ছালার উপর সন্তুষ্ট থাকাও এক নয়। কেননা যে ব্যক্তি কোন উপায় না পেয়ে মন্দ তাক্বদীরকে মেনে নেয়, আর যে ব্যক্তি তা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয় এই দু'জনের ঈমান কখনো সমান নয়। সুতরাং যারা আল্লাহ কর্তৃক তাক্বদীরের নির্ধারিত ফায়ছালার উপর সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ عِظَمَ الجزاءِ مَع عِظَمِ البَلاءِ، وإِنَّ اللهَ تعالى إِذَا

---

২২. *মানাভী, আত-তাইসীর বি শারহে আল-জামিইছ ছাগীর (রিয়াদ: মাকতাবাতুল ইমাম আশ-শাফেঈ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮হি./১৯৮৮খ্রি.) ১/২৭।*

২৩. *আবূ হাতেম বুস্তী, রাওযাতুল উক্বালা, তাহক্বীক: মুহাম্মাদ মুহীউদ্দীন, (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তাবি) পৃ: ১৫১।*

২৪. *হাকেম, হা/৭৯২১; ছহীহুত তারগীব হা/৬২৭, সনদ হাসান।*

২৫. *আব্দুল আযীয সালমান, মিফতাহুল আফকার, ৩/১১০।*

২৬. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৩হি./১৯৭৩খ্রি.) পৃ: ১২৮।*

২৭. *ইবনু মাজাহ হা/৪২১৭; ছহীহুত তারগীব হা/১৭৪১, সনদ ছহীহ।*

أَحَبَّ قَوْماً ابْتَلاَهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ، 'নিশ্চয়ই বড় পরীক্ষায় বড় পুরস্কার রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাদের পরীক্ষায় ফেলেন। ফলে তাতে যে সন্তুষ্ট হবে, তার জন্য (আল্লাহ্র) সন্তুষ্টি রয়েছে। আর যে (আল্লাহ্র পরীক্ষায়) অসন্তুষ্ট হবে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি'।[২৮] সুতরাং যারা অল্পে পরিতুষ্ট থাকে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং যারা অল্পে তুষ্ট থাকে না, তাদের প্রতি নাখোশ হন।

৯. অল্পে তুষ্টি আল্লাহ্র একটি বড় নে'মত :

মহান আল্লাহ যাকে অল্পে তুষ্ট থাকার তাওফীক্ব দিয়েছেন, তাকে যেন অনেক বড় একটি নে'মত দান করেছেন। যে নে'মতের পরশ দিয়ে মানুষের মৃতপ্রায় অন্তরগুলো আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আবূ সুলায়মান (রহঃ) বলেন, আমি আমার বোনকে বলতে শুনেছি, الفقراء كلهم أموات إلا من أحياه الله تعالى بعز القناعة والرضا بفقره، 'দরিদ্ররা সবাই মৃত। তবে তারা নয়, যাদেরকে আল্লাহ অল্পে তুষ্টির সম্মান ও স্বীয় দারিদ্রে পরিতুষ্টির মাধ্যমে জীবিত রেখেছেন'।[২৯]

আবূ হাতেম (রহঃ) বলেন, مِن أكثر مواهب الله لعباده وأعظمها خطرًا القناعة، وليس شيء أروح للبدن من الرضا بالقضاء، والثقة بالقسم، ولو لم يكن في القناعة خصلة تُحمد إلا الراحة، وعدم الدخول في مواضع السوء لطلب الفضل، لكان الواجب على العاقل ألا يفارق القناعة على حالة من الأحوال، 'বান্দার প্রতি আল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার ও বিপদ-সংকটে সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হ'ল 'অল্পে তুষ্টি'। তাক্বদীরে বণ্টিত নির্ধারিত ফায়ছালার ওপর আস্থাশীল ও খুশি থাকার চেয়ে শরীরের জন্য প্রশান্তিদায়ক কোন কিছু নেই। যদি অল্পে তুষ্টির মাঝে প্রশান্তির মত প্রশংসনীয় কোন গুণ নাও থাকত এবং শ্রেষ্ঠত্বের অন্বেষণে বিভিন্ন মন্দ ক্ষেত্রে জড়িয়ে পড়ার বিষয়ও না থাকত, তবুও জ্ঞানী ব্যক্তির উপর সকল অবস্থায় অল্পে তুষ্টির গুণ বর্জন না করা ওয়াজিব হয়ে যেত'।[৩০]

১০. রিযিকে বরকত নাযিল হয় :

রিযিকে বরকত লাভের অন্যতম উপায় হ'ল অধিক পাওয়ার বল্গাহীন আকাঙ্ক্ষা দূরীভূত করে হৃদয় যমীনে অল্পে তুষ্টির চারা রোপণ করা। অল্পে তুষ্ট ব্যক্তির আয়-রূযীতে আল্লাহ সীমাহীন বরকত নাযিল করেন। হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট কিছু চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন, আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন, আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন। তারপর বললেন, يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، 'হে হাকীম! এই সম্পদ শ্যামল সুস্বাদু। যে ব্যক্তি প্রশস্ত অন্তরে (লোভ ছাড়া) তা গ্রহণ করে, তার জন্য তা বরকতময় হয়। আর যে ব্যক্তি অন্তরের লোভসহ তা গ্রহণ করে, তার জন্য তা বরকতময় করা হয় না। যেন সে এমন ব্যক্তির মত, যে খায় কিন্তু তার ক্ষুধা মেটে না। উপরের হাত নিচের হতের চেয়ে উত্তম'। হাকীম (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর কসম! হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার পর মৃত্যু পর্যন্ত (সওয়াল করে) আমি কাউকে সামান্যতমও ক্ষতিগ্রস্ত করব না'।[৩১]

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, যারা লোভের মুখে লাগাম টেনে হারাম পথ বর্জন করে হালাল পথে উপার্জন করে এবং তাতেই সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তাদের জীবনে বরকত দান করেন।[৩২] সুতরাং আল্লাহ আমাদেরকে প্রতি মাসে যত টাকা উপার্জন করার তাওফীক্ব দিয়েছেন তাতেই যদি আমরা সন্তুষ্ট থাকি, তাহ'লে এই অল্প টাকাতেই আল্লাহ এমন বরকত দিবেন যে, আমরা মাসের সব প্রয়োজন অল্পতেই মিটাতে পারব ইনশাআল্লাহ। কিন্তু লাখ লাখ টাকা আয় করেও যদি আমরা সন্তুষ্ট না থাকতে পারি, তাহ'লে আমাদের আয় বরকতশূন্য হয়ে যাবে এবং আমাদের অভাবও কখনো ফুরাবে না। মহান আল্লাহ আমাদেরকে অল্পে তুষ্ট থাকার তাওফীক দান করুন- আমীন! *[চলবে]*

---

২৮. *ইবনু মাজাহ হা/৪০৩১; ছহীহুত তারগীব হা/৩৪০৭; মিশকাত হা/১৫৬৬।*
২৯. *ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া তাহক্বীক: আহমাদ ইবনে আলী (কায়রো: দারুল হাদীছ, ২০০০খ্রি./১৪২১হি.) ২/৪৩১।*
৩০. *রওযাতুল 'উক্বালা, পৃ: ১৪৯।*
৩১. *বুখারী হা/১৪৭২; মুসলিম হা/১০৩৫; মিশকাত হা/১৮৪২।*
৩২. *মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৪/১৩১০।*

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বিঃদ্রঃ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

যাকাতুল ফিৎর : একটি পর্যালোচনা

-মুহাম্মাদ খোরশেদ আলম*

ভূমিকা : যাকাতুল ফিৎর একটি অন্যতম ফরয ইবাদত। যা ধনী-গরীব, পুরুষ-নারী, ছোট-বড় সকলের উপরে ফরয করা হয়েছে। ছায়েমের ভুল-ত্রুটি সংশোধন ও দরিদ্রদের খাদ্য খাওয়ানোর লক্ষ্যে যাকাতুল ফিৎর ফরয করা হয়েছে। যথাসময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে ফিৎরা প্রদান করা না হ'লে তা যেমন আদায় হয় না, তেমনি এর দ্বারা পরকালে কোন ছওয়াব লাভ করা যাবে না। তাই মানুষ যেন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক সঠিকভাবে যাকাতুল ফিৎর আদায় করতে পারে সেজন্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা যাকাতুল ফিৎর সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।-

পরিচয় : 'যাকাতুল ফিৎর' (زكاة الفطر) দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। যথা زكاة ও الفطر। (যাকাত) زكاة শব্দের অর্থ পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, প্রবৃদ্ধি, বিশুদ্ধতা ইত্যাদি।[১] আর 'ফিৎর' (الفطر) শব্দের অর্থ ভঙ্গ করা, ছিয়াম ভঙ্গ করা, ইফতার করা প্রভৃতি।[২]

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ঈদের দিন ছালাতে যাওয়ার পূর্বে অথবা ঈদের দু'দিন আগে মাথা পিছু এক 'ছা' পরিমাণ খাদ্যবস্তু আদায় করাকে 'যাকাতুল ফিৎর' বলা হয়।[৩]

যাকাতুল ফিৎরের উদ্দেশ্য : এ প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ، 'ছায়েমের ছিয়ামকে অনর্থক কথা ও বাজে কাজ থেকে পবিত্র করার জন্য এবং মিসকীনদের খাদ্য খাওয়ানোর জন্য রাসূল (ছাঃ) ফিৎরা আদায় ফরয করেছেন'।[৪]

ফিৎরা আদায়ের সময় : ফিৎরা আদায়ের তিনটি সময় রয়েছে। যথা-

১. উত্তম সময় : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকাতুল ফিৎর আদায় করতে আদেশ করেছেন লোকেরা ঈদের ছালাতে যাবার পূর্বে'।[৫]

২. বৈধ সময় : শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، 'ঈদের একদিন বা দুই দিন পূর্বে আদায় করা জায়েয'।[৬] যা ছাহাবীগণের আমল দ্বারা প্রমাণিত।

৩. নিষিদ্ধ সময় : ঈদের ছালাতের পর আদায় করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ– 'যে ব্যক্তি ঈদের ছালাতের পূর্বে আদায় করবে, সেটি কবুল ছাদাক্বা হিসাবে গৃহীত হবে। আর যে ব্যক্তি এটি ছালাতের পরে আদায় করবে সেটি সাধারণ ছাদাক্বা হিসাবে গণ্য হবে'।[৭] অনুরূপভাবে রামাযানের শুরু থেকে সারা মাস ফিৎরা প্রদানেরও কোন দলীল নেই।

পরিমাণ : এক 'ছা' খাদ্যবস্তু। আর এক 'ছা'-এর পরিমাণ হ'ল আড়াই কেজি। আমাদের দেশের প্রধান খাদ্যবস্তু চাউল। তাই আমাদের প্রত্যেককে এক 'ছা' তথা আড়াই কেজি চাউল দিয়ে 'যাকাতুল ফিৎর' আদায় করতে হবে।

ফিৎরা আদায় করতে হবে খাদ্য বস্তু দ্বারা : শরী'আতের বিধান গ্রহণ করতে হবে ইসলামের মূল উৎস থেকে। মূল উৎস হ'ল দু'টি (১) পবিত্র কুরআন *(আ'রাফ ৭/৩)* ও (২) ছহীহ হাদীছ।[৮] কুরআন মাজীদের পর ছহীহ হাদীছই হবে শরী'আতের দলীল।[৯] মিস'আর ইবনে কিদাম (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি সা'দ ইবনে ইবরাহীমকে বলতে শুনেছি, لاَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ الثِّقَاتُ، 'নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ গ্রহণ করা যাবে না'।[১০]

আবু ক্বাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيْثِ عَنِّى فَمَنْ قَالَ عَلَىَّ فَلْيَقُلْ حَقًّا أَوْ صِدْقًا وَمَنْ تَقَوَّلَ عَلَىَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ– 'তোমরা আমার পক্ষ থেকে বেশী বেশী বর্ণনা করা থেকে বেঁচে থাকবে। যে ব্যক্তি আমার উপর কোন কথা আরোপ করবে সে যেন কেবল হক বা সত্য বলে। আর যে ব্যক্তি আমার উপর এমন কোন কথা আরোপ করবে যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নিল'।[১১]

উপরোক্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, কুরআনে কোন বিষয় স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলে সে বিষয়টি ছহীহ হাদীছ থেকে গ্রহণ করতে হবে। তেমনই একটি বিষয় হচ্ছে 'যাকাতুল ফিৎর' যা

---

* দাওরায়ে হাদীছ; কামিল (অধ্যয়নরত), আদব বিভাগ, বিজুল কামিল মাদ্রাসা, বিরামপুর, দিনাজপুর।

১. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, আল-মু'জামুল ওয়াফী, পৃঃ ৫৩৭।
২. ঐ পৃঃ ৭৬১।
৩. নাসাঈ হা/২৫২১, পৃঃ ২৮৭।
৪. আবূদাঊদ হা/১৬২৯; ইবনু মাজাহ হা/১৮২৭; ছহীহুল জামে' হা/৩৫৭০।
৫. বুখারী হা/১৫০৯; মুসলিম হা/৯৮৬; আবূদাঊদ হা/১৬১০।
৬. মাজমূ' ফাতাওয়া, ১৪/৩২ পৃঃ।
৭. আবূদাঊদ হা/১৬০৯; ইবনু মাজাহ হা/১৮২৭; বুলূগুল মারাম হা/২৬৫৬।
৮. আবূদাঊদ হা/৪৬০৪; মুসনাদে আহমাদ হা/১৭৩০৬।
৯. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী (রহঃ), আল-কাওলুল মুফীদ ফী হুকমিত তাক্বলীদ, অনুবাদ আবুল কালাম আজাদ, (চট্টগ্রাম : আষাদ প্রকাশন, ৩য় সংস্করণ, ২০১৫খৃঃ), পৃঃ ১১।
১০. মুক্বাদ্দামা ছহীহ মুসলিম হা/৩১ পৃঃ ১।
১১. ইবনু মাজাহ হা/৩৫; ছহীহাহ হা/১৭৫৩।

রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ দ্বারা ফরয করা হয়েছে।[১২]

আর যাকাতুল ফিৎর আদায় করতে হবে খাদ্যবস্তু দ্বারা। টাকা-পয়সা দিয়ে নয়। এ মর্মে বহু হাদীছ বিদ্যমান আছে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক মুসলিম ক্রীতদাস ও স্বাধীন ব্যক্তি, নর-নারী, ছোট ও বড়দের উপর যাকাতুল ফিৎর এক 'ছা' খেজুর কিংবা এক 'ছা' যব ফরয করেছেন। আর তিনি লোকেরা ঈদের ছালাতে যাবার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন'।[১৩]

উল্লেখ্য, খাদ্যবস্তু দ্বারা ফিৎরা আদায় করার ব্যাপারে বুখারীতে ৯টি হাদীছ[১৪] এবং মুসলিমে দু'টি হাদীছ এসেছে।[১৫] এছাড়া নাসাঈতে ১৭টি,[১৬] আবূদাঊদে ৫টি,[১৭] তিরমিযীতে ৪টি[১৮] এবং ইবনু মাজাহতে ৪টি ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[১৯] সুতরাং খাদ্যবস্তু দ্বারা যাকাতুল ফিৎর আদায়ের ব্যাপারে 'কুতুবে ছিত্তা'র গ্রন্থেই মোট ৪১টি ছহীহ হাদীছ উল্লিখিত হয়েছে। খাদ্যবস্তু দ্বারা যাকাতুল ফিৎর আদায় করার জন্য এই ছহীহ হাদীছগুলোই যথেষ্ট। এতদসত্ত্বেও আরো কিছু বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থ থেকে শুধু হাদীছের নম্বর তুলে ধরা হ'ল, যাতে বিজ্ঞ পাঠকগণ বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেন।

ইমাম মালেক বিন আনাস (রহঃ) সংকলিত মুয়াত্ত্বায় ৩টি[২০], বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) সংকলিত 'বুলূগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম' গ্রন্থে ২টি[২১], আল্লামা নাছীরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) সংকলিত 'সিলসিলাতু আহাদিছি ছহীহাহ' গ্রন্থে ২টি[২২] এবং খত্বীব আত-তাবরিযী সংকলিত মিশকাতুল মাছাবীহ গ্রন্থে ৩টি হাদীছ উল্লিখিত হয়েছে।[২৩]

কুতুবে ছিত্তাহ ব্যতীত আরো ৪টি কিতাব থেকে মোট ১০টি ছহীহ হাদীছ পেশ করা হ'ল। যা খাদ্যবস্তু দ্বারা যাকাতুল ফিৎর আদায়ের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত ৫১টি হাদীছ সঠিকভাবে যাকাতুল ফিৎর আদায়ের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দলীল।

টাকা দ্বারা ফিৎরা আদায় করা : ছহীহ হাদীছর দ্বারা প্রমাণিত যে, ফিৎরা খাদ্যবস্তু দিয়ে আদায় করতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশে টাকা দ্বারা ফিৎরা প্রদানের নিয়ম চালু আছে। যা শরী'আত সম্মত নয়।

ফিৎরা কিভাবে ও কি বস্তু দিয়ে আদায় করতে হবে তা নবী করীম (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগেও মুদ্রার প্রচলন ছিল। তৎকালীন মুদ্রাকে দীনার ও দিরহাম বলা হ'ত। বর্তমানে 'রিয়াল' বলা হয়। তারপরও রাসূল (ছাঃ) খাদ্যবস্তু দ্বারা ফিৎরা করেছেন।

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ رضى الله عنه قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ، وَهْوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لاَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، وَلاَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ،

'আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে মিশ্রিত খেজুর দেওয়া হ'ত, আমরা তা দু'ছা'-এর পরিবর্তে এক ছা' বিক্রি করতাম। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, এক ছা' এর পরিবর্তে দু' ছা' এবং এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম বিক্রি করবে না'।[২৪]

দীনার-দিরহামের ব্যবহার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ছিল। সে যুগে দীনার-দিরহাম (টাকা-পয়সা) দিয়ে যাকাতুল ফিৎর আদায় করা হয়নি।[২৫]

উপরোক্ত ছহীহ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় মুদ্রার প্রচলন থাকা সত্ত্বেও তিনি খাদ্যদ্রব্য দ্বারা ফিৎরা আদায় করেছেন। তাই কোন ব্যক্তি, মাযহাব বা কোন বড় আলেমের মনগড়া মতামতের উপর নির্ভর না করে ছহীহ হাদীছ মোতাবেক খাদ্যবস্তু দ্বারা ফিৎরা আদায় করা উচিত। এটিই সঠিক পদ্ধতি, যা আল্লাহ প্রদত্ত অহী-র বিধান। আল্লাহ আমাদের সকলকে জেনে-বুঝে সঠিকভাবে ফিৎরা আদায় করার তাওফীক্ব দান করুন!

খাদ্যবস্তু দ্বারা ফিৎরা আদায়ের হিকমত : আল্লাহ মানুষের জন্য সহজ করতে চান, কঠিন চান না। মহান আল্লাহ বলেন, يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান এবং কঠিন চান না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

খাদ্যবস্তু দ্বারা ফিৎরা প্রদান করা সহজ ও দলীল সম্মত। কারণ সমাজের সকল মানুষ বিত্তশালী কিংবা দরিদ্র নয়। সমাজের কেউ সচ্ছল জীবন যাপন করেন। আবার কেউ অসচ্ছলতার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করেন। তাই সমাজের সকল মানুষ একই মানের খাদ্য খান না। সম্পদশালীরা ভাল মানের খাদ্য খান। অর্থাৎ চিকন চালের ভাত খান। আর

---

১২. বুখারী হা/১৫০৩, ১৫০৪, ১৫১১, ১৫২২।
১৩. বুখারী হা/১৫০৩, ১৫০৪।
১৪. বুখারী হা/১৫০৩-১৫০৮, ১৫১০-১৫১২।
১৫. মুসলিম হা/৯৮২, ৯৮৫, পৃঃ ৩১০, ৩১৮।
১৬. নাসাঈ হা/২৫০০-২৫০৫, ২৫০৮-২৫১৮।
১৭. আবূদাঊদ হা/১৬১১, ১৬১৩, ১৬১৫-১৬১৬, ১৬২০।
১৮. তিরমিযী হা/৬৭৩-৬৭৬।
১৯. ইবনু মাজাহ হা/১৮২৫-১৮২৬, ১৮২৯-১৮৩০ পৃঃ ১৯০-১৯১।
২০. মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/৫২-৫৪।
২১. বুলূগুল মারাম হা/৬৪৭, ৬৪৯।
২২. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১৭৭, ১১৭৯।
২৩. মিশকাত হা/১৮১০-১২।

২৪. বুখারী হা/২০৮০।
২৫. বুখারী হা/২০৭৯, ২২০২, ২৩১২; মুসলিম হা/১৫৮৪, ১৫৯৩, ১৫৯৪, ১৫৯৫, ১৫৯৬; মুয়াত্ত্বা মালেক হা/১৩১৫।

দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ মোটা চালের ভাত খায়। আর বাযারে মোটা চাল ও চিকন চালের দাম এক নয়। যদি চিকন চালের দাম ৬০ টাকা কেজি হয়, তাহ'লে মোটা চালের দাম ৩৫/৪০ টাকা। এক্ষণে ফিৎরা নির্ধারণ হবে কোন মানের চালের হিসাবে। চিকন চালের মূল্য ধরলে গরীব ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আবার মোটা চালের মূল্য ধরলে ধনী লাভবান হবে। সুতরাং মুদ্রায় কখনো সমতা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে খাদ্যবস্তু তথা চাল দ্বারা ফিৎরা দেওয়া হ'লে সমাজের যে শ্রেণীরই মানুষ হোক না কেন এখানে সমতা রক্ষা হবে। কারণ যারা যে চালের ভাত খান, তারা সে চাল দ্বারা ফিৎরা দিবেন। সুতরাং আমাদের উচিত হবে সুন্নাতের অনুসরণে খাদ্যবস্তু দ্বারাই ফিৎরা আদায় করা।

উপসংহার : উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানে সমাজে টাকা দ্বারা ফিৎরা আদায় করার যে পদ্ধতি চালু আছে তা সঠিক নয়। ছহীহ হাদীছ মতে খাদ্যবস্তু দ্বারা ফিৎরা প্রদান করাই সঠিক। আল্লাহ আমাদেরকে ছহীহ হাদীছ মোতাবেক খাদ্যবস্তু দ্বারা 'যাকাতুল ফিৎর' আদায় করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

এফ. আর. ইলেকট্রনিক্স
এফ. আর. থাই এ্যালুমিনিয়াম
F. R. ELECTRONICS
F. R. THAI ALUMINIUM
সব ধরনের ইলেকট্রনিক ও থাই এ্যালুমিনিয়াম
সামগ্রীর খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা
১২০, শাহমখদুম মার্কেট, সাহেববাজার জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২১৬৫, মোবা: ০১৭১১-৮১৫৯০১, ০১৭১১-৩৪০৫৮৩
০১৭১১-৮১৫৯০২। ই-মেইল : r_faridur@yahoo.com

মাহে রামাযান উপলক্ষ্যে আমাদের আহ্বান

১. রামাযানের পবিত্রতা রক্ষা করুন ও যাবতীয় অশ্লীলতা হ'তে বিরত থাকুন!

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতার নিকটবর্তী হয়ো না' (আন'আম ১৫১)।

২. সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করুন। তিনি আমাদের সব কথা শুনছেন ও সকল কাজ দেখছেন, এ বিশ্বাস রাখুন। নিজ গৃহকে ছবি-মূর্তি ও শিরক-বিদ'আত থেকে পরিচ্ছন্ন করুন। পরিবারকে পূর্ণ ইসলামী পরিবার হিসাবে গড়ে তুলুন।

৩. দিনের বেলায় খাবারের হোটেল বন্ধ রাখুন! অধিক হারে কুরআন তেলাওয়াত করুন!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ছিয়াম ও কুরআন ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট সুফারিশ করবে। ছিয়াম বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে দিনের বেলায় খানা-পিনা ও প্রবৃত্তি পরায়ণতা হ'তে বিরত রেখেছিলাম। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের বেলা ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম। ... অতঃপর তা কবুল করা হবে' (ছহীহ আত-তারগীব হা/৯৮৪; মিশকাত হা/১৯৬৩)।

৪. জিনিস-পত্রে ভেজাল দিয়ে নীরব গণহত্যা থেকে বিরত থাকুন!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করল, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়' (মুসলিম হা/১০১; মিশকাত হা/৩৫২০)।

৫. রামাযানের সম্মানে আপনার ব্যবসায় অন্য মাসের চেয়ে লাভ কম করুন!

আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তবে তিনি তোমাদের জন্য এটা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন' (তাগাবুন ১৭)।

৬. ব্যবসায় প্রতারণা ও ওযনে কম দেয়া থেকে বিরত থাকুন!

আল্লাহ বলেন, 'মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়'। 'যারা লোকের কাছ থেকে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় নেয়' 'এবং যখন তাদের জন্য মেপে দেয় অথবা ওযন করে দেয়, তখন কম দেয়' (মুত্বাফফিফীন ১-৩)।

৭. অধীনস্তদের প্রতি দয়া করুন!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যমীনবাসীর উপর রহম কর, আসমানবাসী তোমাদের উপর রহম করবেন' (তিরমিযী হা/১৯২৪)।

॥ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ে পরকালে মুক্তির পথ সুগম করুন ॥

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

করোনা ভাইরাস থেকে আত্মরক্ষায় করণীয়

১. **আতঙ্কিত না হয়ে ধৈর্যশীল থাকা :** যেকোন বিপদ আল্লাহ্র পরীক্ষা। যেমন তিনি বলেন, 'আর অবশ্যই আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, ধন ও প্রাণের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে এবং ফল-শস্যাদি বিনষ্টের মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও'। 'যাদের কোন বিপদ আসলে তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকে ফিরে যাব'। 'তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে রয়েছে অফুরন্ত দয়া ও অনুগ্রহ। আর তারাই হ'ল সুপথপ্রাপ্ত' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫-৫৭)*। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্লেগ-মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটি একটি আযাব। আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা করেন তার উপর এটি প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর মুমিন বান্দাগণের জন্য এটাকে 'রহমত' স্বরূপ করেছেন। ফলে কোন ব্যক্তি যদি মহামারী এলাকায় ধৈর্যের সাথে ও ছওয়াবের আশায় অবস্থান করে এবং হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তাই হবে, তবে সে একজন শহীদের সমান পুরস্কার লাভ করবে' *(বুখারী হা/৩৪৭৪)*। তিনি বলেন, 'মহামারীতে মৃত্যুবরণকারী মুসলিম শহীদ হিসাবে গণ্য হবে' *(মুসলিম হা/১৯১৬)*। সংক্রমিত উটের দ্বারা অন্য উট সংক্রমিত হওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করা হ'লে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তাহ'লে প্রথম উটটিকে সংক্রমিত করল কে? *(বুখারী হা/৫৭১৭)*। অতএব রোগ ছোঁয়াচে হলেও আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া তা কার্যকর হয় না।

২. **তাক্বদীরের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা :** আল্লাহ বলেন, 'যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ চান, তবে তার অনুগ্রহকে প্রতিরোধ করার কেউ নেই। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে খুশী তিনি তা দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ইউনুস ১০/১০৭)*। তিনি স্বীয় রাসূলকে বলেন, 'তুমি বল, আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত কিছুই আমাদের নিকট পৌঁছবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহ্র উপরেই মুমিনদের ভরসা করা উচিত' *(তওবা ৯/৫১)*। তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য একটি পথ বের করে দেন... এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হন' *(তালাক ৬৫/২-৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে বলেন, 'যখন তুমি চাইবে, তখন আল্লাহ্র নিকট চাইবে। আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে। জেনে রাখ, যদি উম্মতের সবাই তোমার কোন উপকারের জন্য একত্রিত হয়, তারা তোমার কোন উপকার করতে সক্ষম হবে না অতটুকু ব্যতীত, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি সবাই তোমার কোন ক্ষতি করতে চায়, তবে কেবল অতটুকুই পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন'... *(তিরমিযী হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৫৩০২)*।

৩. **নিজের ঈমান ও আমলকে পরিশুদ্ধ করা :** আমল কবুলের শর্ত হ'ল ৩টি : ছহীহ আক্বীদা, ছহীহ তরীকা ও ইখলাছপূর্ণ আমল। অতএব সর্বাগ্রে নিজের আমলসমূহ যাচাই করে নিন। শিরক ও বিদ'আত পরিত্যাগ করুন। ছোট-বড় সকল পাপ বর্জন করুন। ঋণগ্রস্ত থাকলে দ্রুত পরিশোধ করার চেষ্টা করুন। কারো উপর যুলুম করে থাকলে মাফ চেয়ে নিন এবং সকলের প্রতি সদাচরণ করুন।

৪. **বেশী বেশী তওবা-ইস্তেগফার করা :** নিজ কৃতকর্মের কথা স্মরণ করে বারবার আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং যাবতীয় অশ্লীলতা ও অন্যায়-অপকর্ম থেকে বিরত থাকার শপথ নিন। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের যেসব বিপদাপদ হয়, তা তোমাদের কৃতকর্মের ফল। আর তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ মার্জনা করে দেন' *(শূরা ৪২/৩০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে : (১) যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেখানে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। (২) যখন কোন জাতি ওযন ও মাপে কারচুপি করে, তখন তাদের উপর দুর্ভিক্ষ, কঠিন দারিদ্র্য ও শাসকদের নিষ্ঠুর নিপীড়ন নেমে আসে। (৩) যখন কোন জাতি তাদের ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করে না, তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকত, তাহ'লে কখনো বৃষ্টিপাত হ'ত না। (৪) যখন কোন জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কৃত (ঈমানের) অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর তাদের বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাসীন করেন এবং তারা তাদের সহায়-সম্পদ কেড়ে নেয়। (৫) যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহ্র কিতাব মোতাবেক ফায়ছালা করে না এবং আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত অন্য বিধান গ্রহণ করে, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেন' *(ইবনু মাজাহ হা/৪০১৯; ছহীহাহ হা/১০৬)*।

৫. ইবাদতে মনোযোগী হওয়া : ফরয ছালাতের সাথে সাথে নফল ছালাত সমূহ আদায় করুন। তাহাজ্জুদ ছালাত ও নফল ছিয়ামের অভ্যাস গড়ে তুলুন। কুরআন ও হাদীছ নিয়মিত অধ্যয়ন করুন। পরকালীন চেতনা বৃদ্ধি করে এমন বইসমূহ বেশী বেশী পড়ুন। নিয়মিতভাবে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করুন। ঘুমানোর পূর্বে আয়াতুল কুরসী পাঠ করুন। আল্লাহ আপনার গৃহ ও গৃহবাসীদের নিরাপত্তার জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন *(বুখারী হা/২৩১১)*।

৬. সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা : পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে ভালভাবে ওযূ করুন। খাওয়ার পূর্বে হাত-মুখ ভালোভাবে ধুয়ে নিন। দৈনিক স্বল্পমাত্রায় মধু ও কালোজিরা খান। আল্লাহ বলেন, মধুতে আরোগ্য রয়েছে *(নাহল ১৬/৬৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কালোজিরা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ *(বুখারী হা/৫৬৮৭)*। হাঁচি-কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু পেপার ব্যবহার করুন। অকারণে জনসমাগম এড়িয়ে চলুন। কোলাকুলি বর্জন করুন ও মুছাফাহা-র সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন। কম্পিউটারে কাজ করার সময় মাউস ও মাউস প্যাড এবং কী-বোর্ড পরিষ্কার করে নিন। এজন্য হাতে গ্লোভ্স ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭. আক্রান্ত এলাকা থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা এবং নিজ এলাকা আক্রান্ত হ'লে সেখানেই অবস্থান করা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি তোমরা কোন স্থানে মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে বলে শুনতে পাও, তাহ'লে সেখানে যেয়ো না। আর নিজ এলাকা আক্রান্ত হলে সেখান থেকে বের হয়ো না *(বুখারী হা/৫৭২৮)*।

৮. ভাইরাসে আক্রান্ত হ'লে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকলে জনসমাবেশ পুরোপুরি এড়িয়ে চলা : একজন মানুষও যেন আপনার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করুন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অন্যের ক্ষতি করো না এবং নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না' *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০)*।

৯. আক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবায় এগিয়ে আসা : পূর্ণ আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে সাধ্যমত আক্রান্ত ব্যক্তির সেবা করুন। আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি কারু জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে' *(মায়েদাহ ৫/৩২)*।

১০. নিম্নোক্ত দো'আগুলি বার বার পাঠ করা।-

(ক) بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ *'বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা-ইয়াযুর্‌রু মা'আসমিহী শাইয়ুন ফিল্ আরযি ওয়া লা ফিসসামা-ই ওয়া হুয়াস সামী'উল 'আলীম'* (আমি আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, যাঁর নামে শুরু করলে আসমান ও যমীনের কোন বস্তুই কোনরূপ ক্ষতিসাধন করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি উক্ত দো'আ সকালে ও সন্ধ্যায় তিন বার করে পড়ে, কোন বালা-মুছীবত তাকে স্পর্শ করবে না'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'সন্ধ্যায় পড়লে সকাল পর্যন্ত এবং সকালে পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত আকস্মিক কোন বিপদ ঔতার উপরে আপতিত হবে না' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৯১)*।

(খ) اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ *'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল বারাছি ওয়াল জুনূনি ওয়াল জুযা-মি ওয়া মিন সাইয়িইল আসক্বা-ম'* (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই শ্বেতী রোগ, মস্তিষ্ক বিকৃতি, কুষ্ঠ এবং সব ধরনের দুরারোগ্য ব্যাধি হ'তে) *(আবুদাঊদ হা/১৫৫৪; মিশকাত হা/২৪৭০)*।

(গ) أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ *'আ'উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তাম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব'* (আমি আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির যাবতীয় অনিষ্টকারিতা হ'তে পানাহ চাচ্ছি) *(মুসলিম হা/২৭০৮, মিশকাত হা/২৪২২)*।

(ঘ) আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য দো'আ : أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سَقَمًا *'আযহিবিল বা'স, রব্বান না-স! ওয়াশ্‌ফি, আনতাশ শা-ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা, শিফা-আল লা ইউগা-দিরু সাক্বামা'* (কষ্ট দূর কর হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী। কোন আরোগ্য নেই তোমার দেওয়া আরোগ্য ব্যতীত; যা কোন রোগকে বাকী রাখেনা) *(বুখারী হা/৫৭৫০)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৭৬০৫২৫, ০১৯১৬-১২৫৫৮৩
।.,,প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৪৪১ হি./১৪২৬ বাং/মার্চ ২০২০ খ
www.at-tahreek.com

ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

প্রচলন : ঈদায়নের ছালাত ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার সাথে সাথে চালু হয়। এটি সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিতভাবে এটি আদায় করেছেন এবং ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদের জামা'আতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (ক) তিনি এদিন সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করতেন ও নিজ স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে ঈদগাহে যেতেন। (খ) তিনি একপথে যেতেন ও অন্যপথে ফিরতেন। পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং চলার পথে অধিকহারে সরবে তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। (গ) মুক্বীম-মুসাফির সবাই ঈদের দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন। (ঘ) এ দিন সকালে মিসওয়াক সহ ওযূ-গোসল করে তৈল-সুগন্ধি মেখে উত্তম পোষাকে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে তাকবীর দিতে দিতে রওয়ানা হওয়া মুস্তাহাব। (ঙ) জামা'আত ছুটে গেলে একাকী বা জামা'আত সহকারে ঈদের তাকবীর সহ দু'রাক'আত ছালাত পড়বে। (চ) ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ বাড়ীর সকলকে নিয়ে তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে।

ঈদায়নের সময়কাল : ঈদুল আযহায় সূর্য এক 'নেযা' পরিমাণ ও ঈদুল ফিৎরে দুই 'নেযা' পরিমাণ উঠার পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ছালাত আদায় করতেন। এক 'নেযা' বা বর্শার দৈর্ঘ্য হ'ল তিন মিটার বা সাড়ে ছয় হাত।[১] অতএব ঈদুল আযহার ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই যথাসম্ভব দ্রুত শুরু করা উচিত।

তাকবীর ধ্বনি : আরাফার দিন ফজর থেকে মিনার শেষ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ ৯ই যিলহাজ্জ ফজর থেকে ১৩ই যিলহাজ্জ 'আইয়ামে তাশরীক্ব'-এর শেষ দিন আছর পর্যন্ত ২৩ ওয়াক্ত ছালাত শেষে ও অন্যান্য সময়ে দুই বা তিনবার করে এবং ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়া থেকে খুৎবা শুরুর আগ পর্যন্ত উচ্চকণ্ঠে ঈদায়নের তাকবীর ধ্বনি করা সুন্নাত। এটি হ'ল 'ঈদের নিদর্শন' (شعار العيد)। এ সময় আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ'। অনেক বিদ্বান পড়েছেন, 'আল্লা-হু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুবহা-নাল্লা-হি বুকরাতাঁও ওয়া আছীলা'। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এটাকে 'সুন্দর' বলেছেন'।[২]

ঈদায়নের ছালাত ও অতিরিক্ত তাকবীর সমূহ : প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পাঠের পর ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বার তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[৩] ১ম রাক'আতে 'আঊযুবিল্লাহ'-'বিসমিল্লাহ' পাঠ অন্তে ক্বিরাআত পড়বে। ২য় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে স্রেফ 'বিসমিল্লাহ' বলবে। প্রতি তাকবীরে দু'হাত উঠাবে ও বাম হাতের উপর ডান হাত বুকে বাঁধবে।[৪] চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও মুজতাহিদ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[৫] তাকবীর বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে তা পুনরায় বলতে হয় না বা 'সিজদায়ে সহো' লাগে না।[৬]

ছয় তাকবীরের তাবীল : 'জানাযার চার তাকবীরের ন্যায়'[৭] বলে ১ম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা সহ ক্বিরাআতের পূর্বে চার তাকবীর এবং ২য় রাক'আতে রুকূর তাকবীর সহ ক্বিরাআতের পরে চার তাকবীর বলে 'তাবীল' (تأويل) করা হয়েছে। এর মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর ফরয তাকবীর দু'টি বাদ দিলে অতিরিক্ত (৩+৩) ছয়টি তাকবীর হয়। অথচ উক্ত যঈফ হাদীছে কোন তাকবীর বাদ দেওয়ার কথা নেই কিংবা ক্বিরাআতের আগে বা পরে বলে কোন বক্তব্য নেই। অনুরূপভাবে মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ *(বোম্বাই ১৯৭৯, ২/১৭৩)*-তে বর্ণিত 'নয় তাকবীর' থেকে তাকবীরে তাহরীমা এবং ১ম ও ২য় রাক'আতের রুকূর তাকবীর দু'টিসহ মোট তিনটি ফরয তাকবীর বাদ দিলে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর হয়। এভাবেই তাবীল করে ছয় তাকবীর করা হয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ছাঃ) কাউকে দেননি।

ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, 'জানাযার চার তাকবীরের ন্যায়' মর্মের বর্ণনাটি যদি 'ছহীহ' বলে ধরে নেওয়া হয়।[৮] তথাপি এর মধ্যে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ তাকবীরে তাহরীমা সহ ১ম রাক'আতে চার ও রুকূর তাকবীর সহ ২য় রাক'আতে চার তাকবীর এবং ১ম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে ও ২য় রাক'আতে ক্বিরাআতের পরে তাকবীর দিতে হবে বলে কোন কথা সেখানে নেই। বরং এটাই স্পষ্ট যে, দুই রাক'আতেই জানাযার ছালাতের ন্যায় চারটি করে (অতিরিক্ত) তাকবীর দিতে হবে'। অথচ এ বিষয়ে ১২ তাকবীরের স্পষ্ট ছহীহ হাদীছের উপরে সকলে আমল করলে সুন্নী মুসলমানেরা অন্ততঃ বৎসরে দু'টি ঈদের খুশীর দিনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ছালাত ও ইবাদত করতে পারত।[৯]

ঈদায়নের ছালাত সকল নফল ছালাতের মধ্যে সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ।[১০] এটি ইসলামের বাহ্যিক নিদর্শন সমূহের

---

১. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৮ পৃঃ।*
২. *দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী ২৬-২৮ পৃঃ।*
৩. *আবূদাঊদ হা/১১৪৯; দারাকুৎনী (বৈরূত : ১৪১৭/১৯৯৬) হা/১৭০৪; বিস্তারিত দ্রঃ 'মাসায়েলে কুরবানী' বই 'ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর' অধ্যায়, ৫ম সংস্করণ ২০০৯, ৩৩-৪২ পৃঃ।*
৪. *মির'আত ৫/৫৪ পৃঃ; আল-মুগনী, মাসআলা ১৪১৫, ২/২৮৩ পৃঃ; বুখারী হা/৭৪০; মিশকাত হা/৭৯৮ 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।*
৫. *মির'আত ৫/৪৬, ৫১, ৫২ পৃঃ।*
৬. *মির'আত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা ৫/৫৩ পৃঃ।*
৭. *আবূদাঊদ হা/১১৫৩।*
৮. *ছহীহাহ হা/২৯৯৭।*
৯. *দ্রঃ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' ২১১-১২ পৃঃ।*
১০. *কুরতুবী, তাফসীর সূরা ছাফফাত ১০২-১১৩ আয়াত।*

অন্যতম। হজ্জ ও ওমরাহ্র তালবিয়াহ পাঠ ব্যতীত কোন ইবাদতের জন্য নিয়ত মুখে বলতে হয় না। বরং হৃদয়ে সংকল্প করতে হয়।[১১] ঈদায়নের ছালাতে সূরায়ে আ'লা ও গা-শিয়াহ অথবা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত। না জানলে যেকোন সূরা পড়বে। জামা'আতে পড়লে ইমাম সরবে এবং মুক্তাদীগণ নীরবে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন। একাকী পড়লে দু'টিই পড়বেন'।

ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়। ঈদের ছালাতের আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা এক্বামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীরধ্বনি করবে। এ সময় কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করা ঠিক নয়। ঈদগাহে ইমাম পৌঁছে যাওয়ার পরে ছালাতের পূর্বে বিভিন্ন জনে বক্তৃতা করা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

ঈদায়নের খুৎবা একটি হওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এটিই প্রমাণিত সুন্নাত যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন- যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল'।[১২]

মুসলমানদের জাতীয় আনন্দ-উৎসব মাত্র দু'টি- ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা।[১৩] এক্ষণে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' 'ঈদে মি'রাজুন্নবী' প্রভৃতি নামে নানাবিধ ঈদ-এর প্রচলন ঘটানো নিঃসন্দেহে বিদ'আত- যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

মহিলাদের অংশগ্রহণ : ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। প্রয়োজনে একজনের চাদরে দু'জন আসবেন। খত্বীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে লক্ষ্য করে মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে খুৎবা প্রদান করবেন। খুৎবার মাঝেও ইমামের তাকবীরের সাথে মুছল্লীগণ তাকবীর বলবেন। ঋতুবতী মহিলারা কেবল তাকবীর বলবেন ও খুৎবা শ্রবণ করবেন।[১৪] ছাহেবে মির'আত বলেন যে, উক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত دَعْوَةُ الْمُسْلِمِيْنَ কথাটি 'আম'। এর দ্বারা খুৎবার বক্তব্য সমূহ এবং ওয়ায-নছীহত বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে (সম্মিলিত) দো'আর প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি'।[১৫]

বিবিধ : (১) ঈদায়নের ছালাত ময়দানে হওয়াটাই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীর পূর্ব দরজার বাইরে ৫০০ গজ দূরে 'বাত্বহান' (بَطْحَان) প্রান্তরে ঈদায়নের ছালাত আদায় করতেন এবং একবার মাত্র বৃষ্টির কারণে মসজিদে ছালাত আদায় করেছিলেন। কিন্তু বিনা কারণে বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে ময়দান ছেড়ে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা সুন্নাত বিরোধী কাজ। (২) জামা'আত ছুটে গেলে একাকী বা জামা'আত সহকারে ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর সহ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে। (৩) ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ সকলকে নিয়ে ঈদগাহের ন্যায় তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে। (৪) জুম'আ ও ঈদ একই দিনে হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইমাম হিসাবে দু'টিই পড়েছেন। অন্যদের মধ্যে যারা ঈদ পড়েছেন, তাদের জন্য জুম'আ অপরিহার্য করেননি। অবশ্য দু'টিই আদায় করা যে অধিক ছওয়াবের কারণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। (৫) চাঁদ ওঠার খবর পরদিন পূর্বাহ্নে পেলে সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করে ঈদের ময়দানে গিয়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করবে। নইলে পরদিন ঈদ পড়বে। (৬) মক্কার সাথে মিলিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনের দাবী শরী'আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা এবং স্রেফ হঠকারিতা মাত্র। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (রামাযান) মাস পাবে, সে যেন এ মাসের ছিয়াম রাখে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখো ও চাঁদ দেখে ছিয়াম ছাড়ো'।[১৬] এতে প্রমাণিত হয় যে, সারা দুনিয়ার মানুষ একই দিনে রামাযান পায় না এবং একই সময়ে চাঁদ দেখতে পায় না। আর এটাই স্বাভাবিক। কেননা মক্কায় যখন সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা যায়, ঢাকায় তখন ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট রাত হয়। তখন ঢাকার লোকদের কিভাবে বলা যাবে যে, তোমরা চাঁদ না দেখেও ছিয়াম রাখ বা ঈদ করো? ফলে স্বাভাবিকভাবেই ঢাকার ছিয়াম ও ঈদ মক্কার একদিন পরে চাঁদ দেখে হবে'।[১৭] (৭) কুরবানী ও আক্বীক্বা একই দিনে হ'লে এবং দু'টিই করা সাধ্যে না কুলালে আক্বীক্বা অগ্রাধিকার পাবে। কেননা সাত দিনে আক্বীক্বা করাই ছহীহ হাদীছ সম্মত।[১৮] (৮) দুই ঈদের দিন ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ।[১৯] আর আইয়ামে তাশরীক্বের তিনদিন ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহাজ্জ খানা-পিনার দিন।[২০] (৯) ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে বলতেন *'আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্না ওয়া মিনকা'* (আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ'তে কবুল করুন!)।[২১] অতএব পরস্পরে 'ঈদ মুবারক' বললেও উক্ত দো'আটি পাঠ করা সুন্নাত। এদিন নির্দোষ খেলাধুলা করা যাবে।[২২] কিন্তু তাই বলে পটকাবাজি, মাইকবাজি, ক্যাসেটবাজি, চরিত্র বিধ্বংসী ভিডিও প্রদর্শন, বাজে সিনেমা দেখা, খেলাধুলার নামে নারী-পুরুষের অবাধ সমাবেশ ও মেলামেশা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

---

১১. বুখারী হা/১।
১২. মাসায়েলে কুরবানী ২৯-৩২ পৃঃ।
১৩. আবূদাঊদ হা/১১৩৪; মিশকাত হা/১৪৩৯।
১৪. বুখারী হা/৯৮০; মিশকাত হা/১৪৩১।
১৫. মির'আত ৫/৩১।
১৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৭০।
১৭. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২০৫-০৬ পৃঃ।
১৮. তিরমিযী হা/১৫২২; আবূদাঊদ হা/২৮৩৭; মিশকাত হা/৪১৫৩।
১৯. বুখারী হা/১৯৯১; মুসলিম হা/১১৩৮; মিশকাত হা/২০৪৮।
২০. মুসলিম হা/১১৪১; মিশকাত হা/২০৫০।
২১. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪২।
২২. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪১।

যাকাত ও ছাদাক্বা

আত-তাহরীক ডেস্ক

'যাকাত' অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে ঐ দান, যা আল্লাহ্র নিকটে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যাকাত দাতার মালকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। 'ছাদাক্বা' অর্থ ঐ দান, যার দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয়। পারিভাষিক অর্থে যাকাত ও ছাদাক্বা মূলতঃ একই মর্মার্থে ব্যবহৃত হয়।

যাকাত ও ছাদাক্বার উদ্দেশ্য : যাকাত ও ছাদাক্বার মূল উদ্দেশ্য হ'ল দারিদ্র্য বিমোচন ও ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ– 'আল্লাহ তাদের উপরে ছাদাক্বা ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে ও তাদের গরীবদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে'।[১]

যাকাতের প্রকারভেদ : যাকাত চার প্রকার মালে ফরয হয়ে থাকে। ১. স্বর্ণ-রৌপ্য বা সঞ্চিত টাকা-পয়সা ২. ব্যবসায় রত সম্পদ ৩. উৎপন্ন ফসল ৪. গবাদি পশু। টাকা-পয়সা এক বছর সঞ্চিত থাকলে শতকরা আড়াই টাকা বা ৪০ ভাগের ১ ভাগ হারে যাকাত বের করতে হয়। ব্যবসায় রত সম্পদ মূলধনের এক বছর হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। উৎপন্ন ফসল যেদিন হস্তগত হবে, সেদিনই যাকাত (ওশর) ফরয হয়। এর জন্য বছরপূর্তি শর্ত নয়।

যাকাতের নিছাব : ১. স্বর্ণ-রৌপ্যে পাঁচ উক্বিয়া বা ২০০ দিরহাম। ২. ব্যবসায় রত সম্পদ-এর নিছাব স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায়। ৩. খাদ্যশস্যের নিছাব পাঁচ অসাক্ব, যা হিজাযী ছা' অনুযায়ী ৭১৭ কেজির মত হয়। এতে ওশর বা এক দশমাংশ নির্ধারিত। সেচা পানিতে হ'লে নিছফে ওশর বা $^{১}/_{২০}$ অংশ নির্ধারিত। ৪. গবাদি পশু : (ক) উট ৫টিতে একটি ছাগল (খ) গরু-মহিষ ৩০টিতে ১টি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী বাছুর (গ) ছাগল-ভেড়া-দুম্বা ৪০টিতে একটি ছাগল।

যাকাত ত্যাগকারীর পরিণতি : আল্লাহ বলেন, 'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় না করে, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। আর বলা হবে, এটাই সেই মাল, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তার স্বাদ আস্বাদন কর' *(তওবা ৯/৩৪-৩৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো (বিষের তীব্রতার কারণে) মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পার্শ্বে কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ধন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তেলাওয়াত করেন, 'আল্লাহ যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন অথচ তারা সে সম্পদ ব্যয়ে কার্পণ্য করেছে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, সেটা তাদের জন্য কল্যাণকর, বরং সেটি তাদের জন্য ক্ষতিকর। অচিরেই ক্বিয়ামত দিবসে, যা নিয়ে সে কার্পণ্য করেছে, সেটি তাদের গলদেশে বেড়ীবদ্ধ করা হবে' *(আলে ইমরান ৩/১৮০)*।[২]

যাকাতুল ফিৎর : যার পরিবারে একদিনের খাদ্য রয়েছে, তার উপর এটি অন্যতম ফরয যাকাত *(মির'আত ৬/১৯০)*। যা ঈদুল ফিৎরের ছালাতে বের হওয়ার আগেই মাথা প্রতি এক ছা' বা আড়াই কেজি হিসাবে দেশের প্রধান খাদ্যশস্য হ'তে প্রদান করতে হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের স্বাধীন ও ক্রীতদাস, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায় করার নির্দেশ দান করেছেন'।[৩] এর জন্য ব্যক্তিকে 'ছাহেবে নিছাব' অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজন বাদে ২০০ দিরহাম অর্থাৎ সাড়ে ৫২ তোলা রূপা কিংবা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের মালিক হওয়া শর্ত নয়। যার ওযন বর্তমান মাপ অনুযায়ী প্রতি তোলা ৮৫ গ্রাম। এটি মালের যাকাত নয়, বরং ব্যক্তির যাকাত *(মির'আত ৬/১৯০)*। ফলে আগের দিন কেউ মুসলমান হ'লে বা ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে ছালাতে বের হওয়ার পূর্বে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার জন্যও ফিৎরা দিতে হয়। আবার ঐ সময় কেউ মারা গেলে তার ফিৎরা দিতে হয় না।

ছাদাক্বা ব্যয়ের খাত সমূহ : পবিত্র কুরআনে সূরা তওবার ৬০নং আয়াতে ফরয ছাদাক্বা সমূহ ব্যয়ের আটটি খাত বর্ণিত হয়েছে। যথা-

১. ফকীর : নিঃসম্বল ভিক্ষাপ্রার্থী। **২. মিসকীন :** যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন মিটাতেও পারেনা, চাইতেও পারেনা। বাহ্যিকভাবে তাকে সচ্ছল বলেই মনে হয়। ৩. **'আমেলীন :** যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। **৪. ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ :** অমুসলিমদেরকে ইসলামে দাখিল করার জন্য এই খাতটি নির্দিষ্ট। **৫. দাসমুক্তির জন্য :** এই খাত বর্তমানে শূন্য। তবে অনেক বিদ্বান অসহায় কয়েদীদের মুক্তিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন *(কুরতুবী)*। **৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি :** যার সম্পদের তুলনায় ঋণের অংক বেশী। কিন্তু যদি তার ঋণ থাকে ও সম্পদ না থাকে, এমতাবস্থায় সে ফকীর ও ঋণগ্রস্ত দু'টি খাতের হকদার হবে। **৭. ফী সাবীলিল্লাহ** বা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা। এটি ব্যাপক অর্থবোধক। তবে বিদ্বানগণ এজন্য জিহাদের খাতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ৮. **দুস্থ মুসাফির :** পথিমধ্যে কোন কারণবশতঃ পাথেয় শূন্য হয়ে পড়লে পথিকগণ এই খাত হ'তে সাহায্য পাবেন। যদিও তিনি নিজ দেশে বা বাড়ীতে সম্পদশালী হন। খাত বহির্ভূতভাবে কোন অমুসলিমকে যাকাত বা ফিৎরা দেওয়া জায়েয নয়।[৪]

বায়তুল মাল জমা করা : ঈদুল ফিৎরের দু'তিন দিন পূর্বে বায়তুল মালে ফিৎরা জমা করা সুন্নাত। ইবনু ওমর (রাঃ) অনুরূপভাবে জমা করতেন। যা ঈদের পরে হকদারগণের মধ্যে বণ্টন করা হ'ত।[৫]

যাকাত-ওশর-ফিৎরা-কুরবানী ইত্যাদি ফরয ও নফল ছাদাক্বা ইসলামী রাষ্ট্র কিংবা কোন বিশ্বস্ত ইসলামী সংস্থা-র নিকটে জমা করা, অতঃপর সেই সংস্থা-র মাধ্যমে বণ্টন করাই হ'ল বায়তুল মাল বণ্টনের সুন্নাতী তরীকা। ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ব্যবস্থাই চালু ছিল। তাঁরা কখনোই নিজেদের যাকাত নিজেরা হাতে করে বণ্টন করতেন না। বরং যাকাত সংগ্রহকারীর নিকটে গিয়ে জমা দিয়ে আসতেন। এখনও সঊদী আরব, কুয়েত প্রভৃতি দেশে এ রেওয়াজ চালু আছে। এর দ্বারা যাকাত দাতা রিয়া মুক্ত হ'তে পারেন এবং ছাদাক্বা কলুষমুক্ত হয়।

---

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়।*
২. *বুখারী হা/১৪০৩, 'যাকাত' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৭৭৪।*
৩. *বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/১৮১৫-১৬।*
৪. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮৬; মির'আত হা/১৮৩৩-এর ব্যাখ্যা, ৬/২০৬।*
৫. *বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/১৫১১-এর আলোচনা ৩/৪৩৮, মির'আত ৬/২০৭।*

শেরে পাঞ্জাব, ফাতিহে কাদিয়ান মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ)

-ড. নূরুল ইসলাম*

(৭ম কিস্তি)

ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর উপস্থিত জওয়াব প্রদানে দক্ষতা : ৩টি মজার ঘটনা

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ছাত্রজীবন থেকেই উপস্থিত জওয়াব প্রদানে পারঙ্গম ছিলেন। ছাত্রজীবনে কোন ছাত্র তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি দ্রুত এমন উত্তর দিতেন যে, প্রশ্নকারী হতভম্ব হয়ে যেত। ফারেগ হওয়ার পর দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে বিদায়লগ্নে স্বীয় শিক্ষক মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দীও তাঁর এই গুণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।[১] নিম্নে তাঁর উপস্থিত উত্তর প্রদানের দক্ষতা সম্পর্কিত ৩টি মজার ঘটনা উল্লেখ করা হ'ল-

১. একবার জনৈক শিখ নেতা মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাওলানা! ভেড়া ও শূকরের চেহারা-ছুরত দেখতে প্রায় একই রকম। তাহ'লে আপনারা কেন ভেড়ার গোশত খান এবং শূকরের গোশত খাওয়াকে কেন হারাম মনে করেন? একথা শুনেই অমৃতসরী হাসতে শুরু করেন এবং বলেন, সরদার ছাহেব! আপনি তো কঠিন ত্যাড়া প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু এটা বলুন তো যে, আপনি যখন স্ত্রী এবং মা-বোন বা পুত্রবধূ ও কন্যার মধ্যে পূর্ণ সাদৃশ্য দেখতে পান, তখন স্ত্রীকে কেন হালাল মনে করেন আর মা-বোন বা পুত্রবধূ ও কন্যাকে কেন হারাম মনে করেন? শুনুন! ইসলাম আমাদেরকে ভেড়ার গোশত ভক্ষণের বৈধতা প্রদান করেছে আর শূকর হারাম হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু আপনার ধর্মে তো এটা সুস্পষ্টভাবে বলাও নেই যে, অমুককে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করো আর অমুককে করো না। এরূপ উত্তর শুনে শিখ নেতা লজ্জায় ঘাম মুছতে মুছতে সেখান থেকে প্রস্থান করেন।[২]

২. একবার বিতর্ক চলাকালে জনৈক খ্রিস্টান তার্কিক বলে উঠেন, আপনাদের রাসূল মুহাম্মাদ যদি আল্লাহ্র এতই প্রিয় হয়ে থাকেন, তাহ'লে তাঁর কলিজার টুকরা নাতি হুসাইনকে কারবালা প্রান্তরে শহীদ হ'তে দেখে কেন আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করে তাঁকে বাঁচিয়ে নিলেন না? মাওলানা এ প্রশ্ন শুনে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলেন, ভাই তিনি তো আল্লাহ্র কাছে এই প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ উত্তর দেন যে, আমার হাবীব আমি কি কবর? আমি তো নিজেই এই চিন্তায় আছি যে, যালেম খ্রিস্টানরা আমার একমাত্র পুত্রকে শূলিকাষ্ঠে চড়িয়েছে। কিন্তু আমি তার জন্য কিছুই করতে পারিনি। আর হুসাইন তবু তো তোমার নাতি। একথা শুনে খ্রিস্টান তার্কিক অত্যন্ত লজ্জিত হন। অমৃতসরী বলেন, পাদ্রী ছাহেব! জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেকপ্রসূত কিছু বলুন, বালকসুলভ কি ধরনের কথাবার্তা বলছেন?[৩]

৩. একবার জনৈক আর্য তার্কিক লাহোরে 'গোশত ভক্ষণ' বিষয়ে অমৃতসরীর সাথে বিতর্ক করছিলেন। তিনি বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে অমৃতসরীকে বলেন, গোশত ভক্ষণের ফলে কামভাব জাগ্রত হয়। মুসলমানরা যেহেতু যৌন-পূজারী তাই তারা গোশত খায়। জবাবে মাওলানা বললেন, পণ্ডিতজী! একটু ভেবে-চিন্তে কথা বলুন! মুসলমানরা যৌন-পূজারী, না আপনি? গোশতখোর যৌন-পূজারী হয়, না ডালখোর? দেখুন! বাঘ গোশতখেকো জন্তু। কিন্তু সে তার সঙ্গীনীর কাছে একবারই যায়। কিন্তু চড়ুইকে আপনি হয়তো দেখেছেন যে, এরা ডালখোর। অথচ এরা অনেক যৌন-পূজারী। মোরগ-মুরগীও গোশতখোর নয়, আপনার মতোই ডালখোর। কিন্তু এরাও অনেক যৌন-পূজারী। এ ধরনের আরো কিছু উদাহরণ অমৃতসরী পেশ করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতজী লজ্জিত হয়ে বললেন, আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। এখন আপনি আর বেশী ব্যাখ্যা করবেন না।[৪]

সাংবাদিকতায় মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর অবদান :

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ছাত্রজীবন শেষ করামাত্রই শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। তিনি সর্বমোট ৮ বছর শিক্ষকতা করেন। অতঃপর এ পেশা ছেড়ে দিয়ে গ্রন্থ রচনা, বক্তৃতা প্রদান ও মুনাযারায় আত্মনিয়োগ করেন।

শিক্ষকতা ছেড়ে গ্রন্থ রচনায় নিয়োজিত হওয়ার কিছুদিন পরেই অমৃতসরী অনুভব করেন যে, দ্বীনের দাওয়াত প্রচার এবং ইসলাম বিরোধীদের হামলা মুকাবিলা করার জন্য শুধু গ্রন্থ রচনাই যথেষ্ট নয়; বরং যুগের চাহিদা ও দাবী অনুযায়ী পত্রিকা প্রকাশ অপরিহার্য ও অনিবার্য। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেন এবং মোট ৩টি পত্রিকা প্রকাশ করেন।[৫] নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল-

১. সাপ্তাহিক আহলেহাদীছ : ১৩২১ হিজরীর ২৩শে শা'বান মোতাবেক ১৯০৩ সালের ১৩ই নভেম্বর উর্দূ সাহিত্যাকাশে একটি নতুন সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আহলেহাদীছ'-এর আবির্ভাব ঘটে।[৬] মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী লিখেছেন, ثم رجع إلى أمرتسر واشتغل بالتصنيف والتذكير والمناظرة، وأسس دار الطباعة، وأنشأ صحيفة أسبوعية في سنة إحدى وعشرين

---

* ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ১৬৫-১৬৬।
২. ঐ, পৃঃ ১৪৯-১৫০; মাসিক ছিরাতে মুস্তাকীম (উর্দূ), বার্মিংহাম, লণ্ডন, মে ২০০৭, পৃঃ ২৯।
৩. সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ১৬৮-১৬৯।
৪. ঐ, পৃঃ ১৭০; ছিরাতে মুস্তাকীম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯।
৫. আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮; ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৪১।
৬. মাওলানা মুহাম্মাদ মুস্তাকীম সালাফী, জামা'আতে আহলেহাদীছ কী ছাহাফাতী খিদমাত (বেনারস : আল-ইয্যাহ ইউনিভার্সাল, জানুয়ারী ২০১৪), পৃঃ ২৪; মুহাম্মাদ মুশতাক বিন আব্দুল মান্নান, আল্লামা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী কী ছাহাফাতী খিদমাত, মাসিক মুহাদ্দিছ, জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারস, ভারত, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃঃ ৩৮।

و ثلاث مائة وألف تسمى أهـــل الحـــديث، اســـتمرت في الصدور أربعا وأربعين سنة– ‘অতঃপর তিনি অমৃতসরে ফিরে আসেন এবং গ্রন্থ রচনা, বক্তৃতা ও মুনাযারায় নিয়োজিত থাকেন। তিনি একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৩২১ হিজরীতে ‘আহলেহাদীছ’ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা চালু করেন। যা ৪৪ বছর যাবৎ প্রকাশিত হয়েছে’।[৭]

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী পত্রিকাটি প্রকাশের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, প্রেক্ষাপট ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলেন, ‘যখন আমরা অনুভব করলাম যে, ইসলামের দাওয়াত প্রচারের প্রয়োজনীয়তা দৈনন্দিন বাড়ছে এবং শুধু গ্রন্থ রচনাই যথেষ্ট নয় বলে প্রমাণিত হ’ল তখন আহলেহাদীছ পত্রিকা বের করা হ’ল। যাতে সকল ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা অপনোদন করা যায় এবং প্রত্যেক অমুসলিমের হামলার জবাব দেওয়া যায়’।[৮] তিনি আরো বলেন, ‘এটি কেমন পত্রিকা? এটি দুই সমুদ্রের মিলনস্থল (مجمـــع البحـــرين) তথা দ্বীন ও দুনিয়ার সমন্বিত রূপ। এতে জাতীয়, ধর্মীয়, নৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলী ছাড়াও নানান প্রশ্নের জবাব, ফৎওয়া এবং বিরোধীদের অভিযোগ বা সমালোচনার জবাব সন্নিবেশিত হয়। মোটকথা এই পত্রিকাটি তাওহীদ ও সুন্নাতের রক্ষক, শিরক ও বিদ‘আতের দুশমন, বিরোধীদের সামনে ঢালের ভূমিকা পালনকারী এবং সমগ্র বিশ্বের বাছাইকৃত সংবাদ পরিবেশনকারী’।[৯]

সাপ্তাহিক ‘আহলেহাদীছ’ উপমহাদেশে কুরআন ও সুন্নাহ্র দাওয়াত প্রচার-প্রসারে নিবেদিতপ্রাণ ছিল। পত্রিকার কভার পৃষ্ঠায় বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম-এর পরে সর্বদা এই হাদীছটি লিপিবদ্ধ থাকত تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَـــا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ، ‘আমি তোমাদের মাঝে দু’টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। তোমরা যতদিন এ দু’টিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না’। বস্তু দু’টি হ’ল আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত’।[১০] এরপর নিম্নোক্ত ফার্সী কবিতাটি লেখা থাকত-

اَصل دیں آمد کلام اللہ معظم داشتن

پس حدیث مصطفی برجاں مسلم داشتن

মর্মার্থ : দ্বীনের মূল হ’ল আল্লাহ্র কালাম কুরআন মাজীদকে সম্মান করা। অতঃপর হাদীছে নববীর জন্য মুসলমান তাঁর জীবন উৎসর্গ করবে।

৭. *নুযহাতুল খাওয়াতির ৮/১২০৫।*
৮. *নুকূশে আবুল অফা, পৃঃ ২৯; ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৪৩। গৃহীত : সাপ্তাহিক আহলেহাদীছ, ২৩শে জানুয়ারী ১৯৪২, পৃঃ ৫।*
৯. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৪৩; মাসিক আস-সিরাজ (উর্দূ), ঝাণ্ডানগর, নেপাল, জানুয়ারী ২০০৯, পৃঃ ১৫।*
১০. *মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক হা/১৬২৮; মিশকাত হা/১৮৬।*

উক্ত হাদীছ ও কবিতা পত্রিকার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত করত।[১১]

পত্রিকাটি প্রত্যেক শুক্রবার নিয়মিত প্রকাশিত হ’ত। ১৯০৩ সালের ১৩ই নভেম্বর থেকে ১৯৪৭ সালের ১লা আগস্ট (১৩ই রামাযান ১৩৬৬ হিঃ) পর্যন্ত ৪৪ বছর যাবৎ এটি ইসলামের খিদমতে নিয়োজিত ছিল। এ সুদীর্ঘ সময়ে মাত্র একবার এটি বন্ধ হয়েছিল। ১৯১৩ সালের ১০ই ডিসেম্বর একটি প্রবন্ধ প্রকাশের জেরে পাঞ্জাব সরকার এর প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়ে পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করে দেয় এবং ভবিষ্যতের জন্য যামানত বাবদ ২ হাযার রূপী তলব করে। এজন্য অমৃতসরী উক্ত সালের ১৯শে ডিসেম্বর-এর সংখ্যার পর পত্রিকার প্রকাশনা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে বাধ্য হন।[১২] মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী নিজেই বলেছেন, ‘১৯১৩ সালের ১৯শে ডিসেম্বরও ‘আহলেহাদীছ’-এর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার যোগ্য। যেই তারিখের পর প্রায় সাড়ে তিন মাস যাবৎ ‘আহলেহাদীছ’ ইউসুফ (আঃ)-এর মতো কুঁয়ায় পড়েছিল’।[১৩] ১৯১৪ সালের ২রা এপ্রিল অমৃতসরী দুই হাযার রূপী যামানত দাখিল করেন এবং ১৯১৪ সালের ১০ই এপ্রিল থেকে পত্রিকাটি পুনরায় প্রকাশিত হ’তে শুরু করে। মাঝখানের সময়টায় তিনি ‘মাখযানে ছানাঈ’ ও ‘গুলদাস্তায়ে ছানাঈ’ নামে দু’টি পত্রিকা প্রকাশ করে ‘আহলেহাদীছ’ প্রকাশিত না হওয়ার শূন্যতা পূরণ করেন।[১৪] এজন্য আল্লামা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী যথার্থই বলেছেন, ‘এই সংখ্যাগুলো সর্বদিক বিবেচনায় ‘আহলেহাদীছ’-এরই সংখ্যা ছিল। আইনী বাধ্যবাধকতার কারণে শুধু নাম পরিবর্তন করা হয়েছিল’।[১৫]

৪৪ বছরে প্রকাশিত উক্ত পত্রিকার সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩৫ হাযারের বেশী। প্রথমে এটি ৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হ’লেও পরবর্তীতে পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৬-২০ পৃষ্ঠার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত।[১৬] এতে শুধু কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডনে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর ৪৫৫টি প্রবন্ধ, বাহাঈদের বিরুদ্ধে ৪১টি প্রবন্ধ, আর্য সমাজীদের খণ্ডনে ৯১টি প্রবন্ধ, শী‘আ মতবাদের খণ্ডনে ৩৩টি প্রবন্ধ, প্রকৃতিবাদীদের বিরুদ্ধে ২৪টি প্রবন্ধ এবং ব্রেলভীদের খণ্ডনে ১৮টি প্রবন্ধ রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য বিষয়ে আরো বহু প্রবন্ধ রয়েছে।[১৭]

এবার পত্রিকার বিষয়সূচী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা যাক-

১১. *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৩৩৯।*
১২. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৪১-৪২; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮-৯৯।*
১৩. *মাসিক মুহাদ্দিছ, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃঃ ৪০।*
১৪. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৪২; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮-৯৯; মাসিক মুহাদ্দিছ, ফেব্রুয়ারী ২০০৯, পৃঃ ২৪।*
১৫. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৪২।*
১৬. *আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮-৯৯; মাসিক মুহাদ্দিছ, ফেব্রুয়ারী ২০০৯, পৃঃ ২৩-২৪।*
১৭. *মাসিক মুহাদ্দিছ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪।*

১. সম্পাদকীয় (اداريه) :

সম্পাদকীয় একটি পত্রিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কলাম। সম্পাদকীয়কে পত্রিকার ভরকেন্দ্র ও মেরুদণ্ড বলা যেতে পারে। যার ওপর ভর করে পত্রিকা দাঁড়িয়ে থাকে। পত্রিকার স্বরূপ উন্মোচনে সম্পাদকীয় মূল চাবিকাঠি। সম্পাদকীয় পাঠে পত্রিকার নীতি-আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি বুঝা যায়। এজন্য সম্পাদকীয়কে পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গির 'উন্মুক্ত দরজা'ও বলা হয়।[১৮]

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ৪৪ বছর যাবৎ নিয়মিত 'আহলেহাদীছ' পত্রিকার অমূল্য সম্পাদকীয়গুলো লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি হজ্জ সফরে গেলে ১৯২৬ সালের ৩০শে এপ্রিল থেকে ২৭শে আগস্ট পর্যন্ত তাঁর পুত্র মাওলানা আবূ রিযা আতাউল্লাহ এর সম্পাদকীয় লিখেন। এ সময় পত্রিকার তত্ত্বাবধান করতেন মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী।[১৯]

আহলেহাদীছ পত্রিকায় মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী লিখিত সম্পাদকীয়গুলো ছিল গোটা পত্রিকার সারনির্যাস ও সবচেয়ে আকর্ষণীয় কলাম। এতে সাধারণভাবে শিরক ও বিদ'আতে নিমজ্জিত বিভিন্ন ফিরকার সমালোচনা ও অভিযোগের জবাব প্রদান করা হ'ত এবং ইসলামী বিধি-বিধান ও মাসআলা সমূহ সম্পর্কে দালীলিক আলোচনা পেশ করা হ'ত। মূলত এগুলি ছিল ইলমের সুমিষ্ট সমুদ্র তুল্য। যা বিদ'আত ও ভ্রষ্টতার খড়কুটোকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত এবং তাওহীদ ও সুন্নাতের বাগিচাকে সিঞ্চিত করে তাকে সবুজ-শ্যামল করে তুলত।[২০]

২. পর্যালোচনা (شذرات) : বিশেষ কোন বিষয়ে বা ঘটনা উপলক্ষে সম্পাদকের সংক্ষিপ্ত নোট বা পর্যালোচনাকে 'শাযারাত' বলা হয়। একে 'সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয়' বলা হয়ে থাকে।[২১] পত্রিকায় এ কলামটি নিয়মিত থাকত না; বরং প্রয়োজন হ'লে এতে বিভিন্ন বিষয়ে অমৃতসরী আলোকপাত করতেন। এর মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে দ্বীনী জাযবা জাগ্রত করতেন, বিরোধীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতেন এবং তাদের বাতিল আক্বীদাও খণ্ডন করতেন।

৩. কাদিয়ানী মতবাদ (قادیانی مشن) : কাদিয়ানী মতবাদের অসারতা ও ভ্রান্তি প্রমাণের জন্য অমৃতসরী তাঁর নিজের ও অন্যদের লিখিত প্রবন্ধগুলো এ কলামে প্রকাশ করতেন। এসব প্রবন্ধ পাঠ করে অনেকেই কাদিয়ানী মতবাদ থেকে তওবা করেছে। উল্লেখ্য যে, 'আহলেহাদীছ' পত্রিকায় কাদিয়ানীদের খণ্ডনে শুধু ছানাউল্লাহ অমৃতসরীরই ৪৫৫টি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে।

৪. ফৎওয়া (فتاوی) : এতে অমৃতসরী বিভিন্ন ফৎওয়ার উত্তর প্রদান করতেন এবং কখনো সংক্ষিপ্তাকারে আবার কখনো বিস্তারিতভাবে কুরআন-সুন্নাহ্র দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করতঃ প্রশ্নোত্তরগুলোকে শক্তিশালী করতেন। এ বিষয়ে কোন আলেম ভিন্নমত পোষণ করে লিখিত মতামত পেশ করলে সেগুলিও এ কলামে ছাপা হ'ত। অতঃপর অমৃতসরী সেগুলির দালীলিক জবাব দিতেন। এ ধরনের ফৎওয়াগুলো অত্যন্ত উপকারী ও তথ্যসমৃদ্ধ হ'ত। এতে মানুষ শারঈ বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান লাভ করত।[২২] উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত অমৃতসরীর ফৎওয়াগুলো পরবর্তীতে 'ফাতাওয়া ছানাঈয়াহ' নামে দু'খণ্ডে সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

৫. ধারাবাহিক তাফসীর (تفسیر بالأقساط) : এতে ধারাবাহিকভাবে কিস্তি আকারে কুরআন মাজীদের তাফসীর প্রকাশ করা হ'ত। ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে লাহোর থেকে 'আল-মায়েদা' নামে খৃস্টানরা একটি মাসিক পত্রিকা বের করে। এর প্রথম সংখ্যাতেই পাদ্রী সুলতান মুহাম্মাদ পাল লিখিত 'সুলতানুত তাফাসীর'-এর প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়। অতঃপর প্রত্যেক মাসে এতে ১৬ পৃষ্ঠাব্যাপী পাদ্রী ছাহেবের এই তাফসীর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হ'তে থাকে। ১৯৩২ সালের ৬ই মে 'আহলেহাদীছ' পত্রিকায় মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী 'বুরহানুত তাফাসীর' শিরোনামে এর জবাব দেওয়া শুরু করেন। ১৯৩৩ সালের ২০শে জানুয়ারী পর্যন্ত ৩৬ কিস্তিতে যা প্রকাশিত হয়। সমুচিত জবাব পেয়ে পাদ্রী তাফসীর লেখা বন্ধ করে দেন। অতঃপর ১৯৩৪ সালের মার্চে পাদ্রী ছাহেব নতুনভাবে তাফসীর লেখা শুরু করলে ১লা জুন ১৯৩৪ থেকে ২৪শে মে ১৯৩৫ পর্যন্ত আহলেহাদীছ পত্রিকায় অমৃতসরী ৮১ কিস্তিতে তার জবাব দেন। এই জওয়াব প্রকাশিত হওয়ার পর পাদ্রী ছাহেব তাফসীর লেখা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।[২৩]

৬. চিঠি-পত্র (مراسلات) : পত্রিকার এ কলামটি পাঠকদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এতে সাধারণত পাঠকদের প্রশ্ন, লেখনী ও গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রকাশিত হ'ত।

৭. দেশীয় সংবাদ (ملکی مطلع) : এতে সংক্ষেপে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হ'ত।

৮. বিবিধ বিষয় (متفرقات) : এতে দানের হিসাব, আহলেহাদীছ কনফারেন্স ও জালসা সমূহের বিজ্ঞপ্তি ও সংবাদ এবং গ্রন্থ পর্যালোচনা প্রভৃতি বিষয় প্রকাশিত হ'ত।

৯. নির্বাচিত সংবাদ (انتخاب الاخبار) : বাছাইকৃত ও গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ সমূহ এ কলামে প্রকাশিত

---

১৮. *সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সম্পাদকীয়র গুরুত্ব ও আবশ্যিকতা, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ঢাকা, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বিশেষ আয়োজন-১, ১৫ই মার্চ ২০২১, পৃঃ ১৩।*

১৯. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৪৩।*

২০. *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৩৪২।*

২১. *ভারতের দারুল মুছান্নিফীন শিবলী একাডেমী থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত উর্দূ মাসিক পত্রিকা 'মা'আরিফ'-এর সম্পাদকীয়গুলো 'শাযারাত' শিরোনামেই প্রকাশিত হয়।*

২২. *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৩৪৩।*

২৩. *তাহরীকে খতমে নবুঅত ৩/১৪১-১৪৭; মাসিক মুহাদ্দিছ, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃঃ ৪০-৪১।*

হ'ত। সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সমূহের সারনির্যাস ছিল এটি।

১০. বিজ্ঞাপন (اشتهارات) : এখানে বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হ'ত। তবে তিনি ছবি সম্বলিত ও নিম্নমানের বিজ্ঞাপন প্রকাশ থেকে বিরত থাকতেন। বরং সর্বদা সভ্যতা-ভব্যতা ও সুস্থ সংস্কৃতির প্রতি খেয়াল রাখতেন।

সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ'-এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এর সময়ানুবর্তিতা। পত্রিকাটি নিয়মিতভাবে যথাসময়ে প্রকাশিত হ'ত এবং প্রত্যেক শুক্রবারে পাঠকের হাতে পৌঁছে যেত। সেজন্য এটি দেশের সকল পত্রিকার চেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর ছিল।[২৪]

মোটকথা শিরক-বিদ'আতের মূলোৎপাটনে, ইসলামের সৌন্দর্য ও দাওয়াত প্রচার-প্রসারে এবং ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডনে গোটা হিন্দুস্তানে সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ'-এর কোন জুড়ি ছিল না। আল্লামা রশীদ রিযা মিসরী বলেছেন, لـه مجلـة ومؤلفات في الدفاع عـن الإسـلام، 'ইসলামের প্রতিরক্ষায় নিবেদিত তাঁর একটি পত্রিকা (আহলেহাদীছ) এবং অনেক গ্রন্থ রয়েছে'।[২৫]

সুলাইমান বিন ছালেহ আল-খারাশী বলেন, وكانـت هـذه الجريدة فريدة في شبه القارة الهندية، في نشر تعاليم الإسـلام والدفاع عنه، وبيان صحة منهج السلف وإثباته، 'ইসলামের শিক্ষাসমূহ প্রচার-প্রসারে ও তার প্রতিরক্ষায় এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজের বিশুদ্ধতা বর্ণনায় ও সাব্যস্তকরণে ভারতীয় উপমহাদেশে এটি একটি অনন্য পত্রিকা ছিল'।[২৬]

আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, إن الخدمات الجليلة التي قام بها العلامة الأمرتسـري للملـة والجماعـة والجهود التي بذلها ضد الديانات الباطلـة والفـرق الضـالة بمجلته أهل الحديث وبجرائده الأخرى كانت عديمة الـنظير، وكانـت شخصـيته متجليـة فيهـا، 'আল্লামা অমৃতসরী 'আহলেহাদীছ' ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ ও আহলেহাদীছ জামা'আতের যে গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং বাতিল ধর্ম ও পথভ্রষ্ট ফিরকাগুলির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করেছেন তা ছিল অতুলনীয়। এতে তার ব্যক্তিত্ব পরিপূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হয়েছিল'।[২৭]

উপমহাদেশের খ্যাতিমান ঐতিহাসিক মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টী বলেন, 'সমগ্র ভারতের মাযহাবী, ইলমী, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে এই পত্রিকার গুরুত্ব ছিল সুবিদিত। মুসলিম-অমুসলিম সবাই এটি আগ্রহ সহকারে পাঠ করত এবং অধীর আগ্রহে এর অপেক্ষায় থাকত। ... এই পত্রিকাটি বিবিধ বিষয়ের আকর্ষণীয় সমাহার ছিল। এতে হিন্দুস্তানে বিদ্যমান সকল ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে বিশেষ ভঙ্গিতে লেখা হ'ত। একারণে যে আগ্রহ নিয়ে মুসলমানরা এটি পাঠ করত, ঠিক একই আগ্রহ নিয়ে অমুসলিমরাও এর অপেক্ষায় প্রহর গুণত'।[২৮]

আল্লামা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী বলেন, 'এই অনন্য পত্রিকাটি ইসলামী গোষ্ঠীগুলির ভিতর ও বাহির থেকে উদ্গত বাতিল চিন্তাধারা ও আপত্তিগুলির মূলোৎপাটনে এবং তা ছিন্নভিন্ন করণে সমগ্র অবিভক্ত হিন্দুস্তানের (বর্তমান পাকিস্তান ও ভারত) সবচেয়ে বেশী আলোচিত, সোচ্চার, জবরদস্ত ও অতুলনীয় পত্রিকা ছিল। যেটি কলমী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের দরাজ কণ্ঠকে স্তব্ধ করার ক্ষেত্রে নিজের দৃষ্টান্ত নিজেই ছিল। আমরা পত্রিকাটিকে মাওলানা অমৃতসরী (রহঃ)-এর অসাধারণ প্রতিভার সবচেয়ে বড় নিদর্শন হিসাবে আখ্যায়িত করতে পারি। এতে একদিকে যেমন আর্য সমাজীদের সমালোচনা করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত ধারণাগুলি মহাকাশে বিক্ষিপ্ত হ'তে দেখা গেছে। একদিকে যদিও শী'আদের প্রতারণা ও শরী'আত বিকৃতির পর্দা উন্মোচন করা হয়েছে, তো অন্যদিকে রেযাখানী বিদ'আতের সৈনিকদের সাথে লড়াই করেছে। একদিকে যদিও ইসলাম বিরোধিতার শ্লোগান তুলে আবির্ভূত অমুসলিম ফিরকাগুলির প্রতিরক্ষা রয়েছে, তো অন্যদিকে ইসলাম প্রচারের শ্লোগানের আড়ালে মিথ্যা নবুঅতের প্রসার ঘটানোর অশুভ প্রচেষ্টা বানচাল ও মূলোৎপাটন করেছে।

মোটকথা, এই অতুলনীয় সাপ্তাহিকের এক একটি সংখ্যা তেজোদীপ্ত ইলমী আলোচনার এক সৈন্যবাহিনীর ভূমিকা পালন করেছে। এটি অবিভক্ত ভারতের অর্ধ শতাব্দীর সকল আলোচনা-পর্যালোচনার ভাণ্ডার এবং ঐ সময়ের সকল মাযহাবী উত্থান-পতনের দর্পণও বটে। ইসলামের বড় দাঈ এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইতিহাসের অতন্দ্রপ্রহরী ও আমানতদার। এটি হাযার হাযার মানুষের সঠিক পথের দিশা লাভ থেকে শুরু করে সুস্থতা ও অসুস্থতা এবং জীবন ও মৃত্যুর কাহিনীও স্বীয় বক্ষে ধারণ করে আছে। তেমনি এতে জাতীয় রাজনীতির সকল পর্যায়ের বিবরণও সন্নিবেশিত হয়েছে।[২৯]

'আল-জারীদা ওয়াছ ছাহাফাহ ইনদাল মুসলিমীন' গ্রন্থে ভারতের পত্র-পত্রিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে,

---

২৪. সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৩৩৮-৩৪৬; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১-১০৪।
২৫. আল-মানার, ৩৩তম বর্ষ, ১৩৫১ হিজরী, পৃঃ ৬৩৯।
২৬. ঐ, মুনাছাহাতুশ শায়খায়েন (রিয়াদ : দারুছ ছুলূছিয়া, ১ম প্রকাশ, ১৪৩১ হিঃ/২০১০), পৃঃ ২৮।
২৭. আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৪।
২৮. বাযমে আরজুমন্দাঁ, পৃঃ ১৫৬।
২৯. ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ২৬০-২৬১।

ومن المجلات التي تدين بمذهب أهل السنة القديم مجلة (إشاعة السنة)، وكان الغرض الأكبر من إصدارها الرد علـــى الآراء التي تنشرها مجلة (تهذيب الأخلاق)، ومجلة (نـــور الآفـــاق) و(نور الأنوار)، وهما تطبعان في كانفور، و(أهل الحـــديث) وتطبع في أمرتسر،

'আহলুস সুন্নাহ্র প্রাচীন মাযহাবের অনুসারী পত্রিকাগুলির মধ্যে অন্যতম হ'ল 'ইশা'আতুস সুন্নাহ'। এই পত্রিকা প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 'তাহযীবুল আখলাক', কানপুর থেকে প্রকাশিত 'নূরুল আফাক' ও 'নূরুল আনওয়ার' পত্রিকায় প্রকাশিত মতামতগুলি খণ্ডন করা। অমৃতসর থেকে প্রকাশিত 'আহলেহাদীছ' পত্রিকাটিও আহলুস সুন্নাহ্র প্রাচীন মাযহাব লালনকারী অন্যতম একটি পত্রিকা ছিল'।[৩০]

২. মাসিক মুরাককা' কাদিয়ানী (مرقع قاديانى) **:** ভণ্ডনবী গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মিথ্যা দাবী সমূহ খণ্ডনের জন্য মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী এ পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। ১৯০৭ সালের ১৫ই এপ্রিল মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ইশতেহার প্রকাশ করে মুবাহালার আমন্ত্রণ জানালে অমৃতসরীর ঈমানী জোশ আরো বৃদ্ধি পায়। ফলে তিনি ১৯০৭ সালের জুন মাসে এই মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। প্রত্যেক ইংরেজী মাসের ১ তারিখে এটি প্রকাশিত হ'ত। মুবাহালার ১৩ মাস ১০দিন পরে মির্যা গোলাম আহমাদের নিকৃষ্ট মৃত্যু হ'লে পত্রিকাটির তেমন প্রয়োজন না থাকায় ১৯০৮ সালের অক্টোবর মাসের পর তিনি এর প্রকাশনা বন্ধ করে দেন। ২২-২৩ বছর পর কাদিয়ানীরা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে ১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে তিনি পুনরায় এটি প্রকাশ করেন। কিন্তু এপ্রিল ১৯৩৩ সালের সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর অমৃতসরী এটি বন্ধ করে দেন। কেননা কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত বিষয়গুলো খণ্ডনের জন্য সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ'-ই যথেষ্ট ছিল।[৩১] উক্ত পত্রিকায় প্রথম দফায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো 'মুরাককা' কাদিয়ানী' শিরোনামেই ১৯১৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।[৩২]

৩. মুসলমান (মাসিক ও পরে সাপ্তাহিক) : যখন খ্রিস্টান, হিন্দু, আর্য সমাজ ও অন্যান্য গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের উপর হামলা ও অভিযোগের মাত্রা বৃদ্ধি পেল, তখন মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী বিশেষভাবে তাদের অভিযোগ খণ্ডন ও জবাব দেওয়ার জন্য ১৯০৮ সালের মে মাসে এই পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। প্রত্যেক ইংরেজী মাসের ১৫ তারিখে এটি প্রকাশিত হ'ত। প্রথমে এটি মাসিক পত্রিকা হিসাবে পুস্তিকা সাইজে প্রকাশিত হ'ত। দু'বছর পর ১৯১০ সালের ৭ই জুন সংখ্যা থেকে এটি সাপ্তাহিক হয়ে যায় এবং লার্জ সাইজে প্রকাশিত হ'তে থাকে। তিন বছর পর ১৯১৩ সালের জুলাই মাস থেকে তিনি এর মালিকানা ও সম্পাদনার দায়িত্ব মুনশী আলীমুদ্দীনকে হস্তান্তর করেন। যিনি প্রথম থেকেই এর সহকারী সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু মুনশী ছাহেব এটি বেশী দিন চালাতে পারেননি। ফলে ১৯১৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর-এর পর এটি বন্ধ হয়ে যায়।[৩৩]

(ক্রমশঃ)

---

৩০. *হার্টম্যান, পিকে হিট্টি গং, আল-জারীদা ওয়াছ ছাহাফাহ ইনদাল মুসলিমীন, ইবরাহীম খুরশীদ গং কর্তৃক আরবীতে অনূদিত (বৈরূত: দারুল কিতাব আল-লুবনানী, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৪), পৃঃ ৫১।*

৩১. *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৩৪৬-৩৪৮; ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৪৪; ২৫৮-২৬০; জামা'আতে আহলেহাদীছ কী ছাহাফাতী খিদমাত, পৃঃ ২৫-২৬।*

৩২. *মাসিক মুহাদ্দিছ, ফেব্রুয়ারী ২০০৯, পৃঃ ২৪।*

৩৩. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৪৪; জামা'আতে আহলেহাদীছ কী ছাহাফাতী খিদমাত, পৃঃ ২৬-২৭।*

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দীন আহমাদ খান : কিছু স্মৃতি

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

[প্রথিতযশা জ্ঞানতাপস চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রথম ডাইরেক্টর জেনারেল এবং লেখকের পিএইচ.ডি থিসিসের মূল্যায়ন কমিটির সম্মানিত সদস্য প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দীন আহমাদ খান গত ২৮শে মার্চ রবিবার চট্টগ্রামে তাঁর দেওয়ানবাজারের বাড়ীতে নাশতার পর সকাল সাড়ে ৮-টায় পরিবারের সম্মুখে বসা অবস্থায় হঠাৎ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। বাদ যোহর নগরীর আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদে ১ম জানাযা হয়। অতঃপর বাদ মাগরিব লোহাগড়া উপযেলার স্বগ্রাম চুনতীতে ২য় জানাযা শেষে তাঁকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, দুই কন্যা ও নাতি-নাতিনী সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান।

ড. মুঈনুদ্দীন আহমাদ খান ১৯২৬ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজে বি.এ. (সম্মান) পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ১ম হয়ে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ১৯৫১ সালে ১ম শ্রেণীতে এম.এ. পাস করেন। ১৯৫৫ সালে কানাডার ম্যাকগীল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় বার এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৬ সালে আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্কলি শাখার রিসার্চ ফেলো হিসাবে পলিটিক্যাল সায়েন্স অধ্যয়ন করেন। ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস' বিষয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৬১ সালে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগে সিনিয়র লেকচারার হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৬ সালে সেখান থেকে ইসলামাবাদ গমন করেন ও ইসলামিক রিসার্চ ইন্সষ্টিটিউটে সহযোগী অধ্যাপক পদে যোগদান করেন।

১৯৭২ সালে দেশে ফিরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে 'সহযোগী অধ্যাপক' পদে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৭৩ সালে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি 'প্রফেসর' পদে উন্নীত হন এবং ১৯৯২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। পরে এক্সটেনশনে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের 'প্রফেসর' পদে বহাল থাকেন।

১৯৭৭ সালে তিনি ঢাকায় নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রথম ডাইরেক্টর জেনারেল পদে যোগদান করেন এবং ফাউণ্ডেশনের গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাজ আনজাম দেন। ১৯৯০ সালে তিনি চট্টগ্রামের বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অনারারী ডাইরেক্টর জেনারেলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরে ঢাকার আরামবাগে অবস্থিত 'বিশ্ব সূফী ফাউণ্ডেশনে'র কুরআন গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক পদে যোগদান করেন। ২০০২ সালে তিনি প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে সাউদার্ন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডীন ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের হেড ছিলেন।

বাংলাদেশের ইতিহাস ও ইসলামী সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর ১৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন জার্ণালে তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 'হিস্টরী অব দি ফারায়েযী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল' ছিল তাঁর ডক্টরেট থিসিস এবং 'তিতুমীর এণ্ড হিজ ফলোয়ারর্স ইন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান রেকর্ডস' তার দু'টি মৌলিক গবেষণাগ্রন্থ। এছাড়া মুসলিম স্ট্রাগল ফর ফ্রীডম ইন বেঙ্গল, দি গ্রেট রিভোল্ট অব এইটিন ফিফটি সেভেন এণ্ড দি মুসলিমস অব বেঙ্গল, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান রেকর্ডস রিলেইটিং টু দি ওয়াহাবী ট্রায়েল অব এইটিন-সিক্সটি ওয়ান, মুসলিম কমিউনিটিস অব সাউথ ঈষ্ট এশিয়া, পলিটিক্যাল ক্রাইসিস অব দি প্রেজেন্ট এইজ-ক্যাপিটালিজম, কম্যুনিজম এণ্ড হোয়াট নেক্সট ইত্যাদি তাঁর প্রকাশিত গবেষণামূলক গ্রন্থ।

তাঁর সাম্প্রতিক দু'টি ক্ষুদ্র প্রকাশনা হ'ল 'ভবিষ্যৎ রাজনীতির গতিধারা' এবং 'আন্তর্জাতিক কৌশলনীতির নিরিখে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সংস্থা'।

হাদীছের খেদমতে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান ছিল হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর নিকট থেকে তাঁর ছাত্র হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ সংকলিত ১৩৮টি হাদীছের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপির বাংলা অনুবাদ। যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় হাদীছ সংকলনের কাজ শুরু হয়েছিল। হায়দরাবাদের খ্যাতনামা পণ্ডিত ড. হামীদুল্লাহ (১৯০৮-২০০২ খৃ.) যা প্রথম দামেস্ক ও বার্লিন লাইব্রেরী থেকে উদ্ধার করেন এবং ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। অতঃপর ড. মুঈনুদ্দীন আহমাদ খান সেটি বাংলায় অনুবাদ করেন। যা ২০১৮ সালে প্রথম চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। আমরা মনে করি, চট্টগ্রামের বায়তুশ শরফ ও ঢাকার সূফী ফাউণ্ডেশনে যোগদান ছিল অতি চতুরতার নিকট অতি সরলতার সাময়িক পরাজয় মাত্র। জীবন সায়াহ্নে হাদীছের খেদমত যেন তাঁর বিগত সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির কাফফারা হয়, আমরা সেই দো'আ করি]।

স্মৃতিচারণ :

(১) ১৯৮৫ সালে কমনওয়েলথ স্কলারশিপের জন্য বাছাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণকালে আমি সর্বপ্রথম স্যারের সাক্ষাৎ লাভ করি। আমার গবেষণা শিরোনাম দেখে ইউজিসি চেয়ারম্যান বাদে আটজন পরীক্ষকের সবাই আমার প্রতি উৎসুক ছিলেন। ফলে প্রত্যেকেই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আমাকে ঝালাই করেন। সেই সাথে ছিলেন বৃটিশ কাউন্সিলের একজন প্রতিনিধি, যিনি আবেদনকারীর ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা যাচাই করেন। প্রথম প্রশ্ন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর মাহফূযুল্লাহ। তিনি বলেন, Mr. Ghalib, Explain your movement. আমি আহলেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কে সাধ্যমত ব্যাখ্যা দিলাম। এরপরেই প্রশ্ন করলেন ড. মুঈনুদ্দীন আহমাদ খান, What is the difference between Ahlehadeeth movement and Tareeqa-i-muhammadia movement? আমি জবাব দিলাম। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, Is it not the split off from the Tareeqa-i-muhammadia movement of Sayed Ahmad brelvi? আমি তার বিপরীত মত প্রকাশ করে জবাব দিলাম। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, What is the difference between Ahlehadeeth movement and Fara'idi movement? আমি জবাব দিলাম এবং

স্যারের উক্ত ডক্টরেট থিসিসটি আমি আগেই পড়েছি সে কথা বললাম। সাথে সাথে সেখানে ৪১ পৃষ্ঠায় রেফারেন্স বই হিসাবে প্রদত্ত 'আক্বীদায়ে মুহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ' বইয়ের লেখক যে আমার পিতা, সে কথাও জানিয়ে দিলাম। তিনি খুশীতে যেন আত্মহারা হয়ে গেলেন। এরপর অন্যেরাও প্রশ্ন করলেন। সবশেষে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?' বইটির প্রথম সংস্করণ প্রত্যেকের হাতে এক কপি করে দিয়ে সালাম দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

(২) আমার ডক্টরেট থিসিসের মূল্যায়ন কমিটির সদস্য হওয়ার কারণে ১৯৯০-এর নভেম্বরে আমি সাড়ে সাতশ' পৃষ্ঠার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি নিয়ে স্যারের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায় যাই। সেখানে আমারই মত আরও চারজন গবেষক ছিলেন। মাগরিবের ছালাতে ইমামতির জন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দেন। আমি আপত্তি করলে তিনি বলেন, আপনি কি জানেন না, একই স্থানে আহলুর রায় ও আহলুল হাদীছ থাকলে, আহলুল হাদীছ সেখানে ইমামতির হকদার হন? তখন আমি বাধ্য হয়ে ইমামতি করি। এরপর আমি একটানা ১২ দিন তাঁর বাসায় যাতায়াত করেছি ও পাণ্ডুলিপি দেখিয়েছি। প্রতিদিন তাঁর নিরহংকার ও বিনয়ী আচরণে মুগ্ধ হয়েছি।

(৩) চিটাগাং অবস্থানকালে একদিন আমি তাঁর সাথে বায়তুশ শারফ গমন করি। উদ্দেশ্য ছিল এই বিখ্যাত সমাজকর্মী ব্যক্তির সাথে পরিচিত হওয়া। দোতলায় উঠে আমার আগেই স্যার ভিতরে ঢোকেন ও সম্ভবতঃ আমার পরিচয় দিয়ে প্রবেশের অনুমতি চান। ভিতর থেকে উনি ডাক দিলে আমি সালাম দিয়ে প্রবেশ করি। কিন্তু দেখলাম যে, পীর ছাহেব অতি উঁচু একটি বড় শানদার চেয়ারে বসে আছেন। আর স্যার তার পায়ের নিকটে মেঝের উপর বসে আছেন। আমি দাঁড়িয়ে পীর ছাহেবের সাথে একহাতে মুছাফাহা করি। তিনি আমাকে বললেন, উত্তরবঙ্গে তো অনেক আহলেহাদীছ! আমি বললাম, জী! অতঃপর বেরিয়ে এলাম। স্যার অপ্রস্তুত হয়ে কিছু পরেই বেরিয়ে এলেন। আমি বললাম, স্যার আপনার মত একজন পণ্ডিত ব্যক্তি পীরের পায়ের নিকট বসে আছেন। আর উনি বিশাল উঁচু চেয়ারে বসে কথা বলছেন, এটা কি ইসলামী আদবের খেলাফ নয়? স্যার আমার মেযাজ বুঝতে পেরে কথা না বাড়িয়ে আমার সাথে চলে এলেন।

(৪) এই সময় আমি একদিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে ফার্সীতে লেখা 'তারীখে ফিরিশতা' নামক বিশাল গ্রন্থটি পড়তে থাকি। সেখানে ২৩ পৃষ্ঠায় গিয়ে পেলাম, 'সুলতান মাহমূদ একজন আহলেহাদীছ বিদ্বান ছিলেন'। লেখাটি ফটো করে আমি যখন সন্ধ্যার পর স্যারের বাসায় গিয়ে দেখালাম, তিনি তাজ্জব হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। অতঃপর বললেন, গবেষক বটে! আমি কোন দিন এটা ভাবিনি। আমি বললাম, স্যার আপনি ১৯৮৫ সালে কমনওয়েলথ স্কলারশিপের বাছাই পরীক্ষার সময় আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আহলেহাদীছ কি সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভীর তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া আন্দোলনের একটি বিচ্ছিন্ন উপদল নয়? আমি আপনার মতের বিরোধিতা করে জবাব দিয়েছিলাম। আজকে তার একটি প্রমাণ পেলেন তো? স্যার প্রাণখোলা হাসির সাথে আমাকে দো'আ করলেন।

উল্লেখ্য যে, গযনীর সুলতান মাহমূদ (৩৬১-৪২১ হি.) একজন উঁচুদরের হানাফী আলেম ছিলেন। তাঁর রচিত 'আত-তাফরীদ' বইটি হানাফী ফিক্বহের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। একদা নিজ দরবারে ইমাম ক্বাফফাল মারওয়াযীর নিকটে তিনি হানাফী ও শাফেঈ উভয় মাযহাবের ছালাতের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন এবং ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক প্রমাণিত হওয়ায় তিনি সঙ্গে সঙ্গে 'শাফেঈ' মাযহাব গ্রহণ করেন। ছহীহ হাদীছকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে ঐতিহাসিক ফিরিশতা সুলতান মাহমূদ সম্পর্কে বলেন, از ائمه اهل حديث بود 'তিনি 'আহলেহাদীছ' বিদ্বানগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন' *(তারীখে ফিরিশতা ১/২৩; থিসিস ২৪১ পৃ.)*।

ঐতিহাসিক ফিরিশতা তাঁকে শাফেঈ বলেননি। বরং 'আহলেহাদীছ' বলেছেন। কারণ শাফেঈরা ছহীহ তরীকায় ছালাত আদায় করেন তাদের ইমামের প্রতি আনুগত্যের কারণে। কিন্তু আহলেহাদীছগণ ছহীহ তরীকায় ছালাত আদায় করেন ছহীহ হাদীছের প্রতি আনুগত্যের কারণে। উভয়ের নিয়ত সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। তাই বিষয়টি সত্যসন্ধ ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষণীয়।

(৫) ১৯৯২ সালের নভেম্বরে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' উদ্বোধন করার পর এর দোতলায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর উপর একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেখানে তিনি উক্ত বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আমার থিসিসের সুপারভাইজর রাবি ইসলামের ইতিহাসের প্রফেসর ড. এ.কে.এম. ইয়াকূব আলী (পরবর্তীতে প্রফেসর এমিরেটাস), ইসলামিক স্টাডিজের প্রফেসর ড. এফ.এম.এ.এইচ. তাক্বী (পরবর্তীতে কলা অনুষদের ডীন) এবং অন্যান্য শিক্ষক ও সূধীবৃন্দ।

(৬) ১৯৯৩ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারীতে রাবির আই.বি.এস-এর এক সেমিনারে তিনি 'ইমাম গাযালীর রাজনৈতিক দর্শন'-এর উপর ১১ পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেমিনার শেষে তিনি 'লেটার টাইপ'কৃত ফুল স্কেপ সাইজের উক্ত প্রবন্ধটি আমাকে দেন। যা আমরা আমাদের মাসিক 'আত-তাহরীক' জুলাই ২০২০, ২৩/১০ সংখ্যায় কিছু সংশোধনী সহ প্রকাশ করি। অতঃপর সংখ্যাটি তাঁর নিকটে সৌজন্য কপি প্রেরণ করি। তাতে তিনি অত্যন্ত খুশী হয়ে ফোন করেন ও প্রাণখোলা দো'আ করেন।

(৭) এরপর ১৯৯৩ সালের ৪ঠা এপ্রিল রাবির আই.বি.এস-এর এক সেমিনারে তিনি 'দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সংস্থা : সার্ক-এর স্বরূপ ও সম্ভাবনা' বিষয়ে ৩৫টি রেফারেন্স বিশিষ্ট 'লেটার টাইপ'কৃত ফুল স্কেপ সাইজের ৯ পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর আব্দুর রহীম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রবন্ধের বাইরে

প্রশ্নোত্তরের সময় তিনি কতগুলি মূল্যবান কথা বলেছিলেন। যেমন (১) Diplomacy হ'ল কৌশল। সেটা বলে ফেললে Politics হয়ে যায়। (২) দল না থাকলে Politics হয় না এবং নেতৃত্ব হয় না। (৩) Politics-এর প্রথম পর্যায় হ'ল দলীয় রণনীতি। দ্বিতীয় পর্যায় হ'ল রাজনীতি। যা নির্ভর করে জনগণের গ্রহণযোগ্যতার উপর। রণনীতি ও জাতীয় স্বার্থ মিলিত হয়ে রাজনীতি তৈরী হয়। (৪) ভারতীয় কৌটিল্যবাদী শাসকরা যেহেতু কূটিল নীতির ভিত্তিতে দেশ শাসন করতে চেয়েছিল, সেহেতু একে কূটনীতি বলা হয়। তাই পরিভাষাটি গ্রহণযোগ্য নয়। একে কৌশলনীতি বলা উচিৎ।

প্রবন্ধের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করে (১) সেমিনারের সভাপতি বলেন, প্রবন্ধটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, চিন্তামূলক, সারগর্ভ ও তথ্যবহুল হয়েছে (২) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ড. ইয়াকূব আলী বলেন, ১৯৮৫-১৯৯৩ পর্যন্ত আমরা সার্কের কোন অগ্রগতি লক্ষ্য করিনি। কারণ ছিল ভারতের মুরব্বীয়ানা। এটা না ছাড়লে সার্ক অদূর ভবিষ্যতে শেষ হয়ে যাবে (৩) দর্শন বিভাগের প্রফেসর ড. শাহজাহান বলেন, প্রবন্ধটি আমার কাছে অদ্ভূত লেগেছে। তিনি কূটনীতির বদলে কৌশলনীতি ব্যবহার করেছেন সম্ভবতঃ কুরআনের 'হিকমত' শব্দ থেকে। এছাড়াও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, আই.বি.এস-এর শিক্ষক প্রফেসর ড. যয়নুল আবেদীন, হিসাব বিজ্ঞানের প্রফেসর ড. অভিনব সাহা।

উত্তর দেওয়ার পর্বে প্রবন্ধ পাঠক প্রফেসর মুঈনুদ্দীন আহমাদ খান বলেন, আমার প্রবন্ধটি ইবনু খালদূন-এর আলোকে প্রাচ্য বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা। পাশ্চাত্যের আলোকে নয়। Western political science যা এদেশে পড়ানো হচ্ছে, তা পাশ্চাত্যের মেকিয়াভেলী দর্শনের অনুসারী। যার বক্তব্য ছিল, 'রাজাকে হ'তে হবে সিংহের মত সাহসী এবং শিয়ালের মত ধূর্ত'। তিনি বলেন, যারা Political science পড়েন, তারা Diplomacy পড়েন না। তিনি বলেন, সার্ক (SAARC) হ'ল রাষ্ট্রপ্রধানদের সংস্থা। এর দ্বারা জনগণের কি উপকার হচ্ছে তার সম্ভাবনা দেখতে হবে। আমি এখনও কোন সম্ভাবনা দেখছিনা। কারণ রাষ্ট্রপ্রধানরা হ'লেন Diplomacy-এর আধার। সার্কের উদ্যোক্তা বাংলাদেশ। ভারত যেন কিছুটা বাধ্য হয়ে এখানে এসেছে। ভারত যখন নিজের সম্পদের সীমাবদ্ধতা বুঝবে, তখনই সার্কের সম্ভাবনা আছে। এতে ভারতে গরীবদের উন্নতি হবে। ভারত মহাসাগরকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে ভারত যে অর্থ ব্যয় করছে, সার্কের চেতনা বাস্তবায়িত হ'লে সে অর্থ তার জনগণের স্বার্থে ব্যয় করতে পারত। সার্কের অগ্রগতির উপর আমি কিছু বলিনি এ কারণে যে, এখানে ভারতই হ'ল মূল ফ্যাক্টর। কমন মার্কেট হ'লে ভারত কিছু লাভবান হবে। তবে বাকী দেশগুলি শোষিত হবে। সার্কের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক সমস্যার কোন সমাধান নেই। অথচ সেটাই আমাদের প্রধান সমস্যা। তিনি বলেন, ক্রিয়েটিভিটির দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জুজুর ভয় দেখানো একটি আন্তর্জাতিক চক্রান্ত। 'মৌলবাদ' এটাও একটি জুজু। স্বাধীন দেশ হিসাবে এর কারণ উদ্ঘাটন করা উচিৎ। বধ করার চিন্তা অধীন রাষ্ট্রের চিন্তা থেকে উৎসারিত। যেমন বৃটিশ শক্তি সিপাহী বিদ্রোহ দমন করেছিল। কেউ এক্সিডেন্ট করলে বুদ্ধিমান লোকেরা সেখানে না দাঁড়িয়ে ঝামেলা এড়ানোর অজুহাতে দূরে চলে যায়। কিন্তু রিক্সাওয়ালা তাকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যায়। অতএব মূল বিষয় হ'ল, মানবপ্রেম। ভারতের মধ্যে সেটা নেই। তিনি বলেন, সার্ক ১৭টি স্টাডি গ্রুপ তৈরী করেছে। কিন্তু তা না করে গবেষকদের গ্রুপ তৈরী করা উচিৎ ছিল। মূলতঃ 'স্টাডি গ্রুপ' না বলে 'কূটনীতিক গ্রুপ' বলাই ভাল। দেখবেন এইসব গ্রুপে কেবল ঝানু কূটনীতিকরা রয়েছেন। কিন্তু কোন বিদগ্ধ 'প্রফেসর' নেই। কারণ এইসব গ্রুপ প্রত্যেক রাষ্ট্রপ্রধানের গ্রহণযোগ্য সমাধান পেশ করে থাকে। আমি মনে করি সার্ক জাতিসংঘের ন্যায় একটি রাষ্ট্রপুঞ্জ। যার কোন সার্বভৌম ক্ষমতা নেই।

তিনি বলেন, দেশের সমস্যা দেশের মানুষের স্বাধীন চিন্তার আলোকে করতে হবে, অন্যের চিন্তার আলোকে নয়। যেমন বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র সংযোজন ১৯৩৫ সালের ভারতীয় শাসন সংবিধানের আলোকে করা হয়েছে। অতএব ওয়াসার পানি দিয়ে নয়, টিউবওয়েলের পানি দিয়ে চিন্তাধারাকে ছাফ করতে হবে। তিনি মন্তব্য করেন, দেশে চাকরীর অর্থনীতি সৃষ্টি হয়েছে। স্বাবলম্বী হওয়ার অর্থনীতি নয়। চাকরী করলে তিনি হন 'ছাহেব'। আর চাষ করলে তিনি হন 'চাষা' *(সূত্র : সেমিনারে উপস্থিত লেখকের নিজস্ব নোট থেকে)*।

(৮) রাবিতে বিভাগীয় কাজ সেরে ২৮.৮.১৯৯৪ তারিখে ঢাকা যাওয়ার পথে বিমানে তিনি আমাকে পেয়ে খুবই খুশী হন। অতঃপর আমাকে তাঁর টাইপকৃত কয়েকটি প্রবন্ধ হস্তান্তর করেন। যেমন (১) বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ : উৎপত্তি, স্বরূপ ও সম্ভাবনার পুনর্মূল্যায়ন (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮)। (২) ইবনে খালদূন (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২, ১৬০টি রেফারেন্স সম্বলিত)। (৩) আবু নাছর আল-ফারাবী (পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪, ৫৯টি রেফারেন্স সম্বলিত)। (৪) আল-কুরআনের দৃষ্টিতে মানব সৃষ্টিতত্ত্ব : মানুষের পরিচয় (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫)। (৫) আল-কুরআনের দৃষ্টিতে বিশ্বজগত : বিশ্বের উৎপত্তি-সৃষ্টিবাদ (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮)।

(৯) ১৯৯৬ সালে বই আকারে আমাদের থিসিসটি বের হওয়ার খবরে খুশী হয়ে তিনি যে মূল্যবান বাণী প্রদান করেন, তা আমরা প্রকাশিত থিসিসের প্রথমে সন্নিবেশিত করি। বিদগ্ধ পাঠক তা পড়লেই বুঝতে পারবেন তাঁর জ্ঞানের গভীরতা এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ধারণা।

(১০) আমাদের বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমায় তাঁকে একবার আমরা দাওয়াত দেই। সেখানেও তিনি লিখিত ভাষণ

দিয়েছিলেন এবং ‘আহলেহাদীছ আন্দোলনে’র ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। তিনি আমাকে নিয়ে চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে জনসভা করবেন বলে আবেগ প্রকাশ করেছিলেন।

(১১) মাসিক ‘আত-তাহরীক’ ১৯৯৯-এর জানুয়ারী সংখ্যা দরসে কুরআন কলামে ‘মা‘রেফতে দ্বীন’ নামে আমার যে প্রবন্ধটি বের হয়, তাতে মা‘রেফতী ছূফীদের আঁতে ঘা লাগে। তারা গিয়ে স্যারকে ধরেন। তখন তিনি বাধ্য হয়ে আমাকে ফোন করেন। জবাবে আমি যা বলার তা বললাম। তিনি বললেন, আপনাদের জিহাদে আমিও শরীক রইলাম।

(১২) সবশেষে গত বছরের মার্চে করোনাকালে চট্টগ্রামে অবস্থানরত রাবির ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর বন্ধুবর ড. মুহিব্বুল্লাহ ছিদ্দীকীর সাথে যোগাযোগ হ’লে আমরা তাঁর ও স্যারের নামে মার্চ ২০২০ সংখ্যা আত-তাহরীক সৌজন্য কপি পাঠিয়ে দেই। সাথে ‘এক্সিডেন্ট’ ও ‘বিবর্তনবাদ’ বই দু’টি সহ আরও কিছু বই পাঠাই। তিনি সম্পাদকীয়গুলি পড়ে খুবই খুশী হন এবং আমার বড় ছেলের মোবাইলের মাধ্যমে আমার নিকট ভূয়সী প্রশংসা করেন। এভাবে তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত গত কয়েক মাসের মধ্যে তিন বার ফোন করেন। প্রতিবারই তিনি আমাদের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন ও প্রাণভরা দো‘আ করেন। এর মধ্যে গত ৮ই সেপ্টেম্বর ২০২০ তিনি বহুক্ষণ ধরে আমাদের আন্দোলনের অগ্রগতিতে অনেক মূল্যবান পরামর্শ দেন। অতঃপর একদিন তিনি ‘বিবর্তনবাদ’ বইটি দশ কপি চেয়ে পাঠান। আমরা গত ১৮ই নভেম্বর ‘বিবর্তনবাদ’ ও ‘এক্সিডেন্ট’ বই প্রতিটি দশ কপি করে তাঁর নামে সৌজন্য পাঠাই। পরে তিনি ফোন করে ধন্যবাদ জানান এবং আমাকে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক সংকলিত ও তাঁর অনূদিত ‘আল-ছহীফাহ আল-ছহীহাহ’ বইটি পাঠাবেন বলে ওয়াদা করেন। যেটি তাঁর প্রিয় ছাত্র ও আমাদের সহকর্মী প্রফেসর ড. মুহিব্বুল্লাহ ছিদ্দীকী গত ৮ই মার্চ ২০২১ তারিখে তাঁর নিজের একটি বইয়ের সাথে স্যারের উপরোক্ত বইটি পাঠিয়ে দেন। আজ তাঁর হঠাৎ মৃত্যুর পর এই উদারমনা মানুষটির জন্য আমরা প্রাণখোলা দো‘আ করছি, আল্লাহ যেন তাঁর সকল গোনাহ-খাতা মাফ করেন ও জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দান করেন- আমীন!

ST মেসার্স সুমন ট্রেডার্স

প্রোঃ মোঃ জনাব আলী

M ০১৭১৫-৬৫১৭৫৭
G ০১৯১৯-৯৩৫৯৮৪
S ০১৭১১-৯৩৫৯৮৪

এখানে খেজুর, কিসমিস, কাঠবাদাম, কাজুবাদাম, পেসতা বাদাম দারুচিনি, লবঙ্গ, জিরা, এলাচ, ধনিয়া, মহুরী, কালোজিরা, মেথি আমলা, তেজপাতা প্রভৃতি খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

দোকান নং ৩৯-৪০, আর.ডি.এ মার্কেট, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন- ০১৭৮২ ৪৬৪০৯৮

১০০% খাঁটি মৌচাক মধু, কালোজিরা তেল এবং ভাল মানের বিদেশী জয়তুন তেল পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

বি.এস.টি.আই অনুমোদিত লাইসেন্স নং রাজশাহী-৫৫১৮

যোগাযোগ

লাইফ এন্টারপ্রাইজ
শালবাগান, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ
প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ।
মোবাইল : ০১৭১৪-৯২৯৯৭৭

দেশের প্রতিটি যেলা, উপযেলা ও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে

আমর ইবনু আবাসা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

আমর ইবনু আবাসা (রাঃ) মদীনায় রাসূল (ছাঃ)-এর হিজরত পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করেন। যিনি প্রথমে মক্কায় গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে তাঁর আগমন সম্পর্কে এবং তিনি কি বিধান নিয়ে এসেছেন সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করেন। রাসূল (ছাঃ) ঐ ছাহাবীর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেন। এ সম্পর্কেই নিম্নের হাদীছ।-

ইকরিমাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, শাদ্দাদ (রহঃ), আবূ উমামাহ ও ওয়াসিলাহ (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছে এবং সিরিয়ায় আনাস (রাঃ)-এর সাহচর্য লাভ করেছে এবং তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও গুণগান করেছে। আবূ উসামাহ (রাঃ) বলেন, আমর ইবনু আবাসাহ আস-সুলামী (রাঃ) বলেছেন, আমি জাহিলী যুগে ধারণা করতাম যে, সব লোকই পথভ্রষ্ট ও তাদের কোন ধর্ম নেই। তারা দেব-দেবীর পূজা করত। এ অবস্থায় আমি শুনতে পেলাম যে, মাক্কায় জনৈক ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করেছেন। আমি আমার বাহনে উপবিষ্ট হয়ে তাঁর নিকট এসে দেখলাম যে, তিনি নিজেকে জনসমাগম থেকে সরিয়ে রাখেন, তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে অত্যাচার-নির্যাতন করে। আমি কৌশলে মাক্কায় তাঁর নিকট প্রবেশ করলাম।

আমি তাঁকে বললাম, আপনি কে? তিনি বলেন, আমি একজন নবী। আমি বললাম, নবী কি? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি বললাম, তিনি আপনাকে কোন জিনিস দিয়ে পাঠিয়েছেন? তিনি বলেন, তিনি আমাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখতে, মূর্তিসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে, আল্লাহ এক বলে ঘোষণা করতে এবং তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক না করতে পাঠিয়েছেন। আমি তাঁকে বললাম, এ ব্যাপারে আপনার সাথে কারা আছে? তিনি বলেন, স্বাধীন ও দাসেরা। বর্ণনাকারী বলেন, সেকালে তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর ওপর ঈমান আনয়নকারী আবু বকর (রাঃ), বিলাল (রাঃ) প্রমুখ।

আমি বললাম, আমিও আপনার অনুসারী হ'তে চাই। তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে তুমি তাতে সক্ষম হবে না। তুমি কি আমার অবস্থা এবং (ঈমান আনয়নকারী) অন্যদের অবস্থা দেখছ না? বরং তুমি তোমার পরিবারে ফিরে যাও, যখন তুমি শুনতে পাবে যে, আমি বিজয়ী হয়েছি তখন আমার নিকট এসো। বর্ণনাকারী বলেন, তাই আমি আমার পরিবারের কাছে ফিরে এলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় আগমন করলেন, আমি তখন আমার পরিবারের সাথে ছিলাম। তিনি মদীনায় আসার পর থেকে আমি খবরাখবর নিতে থাকলাম এবং লোকজনের নিকট জিজ্ঞেস করতে থাকলাম। শেষে আমার নিকট ইয়াছরিব-এর একদল লোক অর্থাৎ একদল মদীনাবাসী এলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, যে ব্যক্তি মাদীনায় এসেছেন তিনি কি করেন? তারা বলেন, লোকজন অতি দ্রুত তাঁর অনুসারী হচ্ছে, অথচ তাঁর জাতি তাঁকে হত্যা করতে বদ্ধ পরিকর, কিন্তু তারা তাতে সক্ষম হয়নি।

অতএব আমি মদীনায় এসে তাঁর নিকট প্রবেশ করলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তুমি তো মক্কায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি আরো বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! আল্লাহ আপনাকে যা শিখিয়েছেন এবং যে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ তা আমাকে শিক্ষা দিন, আমাকে ছালাত সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন, ফজরের ছালাত আদায় কর, অতঃপর সূর্য উদিত হয়ে উপরে না ওঠা পর্যন্ত ছালাত থেকে বিরত থাক। কারণ সূর্য উদিত হওয়ার সময় শয়তানের দু'শিং-এর মাঝখান দিয়ে উদিত হয় এবং তখন কাফেররা সূর্যকে সিজদা করে। অতঃপর তীরের ছায়া তার সমান না হওয়া পর্যন্ত তুমি ছালাত আদায় কর। কারণ এ ছালাতে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন। অতঃপর ছালাত থেকে বিরত থাক, কারণ তখন জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয়। অতঃপর সূর্য যখন ঢলে যায় তখন থেকে ছালাত আদায় কর এবং আছরের ছালাত আদায় করা পর্যন্ত ফেরেশতা উপস্থিত থাকেন। অতঃপর সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত ছালাত থেকে বিরত থাক। কারণ তা শয়তানের দু'শিং-এর মাঝখান দিয়ে অস্ত যায় এবং তখন কাফেররা সূর্যকে সিজদা করে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! ওযূ সম্পর্কে আমাকে বলুন। তিনি বলেন, তোমাদের যে কোন ব্যক্তির নিকট ওযূর পানি পেশ করা হ'লে সে যেন কুলি করে, নাকে পানি দিয়ে তা পরিস্কার করে, এতে তার মুখমণ্ডলের ও নাক গহবরের সমস্ত পাপ ঝরে যায়। অতঃপর যখন সে আল্লাহ্র নির্দেশ মতো মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন পানির সাথে তার মুখমণ্ডল থেকে, এমনকি দাড়ির আশপাশের সমস্ত পাপ ঝরে যায়। অতঃপর তার দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধোয়ার সাথে সাথে তার আঙ্গুলসমূহ থেকে পানির সাথে গুনাহসমূহ ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন তার পদদ্বয় ধৌত করে তখন তার আঙ্গুলসমূহ দিয়ে তার পাপসমূহ ঝরে যায়। অতঃপর সে যদি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করে, আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করে, তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা বর্ণনা করে এবং আল্লাহ্র জন্য নিজের অন্তরকে পৃথক করে নেয় তাহ'লে সে তার জন্মদিনের মতো গুনাহমুক্ত হয়ে যায়।

আমর ইবনু আবাসাহ (রাঃ) এ হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবী আবূ উমামাহ (রাঃ)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি তাকে বলেন, হে আমর ইবনু আবাসাহ! লক্ষ্য করুন আপনি বলেছেন, এক স্থানেই লোকটিকে এত ছওয়াব দেয়া হবে! আমর (রাঃ) বলেন, হে আবূ উমামাহ! আমি বার্ধক্যে পৌঁছে গেছি, আমার হাড়গোড় দুর্বল হয়ে গেছে এবং আমার মৃত্যু সন্নিকটে।

এ অবস্থায় আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি মিথ্যারোপে আমার কি ফায়দাহ? আমি যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এ হাদীছ একবার, দু'বার, তিনবার, এমনকি সাতবার গুণতাম তাহ'লে কখনো তা বর্ণনা করতম না। কিন্তু এর অধিক সংখ্যক বার তাঁর নিকট শুনেছি *(মুসলিম হা/১৮১৫)*।

শিক্ষা :

১. *ফজর ছালাতের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে কোন নফল ছালাত নেই।*
২. *ওযূর মাধ্যমে মুখমণ্ডল ও নাকের সমস্ত ছগীরা গোনাহ ঝরে যায়।*
৩. *একনিষ্ঠভাবে ছালাত আদায়ের মাধ্যমে মুছল্লী নবজাতকের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যায়।*
৪. *হাদীছ বর্ণনায় ছাহাবীগণ সর্বোচ্চ সতর্ক ও সজাগ ছিলেন।*

-মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

তরমুজের উপকারিতা ও পুষ্টিগুণ

তরমুজের উপকারিতা ও পুষ্টিগুণ প্রচুর। তরমুজের পুষ্টিগুণ বেশি থাকায় সকলের কাছে প্রিয় ফল। তরমুজে শতকরা প্রায় ৯২ ভাগ পানি রয়েছে। যা আমাদের দেহের পানির চাহিদা মিটিয়ে শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখে। এতে ভিটামিন এ, সি, বি ও বি-২ থাকায় প্রয়োজনীয় ভিটামিন এখান থেকে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালীন ফল হওয়ায় এটি শরীরের পানির চাহিদা পূরণ করে।

তরমুজের পুষ্টিগুণ : তরমুজের অনেক পুষ্টিগুণ রয়েছে। নিম্নে তরমুজের পুষ্টিগুণ দেওয়া হ'ল-

প্রতি ১০০ গ্রাম পাকা তরমুজে রয়েছে পানি- ৯২ থেকে ৯৫ গ্রাম, আঁশ ০.২ গ্রাম, আমিষ ০.৫ গ্রাম, চর্বি ০.২ গ্রাম, ক্যালোরি ১৫ থেকে ১৬ মি.গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১০ মি.গ্রাম, আয়রণ ৭.৯ মি.গ্রাম, কার্বহাইড্রেট ৩.৫ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ০.২ গ্রাম, ফসফরাস ১২ মিলিগ্রাম, নিয়াসিন ০.২ মিলিগ্রাম। তাছাড়া ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন বি ও ভিটামিন বি-২ রয়েছে।

তরমুজের উপকারিতা : সকলের কাছে প্রিয় ফল তরমুজ খেতে যেমন সুস্বাদু তেমনি এর উপকারিতাও অনেক। গ্রীষ্মকালে নিয়মিত তরমুজ খেলে শরীরের শক্তি বৃদ্ধি পায়। নিম্নে তরমুজের উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করা হলো।

১. শক্তি বৃদ্ধি করে : যারা শারীরিকভাবে দুর্বল তাদের জন্য তরমুজ প্রাকৃতিক ওষুধ হিসাবে খুব ভাল কাজ করে। এই ফল শারীরিক শক্তি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। নিয়মিত তরমুজ খেলে শরীরের শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পায়। বয়স বাড়লে শরীরের শক্তি হ্রাস পায়, তাই মৌসুমে বেশী করে তরমুজ খেলে শরীরের শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

২. পানিশূন্যতা দূর করে : তরমুজে প্রচুর পরিমাণ পানি আছে। গরমের সময় যখন ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি বের হয়ে যায়, তখন তরমুজ খেলে শরীরের পানিশূন্যতা দূর হয়। ফলে শরীর সুস্থ ও সতেজ থাকে।

৩. **ত্বক সজীব রাখে :** তরমুজে বিদ্যমান ভিটামিন সি ত্বককে সজীব রাখে। পাশাপাশি ত্বকের যে কোন সংক্রমণ প্রতিরোধে সহায্য করে। লাইকোপিনসহ বিভিন্ন উপাদানে সমৃদ্ধ তরমুজ খাওয়ার অভ্যাসে মুখে সহজে ভাঁজ বা বলিরেখা পড়ে না।

৪. চোখ ভাল রাখে : তরমুজে রয়েছে প্রচুর ক্যারোটিনয়েড। তাই নিয়মিত তরমুজ খেলে চোখ ভাল থাকে এবং চোখের বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ক্যারোটিনয়েড রাতকানা প্রতিরোধেও কার্যকরী ভূমিকা রাখে। যারা রাতকানা রোগে ভুগছেন তারা নিয়মিত তরমুজ খাওয়ার অভ্যাস করলে মূল্যবান চোখ দীর্ঘদিন ভাল থাকবে।

৫. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ : তরমুজে থাকা ম্যাগনেশিয়াম ও পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। ম্যাগনেশিয়াম ও পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং প্রয়োজনীয় ভিটামিনের চাহিদা পূরণ করে।

৬. কিডনি সুস্থ রাখে : তরমুজের রস কিডনির বর্জ্য মুক্ত করে। তাই কিডনিতে পাথর হ'লে চিকিৎসকগণ ডাবের পানির পাশাপাশি নিয়মিত তরমুজ খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাছাড়া তরমুজে প্রচুর পরিমাণে পানি থাকায় কিডনি সচল রাখতে তরমুজ ভাল ভূমিকা পালন করে।

৭. শরীরের চর্বি কমায় : তরমুজে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে এমাইনো এসিড, যা শরীরের কোলেস্টরেল ও চর্বি কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া তরমুজে রয়েছে এন্টি অক্সিডেন্ট, যা শরীরের জমে থাকা কোলেস্টরেল কমাতে সহায়তা করে।

৮. ব্যথা নিরাময় ও শরীরের টিস্যু সুরক্ষা : ব্যথা নিরাময় ও শরীরের টিস্যু সুরক্ষায় তরমুজে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিনি সি, যা শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত, ব্যথা নিরাময়ে এবং ত্বক, দাঁত ও মাংসপেশীর সুরক্ষায় প্রতিষেধক। ভিটামিন সি শরীরের জন্য খুব প্রয়োজন। এই ভিটামিন মানব দেহে জমা থাকে না। তাই নিয়মিত তরমুজ খেয়ে ভিটামিনের চাহিদা পূরণ করা যায়।

৯. স্নায়ু ও মাংসপেশী সুরক্ষায় : তরমুজে আছে প্রচুর পরিমাণ পটাশিয়াম। এটি প্রাকৃতিকভাবে শরীরে ইলেকট্রো পাওয়ার তৈরি করে, যা শরীরের মাংসপেশী ও স্নায়ু সুরক্ষায় অত্যন্ত কার্যকর।

১০. হৃদযন্ত্রে রক্ত সঞ্চালন : সঠিকভাবে হৃদযন্ত্রে রক্তপ্রবাহ মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তরমুজ হৃদযন্ত্রে সঠিকভাবে রক্তপ্রবাহে সহায়তা করে। ফলে হৃদযন্ত্রে ব্লক হওয়ার প্রবণতা অনেকটা হ্রাস পেয়ে থাকে।

১১. হাড় মযবূত করে : তরমুজ লাইকোপিনো নামক লাল উপাদান যাতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম। তাই তরমুজ হাড় গঠন ও মযবূত করতে অত্যন্ত সহায়ক।

॥ সংকলিত ॥

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

স্কোয়াশ চাষে অভাবনীয় সাফল্য

বিদেশী সবজি স্কোয়াশ চাষ শুরু হয়েছে নরসিংদীর মনোহরদীতে। কৃষি বিভাগের সহায়তায় প্রথমবার ভাল ফলন পেয়ে খুশি নরসিংদী জজকোর্টের অ্যাডভোকেট মুহাম্মাদ আলমগীর হোসাইন। পেশায় একজন আইনজীবী হ'লেও নরসিংদীতে স্কোয়াশ চাষে অন্যদের পথ দেখাচ্ছেন তিনি।

উপযেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, স্কোয়াশ মূলত ইউরোপীয় দেশগুলোর শীতকালীন সবজি। এটি সুস্বাদু ও জনপ্রিয় সবজি হিসাবে বিদেশীদের কাছে অনেক আগে থেকেই পরিচিত। বেলে দো-আঁশ মাটিতে স্কোয়াশ চাষ ভাল হয়। বর্তমানে দেশে স্কোয়াশ একটি উচ্চমূল্যের ফসল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই সবজির চাষাবাদ বাড়ছে। প্রতিটি স্কোয়াশ গাছ রোপণের পর থেকে প্রায় আড়াই মাসে ১৪ থেকে ১৫টির মত ফল ধরে। এটি অনেকটা আমাদের দেশের বাঙ্গির মত দেখতে ও মিষ্টি কুমড়ার মত সবুজ। এই সবজির আদি নিবাস অস্ট্রেলিয়ায়। স্কোয়াশ নরসিংদীর মনোহরদী উপযেলায় প্রথমবারের মত চাষ শুরু হ'লেও বাযারে এর চাহিদা ও দাম ভাল হয়েছে।

আলমগীর হোসাইন বলেন, গতানুগতিক কৃষি থেকে কৃষকদের দৃষ্টি পরিবর্তন করে আধুনিক এবং লাভজনক কৃষিতে প্রবর্তন করার জন্য স্কোয়াশ চাষে আগ্রহী হই। 'বদলে যাও বদলে দাও' স্লোগানে 'সুদৃষ্টি অ্যাগ্রো' নামের একটি প্রকল্প হাতে নিয়ে ৪০ শতাংশ জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে স্কোয়াশ রোপণ করি। এই সবজির ফলন অনেক ভাল হয়। বীজ বপনের ৪৫ থেকে ৫০ দিনেই বাযারজাত করা যায়। প্রায় এক ফুট লম্বা একেকটি স্কোয়াশ দুই থেকে তিন কেজি ওযনের হয়। প্রতিটি স্কোয়াশের ওযন প্রায় এক কেজি হ'তেই স্থানীয় বাযারে বিক্রি শুরু করি। বর্তমান বাযারে স্কোয়াশ ২৫ থেকে ৩০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। ৪০ শতাংশ জমিতে সবজির পরিচর্যা, বীজ ও সার ক্রয়সহ এখন পর্যন্ত প্রায় ৫০ হাযার টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু সে তুলনায় লাভ অনেক বেশি। এখন পর্যন্ত এক লাখ ৩০ হাযার টাকার ফসল বিক্রি হয়েছে। বাযার ভাল থাকলে দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

তিনি আরো বলেন, তার ক্ষেতটি বিষমুক্ত। আধুনিক মালচিং পদ্ধতিতে চাষাবাদ করায় পোকা-মাকড় থেকে রক্ষা করতে কীটনাশক প্রয়োগের প্রয়োজন হয়নি। এলাকায় এই সবজি নতুন হওয়ায় প্রতিদিন তার ক্ষেত দেখতে আসছে অনেকেই। পরামর্শ নিচ্ছেন স্কোয়াশ চাষের। লাভজনক হওয়ায় অনেকেই আগ্রহ দেখাচ্ছে স্কোয়াশ চাষে।

উপযেলা কৃষি কর্মকর্তা আয়েশা আখতার বলেন, স্কোয়াশ সবজি হিসাবে খুবই ভাল এবং ফলনও খুব বেশী হয়। অল্প জায়গায় ও কম পরিশ্রমে অধিক লাভজনক একটি সবজি। স্কোয়াশ চাষ বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।

পুষ্টিগুণ সম্পর্কে তিনি বলেন, এটি কুমড়ার মত সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হ'লেও এর খাদ্য ও পুষ্টিগুণ কুমড়ার চেয়ে অনেক বেশি। স্কোয়াশ শরীরে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও বিটা ক্যারোটিন সরবরাহ করে। এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। বিশেষ করে ডায়াবেটিস, ক্যান্সার ও হৃদরোগীদের জন্য খুবই উপকারী।

চাষ পদ্ধতি :

বিদেশী সবজি স্কোয়াশ বিগত কয়েক বছর থেকে বাংলাদেশে চাষ হচ্ছে। এটি দেখতে অনেকটা শশার মত মনে হয়। কিন্তু আকার-আকৃতি একটা বড় মিষ্টি কুমড়ার সমান পর্যন্ত হ'তে পারে। বারি স্কোয়াশ-১ একটি উচ্চ ফলনশীল জাত।

স্কোয়াশ চাষের জন্য বেলে-দোআঁশ মাটি বেশ উপযুক্ত। বসতবাড়ি ও চরেও এর আবাদ সম্ভব। শীতকালীন চাষাবাদের জন্য সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বীজ বপন করতে হয়। তবে আগাম শীতকালীন ফসলের জন্য আগস্ট মাসের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বর মাসে জমিতে সরাসরি বীজ বপন করা হয়। শতক প্রতি ১০ গ্রাম বীজ লাগতে পারে।

সার প্রয়োগ ও সেচ :

চারা রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে মাদা প্রতি গোবর ১০ কেজি, টিএসপি ৬০ গ্রাম, এমওপি ৫০ গ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ৮ গ্রাম। চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর মাদা প্রতি ৩০ গ্রাম ইউরিয়া ও ২৫ গ্রাম এমওপি প্রয়োগ করতে হয়। অতঃপর চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর মাদা প্রতি ২৫ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।

সাধারণত স্কোয়াশে সার দেওয়ার পর হালকা সেচ দিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। স্কোয়াশ গাছ সপ্তাহে ২ ইঞ্চি পানি শোষণ করে থাকে। তাই প্রয়োজনে সেচ প্রদান করতে হবে।

মালচিং : স্কোয়াশ চাষে মালচিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। চারা টিকে গেলেই গোড়ার চারপাশে মালচিং করলে তাপমাত্রা ঠিক থাকে এবং মাটি আর্দ্রতা ধরে রাখে। বিষয়টি স্কোয়াশের ফলন আগাম ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

অন্যান্য পরিচর্যা ও করণীয় :

জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। গাছের গোড়ার দিকে বের হওয়া ছোট ছোট শোষক শাখা ভেঙ্গে দিতে হবে। শোষক শাখা গাছের বৃদ্ধিতে বাধা দেয় ও ফলন কমিয়ে দেয়। চারা বের হওয়া থেকে ৫ দিন পর পর সাদা মাছি বা জাব পোকা দমন করতে হবে।

মাছি পোকা দমনে সেক্স ফেরোমন ট্র্যাপ ব্যবহার করতে হবে। কৃত্রিম পদ্ধতিতে পুরুষ ফুলের রেণু স্ত্রী ফুলের উপর ছড়িয়ে দিলে উৎপাদন বাড়বে।

বীজ রোপণের অল্প দিনের মধ্যেই গাছ বেড়ে ওঠে এবং রোপণের ৩৫-৪০ দিনের মধ্যেই গাছে ফুল আসে। পরাগায়ণের ১০-১৫ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ করতে হবে। বীজ লাগানো থেকে ফল তুলতে সময় লাগে দুই থেকে আড়াই মাস। ৫৫-৬০ দিনের ভিতর স্কোয়াশ বাযারজাত করা যায়।

একটি গাছে গড়ে ১২-১৬ কেজি ফল হয়। এক বিঘা জমিতে হয় প্রায় ২৪,০০০ কেজি। কোন কোন সময় ফলের সাইজের উপর মোট উৎপাদন কম-বেশি হ'তে পারে। প্রতি বিঘা জমিতে স্কোয়াশ উৎপাদনের জন্য খরচ হয় ৯-১০ হাযার টাকা। কিন্তু ১ বিঘা জমি থেকে মুনাফা হয় ৬০-৭০ হাযার টাকা।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

ফিরিয়ে আনো ইসলামী সভ্যতা

মুহাম্মাদ আহসান, বংশাল, ঢাকা।

নগ্নতা এখন সমুদ্র তলদেশ কাঁপানো সুনামী
ধেয়ে আসা উৎক্ষিপ্ত জলোচ্ছ্বাস
ধ্বংস করে জনপদের পর জনপদ
বসতভিটা খড়কুটোর মতো ভাসিয়ে বেআব্রু নটি।
কে আছো নকীব ঘোড় সওয়ার!
বেআব্রু এ নগ্ন জনপদের ঝরোকায়
ঝুলিয়ে দাও হিজাব ও তাক্বওয়ার জ্বলজ্বলে ঝালর
অহীর জান্নাতী রাজপথে ডেকে নাও তাওহীদী জনতা
মিছিলে মিছিলে আওয়াজ তোলো
ফিরিয়ে আনো মহান ইসলামী সভ্যতা।

সাদা-কালো

মুহাম্মাদ শাহ জালাল
খরবোনা, রাজশাহী।

আঁধার আছে বলেই আলোর এত কদর
কালো আছে বলেই সাদার এত আদর।
সাদা-কালো সব কিছুই ঐ কারিগরের খেলা
কালো বলে কাউকে তুমি করো নাকো হেলা।
সাদা কালো সবাইকে এক কারিগরই বানায়
সাদা কালো হওয়ার পিছে হাত যে কারো নাই।
কালো মানুষ হাবশী বেলালের কথা সবাই জানি
ধরার বুকে যিনি দিলেন প্রথম আযানের ধ্বনি।
দিনের শেষে যদি না আসতো ফিরে রাত
জীবনটা ভাই তোমার কেমন হ'ত অবসাদ।
সাদা-কালো নিয়ে কেন এত মাতামাতি
দম ফুরালে সব পুতুলের একই পরিণতি।
সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ তুমি কেমনে হও অন্ধ
সাদা কালোর মন্দ খেলা করতেই হবে বন্ধ।

মৃত্যু আসবেই

রুকাইয়া ইসলাম
বাঁশবাড়িয়া, বাগাতিপাড়া, নাটোর।

মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য
যেথায় তুমি থাকবে,
মৃত্যু তোমায় আঁকড়ে ধরবে
মৃত্যু অবশ্যই আসবে।
যেথায় তুমি রওনা কেন
পালিয়ে থাকো গিয়ে,
মৃত্যু এসে ছোবল দিয়ে
যাবে তোমায় নিয়ে।
যতই তুমি দুনিয়া নিয়ে
ব্যস্ত থাকো না,
ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন
কেউ সঙ্গে যাবে না।
উঁচু উঁচু দালান-কোঠা
যেখানে করো বাস,
একদিন তোমায় মরতে হবে
হ'তেই হবে লাশ।
শিশু-কিশোর, তরুণ-যুবক
আর হও না তুমি বুড়া,
সময় ফুরালে মরতে হবে
পড়বে তুমি ধরা।
অর্থ-বিত্ত আপন জনে
তোমায় রাখতে পারবে না,
হায়াত শেষে মরতে হবে
কেউ মুক্তি পাবে না।
সময় থাকতে এখনই তবে
শিরক-বিদ'আত ছাড়,
কুরআন-হাদীছের পথে চলে
সুন্দর জীবন গড়।
আল্লাহ্র বিধান মান্য কর
হায়াত ফুরানোর আগে,
তবেই তুমি হবে সফল
ইনশাআল্লাহ জান্নাত পাবে।

তুমি আমার প্রিয় নবী

মহিউদ্দীন
মুহিমনগর, চৈতনখিলা, শেরপুর।

তুমি এলে ধরার বুকে সরাতে আঁধার
মুখোমুখি হ'লে কত কঠিন বাধার
ধৈর্যের পরিচয়ে ছিলে অবিচল
তুমি সত্যের কাণ্ডারী আল-আমীন।
তুমি ছিলে রহমতের ফল্গুধারা
বুনেছ প্রাণে প্রাণে এক ঈমানী চারা
সয়েছ কত যুলুম কত জ্বালাতন
আবাদ করতে রবের এই সোনালী যমীন।
হেরা থেকে আনলে তুমি পাক কালাম
মরু পাহাড় জানায় তব আস-সালাম
অহি-র আলোয় ভরে দিতে সবার ঘর
বুঝলো নাতো সত্যবাণী সব কমিন।
তুমি আমার প্রিয় নবী প্রিয় রাসূল
তোমার সাথে কারো হয় না যেন তুল
তুমি দ্বীনের দাওয়াত প্রচারে ছিলে
সদা তৎপর ছিলে আপোষহীন।

ঐক্যের আহ্বান

মুহাম্মাদ মুবাশশির
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

হক্বের পথের অনুসারী হ'তে এসো একতাবদ্ধ হই
জান্নাতবাসী হ'তে মোরা কেন তবে বিচ্ছিন্ন রই?
ফের্কাবন্দী ছেড়ে দিয়ে এক জামা'আতে হই শামিল
একতাবদ্ধ হব সবে রুখতে মিথ্যা ও বাতিল।
রাসূলের দেওয়া ভবিষ্যদ্বাণী বিভক্ত হবে উম্মত ৭৩ দলে
ক্বিয়ামতে তারা হবে সফল যারা আমার পথে চলে।
একতাবদ্ধ হয়ে এসো মোরা রাসূলের দেখানো পথে চলি
জান্নাত পাওয়ার তরে এক কাতারে সবাই মিলি।
এসো সবে যোগ দেই আহলেহাদীছ আন্দোলনে
ছহীহ আক্বীদা বিশুদ্ধ আমল আর অহি-র পথের সন্ধানে।

স্বদেশ

পেঁয়াজ আবাদে গবেষকদের সফলতা

উৎপাদন বাড়বে হেক্টর প্রতি ৭০ শতাংশ পর্যন্ত

আমাদের দেশে যে পেঁয়াজ উৎপাদিত হয় তার আকার ছোট ও ওযন কম। সাধারণভাবে গড় ওযন ২০-৫০ গ্রাম। ফলে সামগ্রিক উৎপাদন কম হয়। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সয়েল, ওয়াটার এন্ড এনভায়রনমেন্ট ডিসিপ্লিনের গবেষকরা মাটি, জৈব সার ও সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফরিদপুরী দেশী জাতের পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধি নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। সম্প্রতি এই গবেষণার কাজ শেষ হয়েছে। গত ৫ই এপ্রিল গবেষণা মাঠের পেঁয়াজ উত্তোলন করে দেখা যায় আশানুরূপ ফলন হয়েছে। এই গবেষণা প্লটের গড় পেঁয়াজের আকার বড় এবং ওযন ৬০-১০০ গ্রাম পর্যন্ত। এই ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করে কৃষকরা পেঁয়াজ চাষ করলে বর্তমান পেঁয়াজের ফলন শতকরা ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি সম্ভব। এর ফলে দেশ চাহিদা মিটিয়ে পেঁয়াজ বিদেশেও রফতানি করতে পারবে।

এ ব্যাপারে গবেষণা প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়ক সয়েল, ওয়াটার এন্ড এনভায়রনমেন্ট ডিসিপ্লীনের প্রফেসর ছানাউল ইসলাম জানান, আমাদের দেশে পেঁয়াজের চাহিদা বাৎসরিক ২৪ লাখ মেট্রিক টন। উৎপাদন হয় প্রায় ২৩ লাখ ৩০ হাযার মেট্রিক টন। পচনসহ ঘাটতি ধরা হয় সাড়ে ৭ লাখ মেট্রিক টন। মাটি, জৈব সার ও সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে উৎপাদন ১০ লাখ টন পর্যন্ত বৃদ্ধি সম্ভব। এছাড়া একই জমিতে আগামী ও নাবি দু'জাতের পেঁয়াজ চাষ করলে ৪-৫ লাখ টন পেঁয়াজ অতিরিক্ত উৎপাদন সম্ভব। কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং চাষ পদ্ধতির উন্নতি করতে পারলে দেশ অচিরেই চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত পেঁয়াজ উৎপাদনে সক্ষম হ'তে পারে।

বরগুনার ১১৭ কেজি ওযনের মিষ্টি কুমড়া বিক্রি হ'ল বরিশালে

বরগুনার চাষী মুহাম্মাদ আফযাল এবার মিষ্টি কুমড়ার আবাদ করে সবাইকে চমকে দিয়েছে। সঠিক পরিচর্যা আর অক্লান্ত পরিশ্রমে আফযালের জমিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের ১১৭ কেজি ও ৯০ কেজি ওযনের দু'টি কুমড়া উৎপাদিত হয়েছে। যা সে বিক্রি করেছে ৩০ টাকা কেজি দরে। এসব কুমড়ার বীজ সে বিক্রি করছে প্রতিটি ২০ টাকা করে।

বিদেশ

প্রাণঘাতী 'সুপারবাগ' থেকে ভয়ঙ্কর মহামারির আশঙ্কা, বাড়ছে আতঙ্ক!

'করোনা' মহামারির তাণ্ডবে বিপর্যস্ত পুরো বিশ্ব। এরই মধ্যে আতঙ্ক বাড়াচ্ছে প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের ভিন্ন ভিন্ন ধরন। এমন পরিস্থিতিতে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা নতুন এক ধরনের বিপজ্জনক ছত্রাকের সন্ধান দিয়েছেন। 'ক্যানডিডা অরিস' বা 'সি অরিস' নামের বিশেষ ধরনের এই ছত্রাক বিশ্বজুড়ে পরবর্তী মহামারির কারণ হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তারা। সম্প্রতি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এই সুপারবাগের সন্ধান পেয়েছেন নয়াদিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক অনুরাধা চৌধুরী এবং তার সহকর্মীরা। তারা বলছেন, এই সুপারবাগ মহামারী হয়ে উঠলে বিশ্বজুড়ে ১ বছরেই প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ মানুষের মৃত্যু হ'তে পারে। প্রথাগত চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যে এই সুপারবাগ মোকাবিলা সম্ভব নয়। কারণ 'সি অরিস' বাযারে প্রচলিত সব ধরনের ওষুধ প্রতিরোধী। অনুরাধা ও তার সহকর্মীরা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মোট ৮টি স্থান থেকে ৪৮টি নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন। সমুদ্র তীরের বালুকাভূমি, প্রবাল প্রাচীর, পাথুরে এলাকা, লবণাক্ত জলাভূমি এবং বাদাবন থেকে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং সেখানে এর অস্তিত্ব মিলেছে। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে জাপানে প্রথম 'সি অরিস'-এর অস্তিত্ব মেলে। পরবর্তীতে ব্রিটেনসহ কয়েকটি দেশের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় গবেষকেরা এর খোঁজ পেলেও ভারতে এই প্রথম দেখা গেল।

পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ গোলাম আহমাদ মোর্তজার মৃত্যু

পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ, বুদ্ধিজীবী ও গবেষক গোলাম আহমাদ মোর্তজা (৮৩) গত ১৫ই এপ্রিল ভোর সাড়ে ৩-টায় কলকাতার জিডি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। তিনি ৬ পুত্র ও এক কন্যা, দেশ ও দেশের বাইরে অসংখ্য ভক্ত ও অনুরাগী রেখে গেছেন।

১৯৩৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান যেলার মেমারিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইতিহাসের অনেক অজানা অধ্যায় বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। বিশেষতঃ তাঁর 'চেপে রাখা ইতিহাস' বইটি গোটা বাংলাজুড়ে ঝড় তুলে। এছাড়া তাঁর লিখিত 'বাজেয়াপ্ত ইতিহাস', 'ইতিহাসের ইতিহাস, 'এ এক অন্য ইতিহাস', 'রক্তাক্ত ডায়েরী', 'বজ্র কলম', ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায়', 'এ সত্য গোপন কেন?' ইত্যাদি ব্যাপকভাবে পঠিত। তিনি পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বাংলাদেশে সমানভাবে সমাদৃত ছিলেন।

তিনি পবিত্র কুরআনের অনুবাদও করেন। তিনি একদিকে ছিলেন যেমন সুবক্তা ও সুলেখক, তেমনি ছিলেন সফল সমাজকর্মী। তাঁর উদ্যোগে মেমারিতে গড়ে ওঠে জামে'আ ইসলামিয়া মদীনাতুল উলূম মাদ্রাসা এবং মামূন ন্যাশনাল স্কুল। তিনি প্রথাগত শিক্ষার ঊর্ধ্বে উঠে কর্মমুখী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

[আমরা মাইয়েতের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

বৃটিশ জার্নালের রিপোর্ট : মহামারীতে ছিয়াম রাখা নিরাপদ

যুক্তরাজ্যে পিয়ার রিভিউ জার্নাল অব গ্লোবাল হেলথের সাম্প্রতিক জরিপ বলছে, গত বছর রামাযানে ছিয়াম পালন করা মুসলমানদের মধ্যে কভিড-১৯-এ মৃত্যুর হার বাড়েনি। গত বছর সংস্থাটির ঐ জরিপের ফলাফল প্রকাশ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, সেসময় ছিয়াম রাখা ব্রিটিশ মুসলমানরা করোনাভাইরাস সংক্রমণে মারা গেছেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যুক্তরাজ্যে প্রায় ৩০ লাখ মুসলিম-এর বাস। এদের বেশিরভাগই দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রামাযান সংশ্লিষ্ট আচার-আচরণের সঙ্গে কভিড-১৯-এ মৃত্যুর কোন ক্ষতিকারক প্রভাব নেই।

গত বছর যুক্তরাজ্যের অনেক ভাষ্যকারই মত দেন যে, রামাযান মাসে আক্রান্তের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। তবে জরিপে বলা হয়েছে, 'এসব দাবীর কোন দালীলিক ভিত্তি নেই। গত বছর যুক্তরাজ্যে প্রথম দফার সংক্রমণ চূড়ায় পৌঁছানোর কয়েক দিনের মাথায় ২৩শে এপ্রিল থেকে ছিয়াম শুরু হয়। ঐ সময়ে অন্তত ২০ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত বহু এলাকায় মৃত্যুর হার বিশ্লেষণ করে গবেষকরা দেখেছেন যে, রামাযানে মৃত্যুর পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে গেছে। রামাযানের পরেও অব্যাহত থাকে এই প্রবণতা।

যুক্তরাজ্যে মুসলিম স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য 'পিপিই হিজাব'

করোনা সংক্রমণরোধ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে মাস্ক পরিধান অত্যন্ত যরূরী। আর হিজাবধারী স্বাস্থ্যকর্মীদের ও পেশাদার চিকিৎসকদের সুরক্ষার জন্য নতুন ডিজাইনের 'পিপিই হিজাব' তৈরী করেছে যুক্তরাজ্যের কনটেকস মেডিকেল। কনটেকসের প্রধান নির্বাহী পিট জার্ভিস বলেন, 'আমরা অত্যন্ত দ্রুত উপলব্ধি করি যে সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য পিপিই ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিকভাবে বিশ্বাসীদের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল না।

তাছাড়া এটি কেবল মেডিকেলের পরিবেশের জন্য সীমিত নয়, বরং তা যেকোন পরিবেশের জন্য ব্যবহারযোগ্য। পিপিই হিজাব এক বারই ব্যবহার করা যায়। তবে বিভিন্ন উপাদানের সাহায্যে তা পুনরায় ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথমে তা ইউনিভার্সিটি হসপিটালস বার্মিংহাম (ইউএইচবি)-এর কর্মীদের জন্য তৈরী করা হয়। পরবর্তীতে কনটেকস মেডিকেল তা সবার জন্য তৈরী শুরু করে।

ইসলামের বিধান মতে নারীদের পোশাক কোড হিসাবে পুরো দেহ অতিরিক্ত কাপড় দিয়ে ঢাকা আবশ্যক। যুক্তরাজ্যের মুসলিম স্বাস্থ্যকর্মীদের উপযুক্ত তৈরীতে এটিই নতুন পদক্ষেপ নয়। বরং এর আগে মিনেসোটার ফ্যাশন ডিজাইনার হেলাল ইবরাহীম একটি স্যানিটারী হিজাব তৈরী করেছিল যা পুনর্ব্যবহারযোগ্য ও নিরাপদ।

[বাংলাদেশী মহিলা চিকিৎসকদের জন্য এরূপ ব্যবস্থা নেই কেন? (স.স.)।

বিশ্বে এবার যমজ শিশু জন্মের রেকর্ড

এই প্রথমবারের মতো যমজ শিশু জন্মের রেকর্ড সৃষ্টি হ'ল বিশ্বে। সম্প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িকী 'হিউম্যান রিপ্রোডাকশন'-এর গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, ১৯৮০ সালের পর থেকে বিশ্বের ১০০টি দেশে যমজ শিশু জন্মের হার এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই দেশগুলোতে ৪২ জনের মধ্যে একজন যমজ হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছেন। যা বছরে ১৬ লাখ যমজ শিশুর সমতুল্য। বিশেষ করে গত ৪০-৫০ বছরে যমজ সন্তান জন্মের হার ধনী ও উন্নয়নশীল সব দেশেই বৃদ্ধি পেয়েছে। অঞ্চল ভিত্তিতে উত্তর আমেরিকায় এই হার ৭১ শতাংশ, ইউরোপে ৬০ শতাংশ, এশিয়ায় ৩২ শতাংশ। দু'টি ভিন্ন ডিম্বাণু থেকে জন্ম নেওয়া শিশুর হার শীর্ষে আফ্রিকা।

দেখা গেছে, ৮০ শতাংশ ভিন্ন ডিম্বাণুজাত যমজই আফ্রিকা বা এশিয়াতে জন্মগ্রহণ করেছেন। ব্রিটিশ ফার্টিলিটি সোসাইটির চেয়ারম্যান রাজ মার্থার বলেন, 'বেশি বয়সে নারীদের প্রথম সন্তান গ্রহণের কারণে যমজ শিশু জন্মের হার বাড়ছে'।

১৮ বছর বয়সোর্ধ্ব ভারতীয় ইচ্ছামত ধর্ম গ্রহণ করতে পারবে

ভারতের সুপ্রীমকোর্ট বলেছে, ১৮ বছরের বেশি বয়সী যেকোন ভারতীয় নাগরিক তার ধর্ম গ্রহণ করতে পারেন। ভারতের সংবিধানে ঐ অধিকার দেয়া রয়েছে।

অশ্বিন উপাধ্যায় নামে একজনের আবেদন ছিল, দেশের বিভিন্ন স্থানে যে ধর্মান্তরকরণ চলছে, সর্বোচ্চ আদালত তা বন্ধ করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোকে নির্দেশ দিক। সম্প্রতি সুপ্রীমকোর্টে ঐ আবেদনের শুনানি ছিল। বিচারপতি আর এফ নরিম্যান, বি আর গাভাই ও ঋষিকেশ রায়কে নিয়ে গঠিত তিন সদস্যের বেঞ্চ সংবিধানবিরোধী এ আবেদন পেশ করার জন্য অশ্বিন উপাধ্যায়ের অ্যাডভোকেট গোপাল শঙ্করনারায়নকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করে। বিচারপতিরা বলেন, 'একজন সিনিয়র অ্যাডভোকেট হয়ে সংবিধানে নাগরিকদের অধিকারের কথা আপনার জানা নেই? না জানলে এ আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্ব করার আগে জেনে নিতে পারতেন। এভাবে আদালতের সময় নষ্ট করায় আমরা আপনার ও আপনার নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারি। তখন শঙ্করনারায়ন বলেন, 'ঠিক আছে, আমরা আবেদন প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। তবে এ আবেদন নিয়ে যাতে আমরা সরকার ও আইন কমিশনের কাছে যেতে পারি তার অনুমতি চাইছি'। সুপ্রীমকোর্ট ঐ অনুমতিও দিতে অস্বীকার করে আবেদন নাকচ করে দেয়।

[ভারতে 'লাভ জিহাদ' নামে ইসলাম গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার যে সরকারী যবরদস্তী চলছে, তার বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টের এই রায়কে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা মনে করি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মুখোষ পরে ভারত সরকার ইসলামকে ঠেকানের যে নির্লজ্জ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে, তার পরিণাম হবে সুদূর প্রসারী। অদূর ভবিষ্যতে পুরা ভারতবর্ষে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাওয়াটা বিচিত্র কিছু নয় (স.স.)।

নরওয়ের প্রধানমন্ত্রীকে জরিমানা করল পুলিশ

'করোনা'র বিধিনিষেধ ভঙ্গ করে নিজের জন্মদিনের অনুষ্ঠান করায় নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী আর্না সোলবার্গকে জরিমানা করেছে পুলিশ। গত ৯ই এপ্রিল দেশটির পুলিশপ্রধান ওলে সায়েভেরুদ এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।

আর্না সোলবার্গ নরওয়ের দুই মেয়াদের প্রধানমন্ত্রী। গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিকে একটি পাহাড়ী রিসোর্টে ঐ পারিবারিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এতে ১৩জন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছিলেন। দেশটিতে করোনার কারণে ১০জনের বেশি জমায়েত নিষিদ্ধ। তিনি করোনার বিধিনিষেধ ভঙ্গ করায় ২০ হাযার নরওয়েজিয়ান ক্রোন বা পৌনে ২ লাখ টাকা জরিমানা করে পুলিশ। অবশ্য এ ঘটনায় তিনি ক্ষমাও চেয়েছেন। পুলিশ বলছে, এ ধরনের ঘটনায় সাধারণত জরিমানা করা হয় না। করোনার বিধিনিষেধ আরোপের ক্ষেত্রে সরকারী দায়িত্বের অগ্রভাগে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু তিনিই বিধি ভাঙছেন। এজন্য তাকে জরিমানা করা হয়েছে। পুলিশপ্রধান সায়েভেরুদ বলেন, যদিও আইন সবার জন্য সমান, তবে আইনের সামনে সবাই সমান নয়।

ভারতে পবিত্র কুরআনের আয়াত বাতিলের আবেদন খারিজ : রিটকারীর জরিমানা

পবিত্র কুরআনের ২৬টি আয়াত বাতিল চেয়ে শী'আ ওয়াকফ বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ওয়াসিম রিজভীর করা রিট খারিজ করে দিয়েছেন ভারতের সুপ্রীম কোর্ট। একইসঙ্গে এমন আবেদন করায় তাকে ৫০ হাযার রুপি জরিমানাও করা হয়েছে। গত ১২ই এপ্রিল দেশটির সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি রোহিংটন এফ নরিম্যান নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ এ আবেদন খারিজ করে দেন। রায়ে রিটটিকে 'বাজে' বলে অভিহিত করেন বেঞ্চ।

তারা বলেন, শী'আ সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান কুরআনের আয়াত বাদ দেওয়ার যে আবেদন করেছেন, তা একেবারে অযৌক্তিক। তার এমন আবেদনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশংকা রয়েছে। শুনানি শেষে বিচারকরা কুরআনের আয়াত বাতিলের আবেদন খারিজ করে দেন এবং আবেদনকারীকে ৫০ হাযার রুপি জরিমানা করেন। সুপ্রীম কোর্টের এই বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি হৃষিকেশ রায়।

ভারতে শী'আ ওয়াকফ বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ওয়াসিম রিজভী পবিত্র কুরআনের ২৬টি আয়াত পরিবর্তনের আবেদন

জানিয়ে দেশটির সুপ্রীমকোর্টে রিট করেছিলেন। এ ঘটনায় দেশটির শী'আ ও সুন্নী সব মতের মানুষ বিতর্কিত ওয়াসিম রিজভীর গ্রেফতার দাবী করেছিলেন।

রিজভী তার আবেদনে উল্লেখ করেছিল যে, কুররআনের ২৬টি আয়াত সহিংসতার প্রচার করছে এবং সেগুলো কুরআনের মূল সংস্করণের অংশ নয়। পরবর্তীতে এসব আয়াত সংযোজন করা হয়েছে। যে কারণে কুরআন থেকে আয়াতগুলো মুছে ফেলা উচিত। তার এমন বিতর্কিত মন্তব্যে ভারত ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলিমরা নিন্দা জানায়।

মুসলিম জাহান

পাঁচ ওয়াক্ত আযানের ধ্বনিতে ফোটে যে ফুল

সম্প্রতি আযারবাইজানের এক মুসলিম গ্রামে একটি বাগানে এ ফুলের সন্ধান পাওয়া গেছে। যা আযানের ধ্বনিতে ফোটে। এই ফুল প্রতি পাঁচ ওয়াক্তে আযানের ধ্বনিতে ফোটে। আযানের পর আবার বন্ধ হয়ে যায়। হলদে রঙের এই ফুলকে অনেকেই ইভিনিং প্রাইমরোজ নামে চেনেন। সম্প্রতি সিএনএন-এর এক প্রতিবেদনে এ সংবাদ উঠে এসেছে।

মুওয়াযযিনের কণ্ঠে যখন আযানের সুমধুর ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তখন এর সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে ফুটে উঠে একটি ফুল। আযানের ধ্বনিগুলো যেন ফুলগুলোকে ইবাদতের জন্য জাগ্রত করে তুলে। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের আযানের সাথে সাথে ফুটে অদ্ভুত এই ফুল। আর সে কারণেই ফুলটির নাম দেয়া হয়েছে 'আযান ফুল'।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের মিউজিক বাজিয়ে বা কখনও আযানের মতো করে অন্য কোন সুর দিয়েও গবেষকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন। কিন্তু এ ফুল ফোটেনি। এখন পর্যন্ত এর কোন ব্যাখ্যা নেই বিজ্ঞানীদের কাছে। বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। কিন্তু কখনও এ বিষয়ে কোন কার্যকরী সূত্র আবিষ্কার করতে পারেনি। কিন্তু এই ফুল শুধু আযানের সময়ে আযান শুনেই ফোটে এবং আযান শেষে বন্ধ হয়।

[আল-হামদুলিল্লাহ! হে অবিশ্বাসী সমাজ! শিক্ষা নাও। বিশ্বাসী হও। আল্লাহ বলেন, 'নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে' (ছফ ৬১/১)।]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ছিয়াম রাখলে ক্যান্সারের জীবাণু মারা যায়!

ছিয়াম রাখলে ধ্বংস হয় ক্যান্সার ভাইরাসের জীবাণু। গবেষণায় উঠে এসেছে এমনই এক তথ্য। ছিয়ামের ওপর গবেষণা করে এ ফলাফল জানিয়েছেন জাপানী গবেষক ওশিনরি ওসুমি। এ বিষয়টি নিয়ে ওশিনরি ২০১৬ সালে 'অটোফেজি' নামক একটি শারীরিক প্রক্রিয়ার আবিষ্কার করেন এবং নোবেল পুরস্কার পান। কিভাবে ছিয়ামের মাধ্যমে ক্যান্সারের জীবাণু ধ্বংস হয়, সেটি জানতে হ'লে শুরুতে জানতে হবে 'অটোফেজি' সম্পর্কে। 'অটোফেজি' শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ অটো ও ফাজেইন থেকে। বাংলায় যার অর্থ হচ্ছে আত্মভক্ষণ বা নিজেকে খেয়ে ফেলা। এটি এমন একটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে শরীরের ক্ষয়িষ্ণু ও অপ্রয়োজনীয় কোষাণুগুলো ধ্বংস ও পরিচ্ছন্ন হয়। এটি হ'ল কোষের এক আবর্জনা পরিচ্ছন্নকরণ প্রক্রিয়া। এক কথায়, কোষের কার্যক্ষমতাকে ঠিক রাখতে এই প্রক্রিয়ার কোন বিকল্প নেই। ছিয়াম ছাড়াও ক্যানসারের জীবাণু ধ্বংসের ক্ষেত্রে বেইজিং সামরিক হাসপাতালের চিফ এক্সিকিউটিভ অধ্যাপক চেন হোরিন বলেন, 'গরম পানি এবং লেবু- এই দুইয়ের মিশ্রণ ক্যান্সার কোষকে মেরে ফেলে। এক কথায় এক গ্লাস গরম পানি আর লেবু আপনাকে বাঁচিয়ে দিতে পারে। বিজ্ঞানের ভাষায় গরম লেবু থেকে এন্টি ক্যানসার ড্রাগ বের হয়। শুধু ক্যান্সার নয়, টিউমারের উপরেও গরম লেবুর রসের একটি কার্যকরী প্রভাব আছে।

বিশ্বে প্রথমবারের মতো ফুসফুস প্রতিস্থাপনে সফলতা লাভ করল জাপান

মহামারি 'করোনা'য় যখন পুরো পৃথিবী বিপর্যস্ত ঠিক এমন দুর্যোগময় মুহূর্তে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বড় ধরনের সাফল্য পেল জাপান। বিশ্বে প্রথমবারের মতো জীবিত ব্যক্তির দেহ থেকে ফুসফুস প্রতিস্থাপনের ঘটনা ঘটেছে জাপানে। জাপানের গণমাধ্যম জাপান টাইমস জানায়, করোনা ভাইরাসে ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এক নারীর শরীরে তার স্বামী এবং সন্তানের ফুসফুস প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে ফুসফুস প্রতিস্থাপনের ঘটনা এর আগেও ঘটেছে। তবে ব্যতিক্রম হচ্ছে জাপানের এ ঘটনায় জীবন্ত ব্যক্তির ফুসফুস করোনা আক্রান্ত রোগীর দেহে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

জাপানের কোয়োটা ইউনিভার্সিটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, সম্প্রতি ঐ নারীর শরীরে করোনা সংক্রমণের ফলে তার ফুসফুস দু'টি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে পড়ে। পরে এই হাসপাতালের চিকিৎসকরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ঐ নারীর স্বামী ও ছেলের সুস্থ ফুসফুস তার দেহে প্রতিস্থাপন করতে সফল হন। ৩০ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের জটিল এই অস্ত্রপচার করতে সময় লেগেছে প্রায় ১১ ঘণ্টা।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, ডোনার জীবিত অবস্থায় সফল ফুসফুস প্রতিস্থাপনের ঘটনা বিশ্বের ইতিহাসে এটাই প্রথম। অপারেশন ইউনিটের প্রধান ড. হিরোশি ডেট জানান, সফল অপারেশনের পর ড. হিরোশি এখন আশা করছেন দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন ঐ নারী।

আরব আমিরাতে বৃষ্টি নামাবে ড্রোন!

মধ্যপ্রাচ্যে খুব একটা বৃষ্টি হয় না। তাই কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি নামানোর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। এই কাজে তারা বিশেষ ড্রোনকে ব্যবহার করবে। বিশেষভাবে তৈরী কিছু ড্রোন উড়ে যাবে মেঘগুচ্ছের কাছে। এর পর সেখানে ড্রোন থেকে বৈদ্যুতিক শক বা তাপ দেয়া হবে। যাতে মেঘ গলে যায় আর তা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ে বৃষ্টির সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে তারা ক্লাউড সিডিং প্রযুক্তিরও ব্যবহার করেছে। দেশটিতে বছরে সাধারণত ১০০ মিলি মিটার পরিমাণ বৃষ্টি হয়। সার্বিক বিচারে দেশটিতে প্রয়োজনের তুলনায় এটি খুবই কম। তাই তারা ২০১৭ সালে ১৫ মিলিয়ন ডলার খরচ করে পৃথক কয়েকটি বৃষ্টি বর্ধন প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছিল। এর মধ্যে একটি প্রকল্পের নেতৃত্ব দিচ্ছেন রিডিং ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা। প্রকল্পটির লক্ষ্য হচ্ছে মেঘের ফোঁটাগুলোতে বৈদ্যুতিক তাপের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করা। আরব আমিরাতের বৃষ্টি বর্ধন বিজ্ঞান গবেষণা কর্মসূচীর পরিচালক আলেয়া আল-মাজরোই গণমাধ্যমকে জানান, বৈদ্যুতিক চার্জ নির্গমন যন্ত্র এবং কাস্টমাইজড সেন্সর সজ্জিত ড্রোন মেঘের কাছ দিয়ে উড়ে যাবে এবং বৈদ্যুতিক চার্জের মাধ্যমে বাতাসে অণু ছড়াবে, যা মেঘে উত্তাপ সৃষ্টির মাধ্যমে গলিয়ে ফেলবে এবং বৃষ্টিপাত ঘটাবে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন : খুলনা

নবী-রাসূলদের দেখানো পথ অনুসরণ করুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

গোবরচাকা (নবীনগর), সোনাডাঙ্গা, খুলনা ২১শে মার্চ রবিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা যেলার উদ্যোগে যেলা সদরের গোবরচাকা (নবীনগর) পল্লীমঙ্গল হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নবী-রাসূলগণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেদায়াত প্রাপ্ত। তাই তাদের দেখানো পথই মুক্তির পথ। অথচ শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে সমসাময়িক অধিকাংশ মানুষ তাদেরকে মানেনি। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন মানব জাতির মুক্তির পথের দিশারী। সার্বিক জীবনে তাঁর দেখানো পথেই মানুষের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি নিহিত। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সে পথেই মানুষকে আহ্বান জানায়।

তিনি বলেন, খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকে দিল্লী থেকে এসে বৃহত্তর খুলনা-যশোর সহ সুন্দরবন ঘেঁষে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে খান জাহান আলী ইসলামী খেলাফত কায়েম করেছিলেন। রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুসরণে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ষাট গুম্বজ মসজিদ থেকেই তিনি শাসন পরিচালনা করতেন। মসজিদে তাঁর বসার জায়গাটির নমুনা আজও আছে। আর সেই মসজিদেই তিনি ছালাত রত অবস্থায় ৯০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তখন বাগেরহাটের নাম ছিল 'খলীফাবাদ'। তাঁরই খননকৃত ৩৬৫ বিঘার বিশালায়তন দীঘির পাড়ে তাঁর কবর হয়। এখন লোকেরা সেই বীর সেনাপতি ও খলীফাকে বানিয়েছে 'পীর' এবং তাঁর কবরকে পূজার স্থান বানিয়ে জাঁকজমকের সাথে বিনা পুঁজির ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। একই অবস্থা হয়েছে সিলেটের কথিত পীর শাহজালাল ও শাহ পরানের।

পরবর্তীকালে গত শতাব্দীতে আমার আব্বা মাওলানা আহমাদ আলী (১৮৮৩-১৯৭৬) ও তাঁর ছাত্ররা দক্ষিণবঙ্গ এলাকা আবাদ করেন। এমনকি জোঁকের কামড় খেয়ে খাল-বিল সাঁতরে, পায়ে হেঁটে ও নৌকায় চড়ে খোলপেটুয়া নদীর তীরে আশাশুনি থানার বিছট, গরালি, নাকনা পেরিয়ে সুন্দরবনের সর্বশেষ মানব বসতি নলিয়ান, সুতারখালি ও কালাবগী অঞ্চলে দাওয়াতী কাজ করেন। ২০০৯ সালে 'আইলা' দুর্গতদের সাহায্য দিতে গিয়ে হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ কালাবগীর বয়োবৃদ্ধ মিশকাত শেখ, আহমাদ আলী শেখ প্রমুখ সমাজ নেতাগণ বলেন, আপনার আব্বা আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন। মেশকাত শেখ বলেন, আমার ছোট দাদা নঈমুদ্দীন শেখ আপনার আব্বার হাতে বায়'আত করে 'আহলেহাদীছ' হন। বৃহত্তর খুলনা-যশোর, ফরিদপুর ও ২৪ পরগণা ছিল তাঁর দাওয়াতী অঞ্চল। বর্তমানে আমাদের যুগে এসে আমরা দক্ষিণবঙ্গ সহ সিলেট থেকে বাগেরহাট পর্যন্ত দেশের সর্বত্র বহু মসজিদ-মাদ্রাসা, ইয়াতীমখানা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ইসলামিক কমপ্লেক্স এবং অসংখ্য গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন করেছি। কেবল মসজিদেরই সংখ্যা প্রায় সাড়ে ১২০০। উত্তর কালাবগীতে ১৯৯২ সালে মোজাইক করা জামে মসজিদ ও মিঠা পানির পুকুর খনন করেছি। এভাবে সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে শিবসা নদীর তীরের সর্বশেষ গ্রামটি আজও আহলেহাদীছ গ্রাম হিসাবে বেঁচে আছে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

তিনি বলেন, আমরা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-কে সমাজ সংস্কার আন্দোলন বলে বিশ্বাস করি। জামা'আতবদ্ধভাবে এ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। বিনিময়ে আমরা স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি চাই। তিনি বলেন, সাংগঠনিক শক্তি যত বৃদ্ধি পাবে, আন্দোলন তত গতিশীল হবে। সংগঠন ব্যতীত ঘরে বসে একাকী ফেসবুক চালিয়ে হাযারো প্রচার করেও সমাজের তেমন কোন পরিবর্তন হবে না। মাত্র স্বল্প সময়ের মোবাইল নোটিশে খুলনা মহানগরীতে এমন একটি সুন্দর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়াটা কেবল আল্লাহ্র রহমতে এবং সংগঠনের বরকতে সম্ভব হয়েছে। তিনি খুলনা যেলা সংগঠনকে এজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান ও আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ঢাকা মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ওবায়দুল্লাহ আল-আমীন, আল-ফুরক্বান ইসলামিক সেন্টার, বাহরাইন-এর দাঈ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, বাগেরহাট যেলার শরণখোলা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক মাওলানা যাকারিয়া হোসাইন ও আনাস বিন আমানুল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শো'আইব হোসাইন।

উল্লেখ্য যে, ট্রেনযোগে রাজশাহী থেকে দুপুরে খুলনা পৌঁছলে আমীরে জামা'আতসহ সফরসঙ্গীদের স্টেশনে অভ্যর্থনা জানান খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জনাব গোলাম মুক্তাদিরসহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র অর্ধ শতাধিক নেতাকর্মী। এসময় তাদেরকে হোটেল টাইগার গার্ডেনে আপ্যায়ন করেন খুলনা সরকারী হাসপাতালের সার্জারী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. মুহাম্মাদ মাসঊদ সাত্তার।

সাতক্ষীরা, যশোর, খুলনা ও বাগেরহাট যেলা সমূহ থেকে রিজার্ভ বাসযোগে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী যোগদান করেন। শিক্ষা সফরের সাথীগণ সংগঠনের যেলা মারকায গোবরচাকা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অবস্থান করেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৭ সালের নভেম্বরে সুন্দরবন সফরের সময় আমীরে জামা'আতের সাথীগণ সংগঠনের প্রতিষ্ঠিত শিপইয়ার্ড আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অবস্থান করেন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও দাওয়াতী সফর

সুন্দরবন, খুলনা ২১-২৪শে মার্চ রবি-বুধবার : ২১শে মার্চ রবিবার খুলনা যেলা সম্মেলন শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** মহান আল্লাহ্র অপূর্ব সৃষ্টি ও জাতিসংঘ ঘোষিত 'বিশ্ব ঐতিহ্য' (World Heritage) পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবনের বিভিন্ন স্পট পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে ৫টি ৩তলা বড় লঞ্চে তিন শতাধিক সফরসঙ্গী নিয়ে রাত ২-টায় খুলনা লঞ্চঘাট থেকে রওয়ানা হন।

উক্ত সফরে মোট ৩৫টি সাংগঠনিক যেলার 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র ৩০০ জন দায়িত্বশীল ও সুধী অংশগ্রহণ করেন। যেলাগুলি হ'ল- কক্সবাজার, কুমিল্লা, কুড়িগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, কুষ্টিয়া-পশ্চিম, খুলনা, গাইবান্ধা-পশ্চিম, গাযীপুর, চট্টগ্রাম, চাঁপাই-দক্ষিণ, জামালপুর-উত্তর, জামালপুর-দক্ষিণ, ঝিনাইদহ, টাঙ্গাইল, ঢাকা-

উত্তর, ঢাকা-দক্ষিণ, দিনাজপুর-পূর্ব, দিনাজপুর-পশ্চিম, নাটোর, নওগাঁ, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, পাবনা, বগুড়া, ভোলা, মেহেরপুর, যশোর, রংপুর-পূর্ব, রংপুর-পশ্চিম, রাজশাহী-সদর, রাজশাহী-পূর্ব, রাজশাহী-পশ্চিম, লালমণিরহাট, সাতক্ষীরা ও সিরাজগঞ্জ। এছাড়াও ছিলেন মেযবান যেলা সাতক্ষীরার নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবক ও বাবুর্চিগণ। আর ছিলেন লঞ্চের গানম্যান ও স্টাফগণ।

'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল ও 'আল-আওনে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ-এর নেতৃত্বে সফরের বিভিন্ন স্পটে ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিকট 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' 'মীলাদ প্রসঙ্গ' 'আন্দোলন'-এর 'পরিচিতি' এবং 'যাবতীয় চরমপন্থা হ'তে বিরত থাকুন!' লিফলেট সমূহ এবং মাসিক আত-তাহরীক বিতরণ করা হয়। এছাড়াও খুলনা শহরে এবং খুলনা থেকে রাজশাহী ফেরার পথে ট্রেনে বই ও লিফলেট সমূহ বিতরণ করা হয়।

প্রত্যেক লঞ্চের সাথে ছিল একটি করে ইঞ্জিন বোট। যা লঞ্চ থেকে নেমে তীরে ওঠার জন্য এবং দুই লঞ্চের মধ্যে প্রয়োজনে যাতায়াত করার জন্য ব্যবহার করা হ'ত। সাথে নেওয়া হয় চার রাত ও তিন দিনের প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামগ্রী ও খাবার পানি এবং রান্নার জন্য গ্যাস সিলিণ্ডার ও চুলা ইত্যাদি। এছাড়া কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে প্রত্যেক লঞ্চের যাত্রীদের জন্য ১ জন করে 'গান ম্যান' (বন্দুকধারী) ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় একজন 'গাইড' (পথ নির্দেশক) দেওয়া হয়। গাইডের নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন স্পটে অবতরণ ও নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবস্থান করতে হয় এবং বন্দুকধারী নিরাপত্তা রক্ষীদের সহযোগিতায় বনের ভিতরে চলাচল করতে হয়।

(১) হাড়বাড়িয়া স্পট : খুলনা থেকে নদীপথে মোংলা পোর্ট হয়ে পরদিন ২২শে মার্চ সোমবার সকাল ১০-টায় লঞ্চগুলি হাড়বাড়িয়া স্পটে পৌঁছে। এখানে আছে ফরেস্ট অফিস, একটি মিঠাপানির পুকুর এবং আরসিসি কলাম দিয়ে উঁচু করে নির্মিত একটি টিনশেড কটেজ। কোস্টগার্ড ও বনকর্মকর্তাসহ সরকারী লোকেরা এখানে বসবাস করেন। বাঘ, হরিণ ও বানরের কথা শুনলেও কেবল বানর দেখা গেল।

(২) কচিখালী স্পট : হাড়বাড়িয়া থেকে বেলা ১-টার দিকে রওয়ানা দিয়ে পরদিন ২৩শে মার্চ মঙ্গলবার বাদ ফজর কচিখালী স্পটে পৌঁছি। সেখানে পাশাপাশি দু'টি লঞ্চের ছাদে সফরসঙ্গীদের একত্রিত করে তাদের উদ্দেশ্যে আমীরে জামা'আত দরসে কুরআন পেশ করেন। অতঃপর ইঞ্জিন বোটে করে সবাই স্পটে নেমে যান।

স্পটে যাওয়ার পথে অনেকগুলি হরিণকে নদীর চরে একত্রে দেখা গেল। ১৯৮৬ সালে স্পটটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে আছে ফরেস্ট অফিস, একটি মসজিদ, একটি মিঠাপানির পুকুর এবং আরসিসি কলাম দিয়ে উঁচু করে নির্মিত কয়েকটি টিনশেড কটেজ। ২০১৬ সালের সফরে জুম'আর দিন হওয়ায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত উক্ত মসজিদে খুৎবা দেন *(দ্র. আত-তাহরীক, জানুয়ারী ২০১৭, ২০/৪ সংখ্যা)*।

অতঃপর একদল বনের মধ্যে ঘুরতে গেলেন। সেখানে কিছু হরিণ ও শূকর দেখা গেল। আরেক দল স্পটের দীঘির পাড়ে গাছের ছায়ায় বসে আমীরে জামা'আতের উপদেশ বাণী শুনতে থাকেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

(৩) ডিমের চর ও পক্ষীর চর : কচিখালী থেকে রওয়ানা দিয়ে অল্প দূরে সাগরের বুকে নতুন জেগে ওঠা 'ডিমের চর' পরিদর্শনের জন্য লঞ্চ থামে। অনেকে ডিমের চরে নামেন। কিন্তু সেখানে ধূ ধূ বালুচর ও দূরে কিছু গাছের সারি ব্যতীত আর কিছুই দেখা গেল না। ফলে তারা লঞ্চে উঠে আসেন। অতঃপর অল্প দূরে নতুন জেগে ওঠা 'পক্ষীর চর' কাছ থেকে দেখে না থেমে সোজা পরবর্তী স্পট 'জামতলা'র উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হয়।

(৪) জামতলা সমুদ্র সৈকত : দুপুরের মধ্যেই পৌঁছে গেল লঞ্চ। সাগর ও নদীর মিলন কেন্দ্রে নদীর মাঝখানে নোঙ্গর করা হ'ল পাঁচটি সারিবদ্ধ লঞ্চ। অতঃপর ইঞ্জিন বোটে করে জামতলা সমুদ্র সৈকতে অবতরণ করা হ'ল। অতঃপর ঘাট থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার ব্যাপী দীর্ঘ ট্রেইল বা পায়ে হাঁটা পথ চলা শুরু হ'ল। মাঝপথে গিয়ে রয়েছে ৪০ ফুট উঁচু ওয়াচ টাওয়ার। মুহতারাম আমীরে জামা'আত নিজে ওয়াচ টাওয়ারে উঠেন। এ সময় তাঁর সাথে টাওয়ারে উঠেন সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল ইসলাম, আত-তাহরীক সম্পাদক ড. সাখাওয়াত, 'আল-আওন'-এর সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, বাহরাইনের দাঈ শরীফুল ইসলাম এবং আইটি সহকারীরা। অথচ ২০১৬ সালে এসে তিনি এখানে টাওয়ার উঠেননি। টাওয়ারে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর বিগত সফরে গাইডের নিকট শোনা বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, একবার জনৈক বিদেশী বৃক্ষ বিশেষজ্ঞ সুন্দরবনের এই পথে হাঁটতে গিয়ে থেমে যান এবং বলেন, এখানে পা ফেলার জায়গা নেই। কারণ এর প্রতিটি ঘাসে ও গাছপালায় রয়েছে বিপুল ঔষধি গুণ। যা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। তিনি বলেন, এই বনে ২৬৪ প্রকার উদ্ভিদ রয়েছে।

আমীরে জামা'আতের কনিষ্ঠ পুত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির সহ অনেকে ট্রেইলের শেষ মাথা জামতলা সৈকত পর্যন্ত চলে যান ও গোসল করেন। যেখানে সম্ভবতঃ ২০১৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ জন ছাত্র জোয়ারে তলিয়ে যায়।

টাওয়ার থেকে নেমে রৌদ্রে কিছুদূর সামনে যাওয়ার পর এক কুল গাছের ছায়ায় আমীরে জামা'আত দাঁড়িয়ে যান। ফলে ড. সাখাওয়াত, সেক্রেটারী জেনারেল, মাওলানা আবুবকর (নামোপাড়া), মাওলানা আহমাদ আলী (হাটগাঙ্গোপাড়া) সহ আরও অনেকে সেখানে জমা হন। একপর্যায়ে সফরসঙ্গী রাজশাহী তাহেরপুরের দীর্ঘ ৩৬ বছরের অভিজ্ঞ প্রবীণ হোমিও চিকিৎসক ডা. মানছূর আলী কুল গাছের গায়ে থাকা ফ্যাঙ্গাস হাতে নিয়ে বলেন, এটি হ'ল ফ্যাঙ্গাস রোগের মহৌষধ। অতঃপর তিনি এর গঠন ও উপকারিতা বর্ণনা করেন। ফিরে আসার পথে তিনি একটি গাছের পাতা হাতে নিয়ে বলেন, এটি হ'ল 'থুজা' গাছ। যা আঁচিলের মহৌষধ। এরপর এক জায়গায় মাটির গর্তে জমে থাকা হলুদ রংয়ের পানি দেখে তিনি বলেন, এগুলি পাশের মাটি থেকে চোয়ানো পানি। যা বেশী লবনাক্ত নয়। এই পানি বনের পশুরা খায়। তিনি বলেন, বন-জঙ্গলের পশু-পক্ষীরা অসুখে পড়লে নিজেরাই লতা-পাতা বাছাই করে খেয়ে বাঁচে। তাই এখানকার কোন গাছ-পালা নষ্ট করা ঠিক নয়।

অতঃপর সবাই লঞ্চে ফিরে আসেন। এসময় অনেকে জামতলা সরু খাল পেরিয়ে যাওয়া বাঘের পায়ের টাটকা ছাপ দেখার কথা বলেন।

(৫) কটকা স্পট : অনিন্দ্য সুন্দর এই স্পটটি একেবারে সমুদ্রতীরে অবস্থিত। জামতলা ও কটকা সী বীচ খুব কাছাকাছি। নদীর পূর্বাংশে জামতলা এবং পশ্চিমাংশে কটকা। লঞ্চে দুপুরের খাবার গ্রহণ ও হালকা বিশ্রামের পর আমীরে জামা'আত ও সফরসঙ্গীরা ইঞ্জিন বোটযোগে বিকাল ৫-টায় কটকায় অবতরণ করেন। এখানকার অন্যতম আকর্ষণ হ'ল চিত্রা হরিণের পাল। তাদের দল বেঁধে চলার দৃশ্য খুবই মনোরম। ইতিপূর্বে ১৯৯৭ সালের ২০শে নভেম্বর ও ২০১৬ সালের ২৫শে নভেম্বর মুহতারাম আমীরে

জামা'আত সংগঠনের সফরসঙ্গীদের নিয়ে দুইবার এখানে আসেন।

লঞ্চ থেকেই হরিণের বিচরণ দেখা গেল। তারপর নেমে পশ্চিম দিকে প্রায় ১ কি.মি. হেঁটে হরিণ পালের দেখা পাওয়া গেল। অনেক লোকজন দেখে ওরা দ্রুত পালিয়ে যায়। সেখানে বগুড়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন হরিণের প্রিয় খাবার কেওড়া গাছের ডাল-পাতা ভেঙ্গে বিছিয়ে দিলেন এবং সবাইকে কিছু দূরে গিয়ে চুপ থেকে অপেক্ষা করতে বললেন। আরও একজন মুরব্বী এরূপ করলেন। হরিণ আসতে দেরী দেখে অনেকে মাগরিবের ছালাতের জন্য চলে গেলেন। এরি মধ্যে দল বেঁধে হরিণপাল আসলো পাতা খাওয়ার জন্য। অনেকেই এই চমৎকার দৃশ্য দেখে পরিতৃপ্ত হন।

এই স্পটে কোন মসজিদ নেই। ফলে সমুদ্র সৈকত সংলগ্ন উন্মুক্ত স্থানেই মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ইমামতিতে মাগরিব ও এশার ছালাত জামা'আতের সাথে জমা ও ক্বছর করা হয় এবং ব্যক্তিগতভাবে এক রাক'আত বিতর পড়া হয়। এক পাশে সাগর আর এক পাশে গহীন জঙ্গল। মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিস্তব্ধ-নিঝুম পরিবেশে ছালাত শেষে আমীরে জামা'আত সাথীদের উদ্দেশ্যে হৃদয় ছোঁয়া সংক্ষিপ্ত ভাষণ পেশ করেন। তিনি সকলকে মহান আল্লাহ্‌র অপূর্ব সৃষ্টি দেখে তাঁর শুকরিয়া আদায় এবং সর্বাধিক তাক্বওয়া অর্জনের উপদেশ দেন।

খুলনা রওয়ানা : কটকা সমুদ্র সৈকত পরিদর্শন শেষে ২৩শে মার্চ মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টায় লঞ্চ খুলনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। কটকা সফরের পর হিরণ পয়েন্ট ও দুবলার চর সফরের কথা ছিল। কিন্তু গাইডের দেওয়া তথ্যমতে ১৮ই মার্চ তারিখে এখানে একটি পর্যটকবাহী লঞ্চ ডুবোচরে আটকে যাওয়ায় এবং সমুদ্রের ঢেউ বেশী হওয়ায় হঠাৎ করে সেখানে ভ্রমণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফলে বাধ্য হয়ে ৫ দিনের সফর ১ দিন সংক্ষিপ্ত করে ৪ দিনের মধ্যে খুলনায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সকাল ৯-টায় মংলার নিকটবর্তী সুন্দরবনের স্পট 'করমজলে' লঞ্চ নোঙ্গর করে। আমীরে জামা'আতের লঞ্চ ব্যতীত অন্যান্য লঞ্চের যাত্রীরা এই স্পটে অবতরণ করেন। অতঃপর সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে ২৪শে মার্চ বৃহস্পতিবার দুপুর ২-টায় খুলনা লঞ্চ ঘাটে পৌঁছে। অতঃপর সেখানে সাতক্ষীরার লঞ্চে প্রস্তুত করা দুপুরের খানা খেয়ে সবাই স্ব স্ব গন্তব্যে যাত্রা করেন। আমীরে জামা'আতসহ রাজশাহীর সফরকারীগণ খুলনা থেকে রাজশাহীগামী বিকাল ৪-টার ট্রেনে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। স্টেশনে তাদের বিদায় জানান কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জনাব গোলাম মুক্তাদির। আমীরে জামা'আত তাঁর নিকটে স্বল্প সময়ে চমৎকারভাবে যেলা সম্মেলন সম্পন্ন করার জন্য ধন্যবাদ জনান।

পথিমধ্যে পোড়াদহ জংশনে আগের ট্রেনের দু'টি বগি লাইনচ্যুত হওয়ায় তার পূর্বের স্টেশন আলমডাঙ্গায় আমীরে জামা'আতের ট্রেন প্রায় দু'ঘণ্টা অবস্থান করে। একথা শুনতে পেয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী এমনকি ১৫ কি. মি. দূর থেকেও কর্মীরা ছুটে এসে স্টেশনে আমীরে জামা'আতের সাথে সাক্ষাত করেন। আমীরে জামা'আত তাদেরকে দ্বীনের প্রতি অটল থেকে জামা'আতবদ্ধভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার উপদেশ দেন। এ দীর্ঘ বিরতিতে স্টেশন ও সংলগ্ন বাজারে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত বই ও লিফলেট সমূহ বিতরণ করা হয়।

রাজশাহী হ'তে আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গী ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ, বর্তমান সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল, 'আল-আওনে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, রাজশাহী সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ, মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও মাওলানা আবুবকর (নামো পাড়া), রাজশাহী-পূর্ব যেলা আন্দোলন-এর উপদেষ্টা ডা. মানছূর আলী, মারকাযের বোর্ডিং সুপার আরীফুল ইসলাম, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর আইটি সহকারী আবুল বাশার ও মীযানুর রহমান।

এই সফরে খুলনা যাওয়ার পথে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম আলমডাঙ্গা স্টেশন থেকে এবং শূরা সদস্য তরীকুয্যামান, মেহেরপুর যেলা সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান ও সহ-সভাপতি হাসানুল্লাহ ভেড়ামারা স্টেশন থেকে উঠেন।

কুইজ ও স্মৃতিকথা অনুষ্ঠান : রাজশাহী হ'তে সফরে বের হওয়ার আগেই আমীরে জামা'আত শিক্ষা সফরের সাথীদের উদ্দেশ্যে আন্দোলন বিষয়ক ২৫টি এবং সুন্দরবন ও অন্যান্য বিষয়ক ২৫টি কুইজ প্রস্তুত করে নেন। খুলনা থেকে যাত্রা শুরুতেই কুইজগুলি ৫টি লঞ্চের সফরসঙ্গীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এজন্য প্রত্যেক লঞ্চে দু'জন করে দায়িত্বশীল নিযুক্ত করা হয়।

২২শে মার্চ সোমবার হাড়বাড়িয়া স্পট থেকে কচিখালী স্পটে যাওয়ার পথে বাদ মাগরিব আমীরে জামা'আতের লঞ্চে আল-'আওন-এর সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকিরের উপস্থাপনায় 'স্মৃতিকথা' অনুষ্ঠান শুরু হয়।

রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা ডা. মনছূর আলীর (৬৫) স্মৃতিচারণের মাধ্যমে এটি শুরু হয়। তাঁর স্মৃতিচারণের মুখ্য বিষয় ছিল, আমীরে জামা'আতকে তিনি কেন নেতা হিসাবে বেছে নিলেন? এরপর নওদাপাড়া-মহলদারপাড়ার মৎস্য ব্যবসায়ী যিয়ারত আলী (৫৫) 'মাছ ব্যবসায়ীদের নিজস্ব পরিভাষা' উপস্থাপন করেন। যা শুনে সবাই হাস্যমুখর হয়ে উঠেন এবং বক্তব্যটি দারুনভাবে উপভোগ করেন। মারকাযের পাশেই যে এরূপ বাংলা উপভাষা প্রচলিত আছে, ইতিপূর্বে কারু জানা ছিলনা। অতঃপর মাওলানা আমানুল্লাহ, শরীফুল ইসলাম, মাওলানা আবুবকর (নামোপাড়া) সহ নবীন-প্রবীণ বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ তাদের জীবনের অনেক উল্লেখযোগ্য স্মৃতি তুলে ধরেন।

'আহলেহাদীছ' হওয়ার অপরাধে কিভাবে তারা নির্যাতিত ও অপমানিত হয়েছেন এরূপ কিছু ঘটনাও উঠে আসে স্মৃতির পাতা থেকে। যেমন চট্টগ্রামের কর্মী তাজুল ইসলাম (নবীনগর, বি.বাড়িয়া) বলেন, আমার এলাকার সবাই ঢাকার দেওয়ানবাগী পীরের মুরীদ। তাদের ফেস্টুনের উপরে সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে জলছাপে দেওয়ানবাগীর চেহারা দেখানো হয়। নীচে জান্নাতে আল্লাহকে দেখা যাবে মর্মের হাদীছটি লেখা থাকে। তাতে মুরীদরা বুঝে নেয় যে, দেওয়ানবাগী স্বয়ং আল্লাহ। বিষয়টি তাজুলের মনে খটকা সৃষ্টি করে। পরে তিনি ছহীহ আক্বীদার বিভিন্ন বই-পত্র এলাকায় বিতরণ করতে থাকেন। তাতে তিনি বিভিন্ন সময় অপদস্থ হন। শেষে তিনি সরাসরি দেওয়ানবাগীর দরবারে চলে যান। সেখানকার কড়া প্রহরা এবং সর্বাধুনিক চেকিং সিস্টেম দেখে তিনি হতবাক হয়ে যান। এরপর তিনি ভাবেন যে, এভাবে একাকী বিচ্ছিন্নভাবে দাওয়াতী কাজ করে কোন ফায়েদা হবেনা। আমার একটি মযবূত শেল্টার প্রয়োজন। তখন তিনি চট্টগ্রামে আমাদের সংগঠনকে খুঁজে পান। বর্তমানে তিনি সংগঠনের একজন সক্রিয় কর্মী। *আলহামদুলিল্লাহ*।

২৩শে মার্চ মঙ্গলবার বাদ মাগরিব কটকা স্পটে দু'টি লঞ্চ একত্রিত করে কুইজের প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও সাতক্ষীরা

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। অন্য লঞ্চ থেকেও কর্মীদেরকে এই দুই লঞ্চে আনা হয়।

সবশেষে সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা নূরুল ইসলাম তার জেলখানার কিছু কাহিনী বর্ণনা করেন এবং নওগাঁ জেলে বসে আমীরে জামা'আতের 'এক রজনীর উপহার' 'ইনসানে কামেল' বইটি লেখার ঘটনা বর্ণনা করেন। অতঃপর আমীরে জামা'আতের সমাপনী ভাষণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

সফরের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সহ-সভাপতি আসাদুল্লাহ প্রমুখ। রান্না-বান্নার দায়িত্ব পালন করেন মাওলানা আব্দুল মান্নানের মেজ ভাই আব্দুল গফূর (৬১) ও তার সাথীরা। আমীরে জামা'আত সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেন যেন তিনি তাদের এই নিঃস্বার্থ খেদমতের সর্বোত্তম জাযা দান করেন।

মাসিক ইজতেমা

সারাংপুর, পবা, রাজশাহী ১৭ই মার্চ বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পবা উপযেলাধীন সারাংপুর দাখিল মাদ্রাসা ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পবা উপযেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। পারিলা এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হযরত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং আল-ফুরক্বান ইসলামিক সেন্টার, বাহরাইন-এর দাঈ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন হাট রামচন্দ্রপুর ডিগ্রী কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম ও পবা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আবু বকর। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ঘোলহাড়িয়া ইসলামিক স্কুলের পরিচালনা কমিটির সদস্য মাওলানা রুস্তম আলী।

তা'লীমী বৈঠক

পশ্চিমভাগ বাযার, পুঠিয়া, রাজশাহী ২৬শে মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পুঠিয়া উপযেলাধীন পশ্চিমভাগ বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পুঠিয়া উপযেলার উদ্যোগে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তা'লীমী বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন পুঠিয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ ইলিয়াসুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক ক্বারী মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ, অত্র মসজিদের সভাপতি মুহাম্মাদ ইলিয়াস ও রাজশাহী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ যায়েদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন শাখা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান।

সুধী সমাবেশ

রাজবাড়ী ২৫শে মার্চ বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরে অবস্থিত যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি গাযী মুখতারের বাসভবনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজবাড়ী যেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম এবং প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি গাযী মুখতার।

আলোচনা সভা

সালথা, ফরিদপুর ২৬শে মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সালথা থানাধীন সালথা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম এবং প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নো'মান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক খন্দকার মীযানুর রহমান, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মুছতফা এবং রাজবাড়ী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাকবূল হোসাইন। আলোচনা শেষে মুহাম্মাদ ইলিয়াস হোসাইনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ বেলালকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সালথা উপযেলা কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য, আলোচনা সভার আগে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক উক্ত মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

লেখক সম্মেলন ২০২১

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১০ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বিকাল সাড়ে ৪-টায় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা কক্ষ থেকে ভার্চুয়াল লেখক সম্মেলন-২০২১ অনুষ্ঠিত হয়। মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আত-তাহরীক-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। উক্ত সম্মেলনে বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য রাখেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ মুহিব্বুল্লাহ সিদ্দিকী এবং মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে লেখকদের উদ্দেশ্যে বলেন, যেকোন লেখা মানসম্পন্ন হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। (১) ভাষা প্রাঞ্জল ও সাবলীল হওয়া। অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, সেটা সহজভাবে প্রকাশ করা। যাতে শ্রোতা শুনেই তা হৃদয়ঙ্গম করে নেয়। যেমন যদি বলা হয়, হে মাঝি! নৌকাটা দ্রুত ঘাটে আনো, তাহ'লে মাঝি সেটা বুঝবে। কিন্তু যদি বলা হয়, হে কর্ণধার! তরী ত্বরা তীরে ভিড়াও। তাহ'লে সে বুঝবে না। নৌকাও ঘাটে ভিড়বে না। (২) বক্তব্য সংক্ষিপ্ত ও পরিষ্কার অর্থবোধক হ'তে হবে। যেন পাঠক তা শুনেই বুঝতে পারে। নইলে অর্থহীন বক্তব্য কখনো সাহিত্য হবে না। (৩) বানান ও ভাষা শুদ্ধ হ'তে হবে। নইলে শুরুতেই ভুল ধরা পড়লে পাঠক আর ভিতরে ঢুকতে চাইবে না। (৪) লেখা অলংকারপূর্ণ হ'তে হবে। দেহে অলংকার পরলে যেমন তার শোভা বৃদ্ধি পায়, ভাষায় অলংকার থাকলে তেমনি তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। অলংকারহীন দেহের যেমন কোন আকর্ষণ থাকে না, অলংকারহীন ভাষারও তেমনি কোন আবেদন থাকে না। যেমন কোন ভাষণে যদি বলা হয়, হে নর ও মাদীগণ! এর দ্বারা

হয়ত উদ্দেশ্য হাছিল হবে, কিন্তু সেটা অলংকারশূন্য হওয়ায় কেউ কথাটি গ্রহণ করবে না। বরং সেখানে অলংকার দিয়ে বলতে হবে, সম্মানিত ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ! (৫) ভাষা মার্জিত ও সদুদ্দেশ্যপূর্ণ হ'তে হবে। যাতে পাঠকের সুকুমার বৃত্তিগুলি সচকিত হয়ে ওঠে। কেননা 'সাহিত্য' অর্থই হ'ল, 'চিন্তাধারা ও কল্পনার সুবিন্যস্ত ও সুপরিকল্পিত লিখিত রূপ'। মুখে অনেক কথাই বলা যায়। কিন্তু লিখিতভাবে যাচ্ছেতাই বলা যায় না। বললে সেটা খিস্তি খেউড় হয়, সাহিত্য হয় না।

তিনি আরো বলেন, বাংলা ভাষাকে পৌত্তলিকতা মুক্ত করে তার আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা যেমন আমাদের জাতীয় কর্তব্য, তেমনি ইসলামের নামে শিরক ও বিদ'আত যুক্ত সাহিত্য সৃষ্টি করা হ'তে বিরত থেকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক সাহিত্য রচনা করাও আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। কারণ বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব নির্ভর করছে এর আদর্শিক তথা ইসলামী স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুন্ন রাখার উপরে এবং সাহিত্যের মাধ্যমে জনগণের ইসলামী চেতনাকে শাণিত রাখার উপরে। দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের স্বার্থে আলেম সমাজকে স্ব স্ব মাতৃভাষায় পারদর্শী হ'তে হবে। তবেই দ্বীন বিজয় লাভ করবে ইনশাআল্লাহ। মূলতঃ বাংলা কোন বিশেষ গোষ্ঠীর তৈরী ভাষা নয়। এ ভাষা আল্লাহ্র সৃষ্টি। এ ভাষাতেই আমাদেরকে আল্লাহ্ প্রেরিত অহি-র বিধানের প্রচার ও প্রসার ঘটাতে হবে এবং ইলাহী সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ মুহিব্বুল্লাহ সিদ্দিকী 'কিভাবে গবেষণা মূলক লেখা প্রস্তুত করতে হয়?' শীর্ষক আলোচনায় বলেন- তিনটি প্রশ্ন ও তিনটি উত্তর থাকলে তাকে গবেষণাপত্র বলা হবে। অর্থাৎ আমি কি করতে চাচ্ছি, কেন করতে চাচ্ছি এবং কিভাবে করতে চাচ্ছি। গবষেণাপত্র তৈরীর ক্ষেত্রে প্রথম বিষয় হ'ল, বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা (Selection of Title)। এটি সুন্দর হ'লে গবেষণা সুন্দর হবে। নইলে নয়। এক্ষেত্রে (ক) শিরোনাম স্পষ্ট ও সুন্দর হ'তে হবে। (খ) গবেষণার যৌক্তিকতা থাকতে হবে। (গ) সম সাহিত্য পর্যালোচনা। অর্থাৎ নিজের বিষয়বস্তুর নিকটবর্তী বিষয় সমূহে কোন গবেষণা হয়ে থাকলে সেগুলিকে যাচাই করে সেগুলির ত্রুটি নির্দেশ করে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় বিষয় নিতে হবে। এক্ষেত্রে চুরি বেশী হয়ে থাকে। সে বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে। (ঘ) প্রাইমারী সোর্স বা প্রাথমিক সোর্স অর্থাৎ নিজের দেখা বা সরাসরি সাক্ষাত। উল্লেখ্য, কুরআন-হাদীছ সর্বদা প্রাথমিক সোর্স। (ঙ) সেকেণ্ডারী সোর্স। অর্থাৎ যখন প্রাথমিক সোর্স থেকে Modifid Version এসে যায়, তখন সেটি সেকেণ্ডারী সোর্স হয়ে যায়। ইতিহাসের ক্ষেত্রে ইবনে বতুতার ইতিহাস প্রাথমিক সোর্স হিসাবে গণ্য। কেননা তিনি যা দেখেছেন, তাই লিখেছেন। (চ) উৎস থেকে তথ্য গ্রহণের জন্য একাধিক ভাষা জানতে হবে।

Methodology বা গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বলেন, সামাজিক বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানে গবেষণা পদ্ধতির বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য Source-কে সম্পূরক বা পরিপূরক সোর্স সমূহের মাধ্যমে নিজের মধ্যে তৈরী করতে হবে। অর্থাৎ Hypothesis-কে Synthesis করে Thesis-এ পরিণত করতে হবে। থিসিসে একই তথ্যসূত্র পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। একই থিসিসে একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করা যাবে না। এর জন্য শিকাগো ফরমেটটাই অধিকাংশের নিকট গ্রহণযোগ্য। তবে এ ব্যাপারে প্রত্যেকে স্বাধীন। বানানরীতির ক্ষেত্রেও একই রীতির অনুসরণ করতে হবে।

আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম 'লেখালেখির খুঁটিনাটি' বিষয়ে বলতে গিয়ে একটি সুন্দর, কার্যকর ও পাঠকনন্দিত লেখা তৈরীর জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর লক্ষ্য রাখতে লেখকদের প্রতি আহ্বান জানান।- ১. যে কোন বিষয়ে লেখার জন্য সে বিষয়ে বিস্তর লেখা-পড়া করে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করে লিখতে হবে। ২. ভাল লেখার জন্য পাণ্ডুলিপি তৈরী করে রিভিশন দেওয়া বা বার বার পড়তে হবে। যেন লেখাটি নির্ভুল হয়। ৩. লেখার মাঝে কোন অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা থাকলে তা দূর করতে হবে। কারণ লেখক নিজে কোন বিষয়ে না বুঝলে তা পাঠকের বুঝতে কঠিন হবে। ৪. লেখাতে সঠিক শব্দের ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা লেখাকে প্রাঞ্জল, সাবলীল ও শ্রুতিমধুর করে তোলে। ৫. লেখায় বিরাম চিহ্ন সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। ৬. লেখার শিরোনামের সাথে আলোচ্য বিষয়ের মিল থাকা যরূরী। অন্যথা লেখা পড়তে পাঠকের মাঝে বিরক্তি আসবে এবং তা অগ্রহণীয় হবে। ৭. লেখায় বিদেশী কোন ভাষা উল্লেখ করা হ'লে তার সঠিক অনুবাদ উল্লেখ করতে হবে, যাতে পাঠকের বুঝতে কোন সমস্যা না হয়। ৮. গবেষণামূলক লেখার ক্ষেত্রে মূল উৎস থেকে সূত্র উল্লেখ করতে হবে। ৯. লেখা তৈরীর ক্ষেত্রে কোন লেখককে অনুসরণ করা যায়, কিন্তু তার লেখা হ'তে হুবহু তুলে দেওয়া যাবে না। ১০. যে কোন লেখার শুরু ও শেষ সুন্দর হওয়া উচিত। যাতে পাঠক লেখা পড়তে গিয়ে ভূমিকা পড়েই ঐ লেখা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করে। তেমনি উপসংহার পড়ে যেন লেখার সারবস্তু সংক্ষেপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। সর্বোপরি একটি ভাল লেখা উপহার দেওয়ার জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, যাতে লেখাটা সবার উপকারে আসে এবং তা পড়ে পাঠক আনন্দ পায়।

সভাপতির ভাষণে ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ৪ঠা নভেম্বর ২০১৬ সালের পর দ্বিতীয়বারের মতো লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ায় মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন। উল্লেখ্য, সেবার সম্মেলন হয়েছিল সরাসরি। আর এবার হচ্ছে ভার্চুয়াল। তিনি লেখকদের উদ্দেশ্যে বলেন, লেখালেখি হ'তে হবে সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে। অন্যকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়, বরং নিজের দায়িত্ববোধ থেকে রিয়ামুক্ত হয়ে লিখতে হবে। তিনি বলেন, ভাল লেখক হ'তে হ'লে অবশ্যই ভাল পাঠক হ'তে হবে। নিজের লেখার পাঠক আগে নিজেকেই হ'তে হবে। সেই সাথে হ'তে হবে চিন্তাশীল। তিনি মাননীয় অতিথিবৃন্দ, আলোচকবৃন্দ ও অনলাইনে যোগদানকারী সম্মানিত লেখকগণকে ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখ্য যে, উক্ত সম্মেলনটি অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয় এবং তা ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। অনুষ্ঠানটি দু'টি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বে বাদ আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত অতিথিগণের বক্তব্য এবং বাদ মাগরিব থেকে রাত্রি ৮-টা পর্যন্ত 'জুম এ্যাপে'র মাধ্যমে লেখকদের সাথে মতবিনিময় সভা। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা বিভাগ-এর পরিচালক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

যুবসংঘ

এলাকা সম্মেলন

ভবানীপুর, সাতক্ষীরা ১লা এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন ভবানীপুর ইউনাইটেড মাধ্যমিক বিদ্যালয় ময়দানে 'যুবসংঘ' ভবানীপুর এলাকার উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক আবু

তাহের। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, বাঁকাল দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ-র শিক্ষক মুহাম্মাদ সোহেল, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি দেলোয়ার হোসাইন, 'সোনামণি'র পরিচালক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর ও কাকডাঙ্গা এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা শামসুল আলম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন।

সোনামণি

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ২রা এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার সদর থানাধীন বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্স সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক আবু তাহের। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান এবং যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ও 'সোনামণি'র উপদেষ্টা নাজমুল আহসান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ওমায়ের রহমান ও জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ।

মৃত্যু সংবাদ

সাভার উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন (৭২) গত ১১ই এপ্রিল রবিবার দিবাগত রাত ২-টায় ঢাকা সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে করোনা চিকিৎসা রত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন *(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)*। তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র, ৩ কন্যা ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান। পরদিন বাদ যোহর সাভারে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং সাভার তালবাগ কেন্দ্রীয় গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন ঢাকা-উত্তর সাংগঠনিক যেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আখতারুযযামান। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

[আমরা মাইয়েতের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

মর্মান্তিক!

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রংপুর যেলার সহ-সভাপতি মতীউর রহমানের ছোট ভগ্নিপতি মুহাম্মাদ ছালাহুদ্দীন (৩৩), দুই বোন, ছোট বোনের ছেলে ও মেয়েসহ মোট ৪টি পরিবারের ১৩ জন এবং হানিফ পরিবহনের ৪ জন মোট ১৭ জন গত ২৬শে মার্চ শুক্রবার দুপুর ২-টায় রাজশাহী যেলার কাটাখালী থানার সামনে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন*। এদের মধ্যে মুহাম্মাদ ছালাহুদ্দীন 'যুবসংঘ' পীরগঞ্জ উপযেলার সাবেক অর্থ সম্পাদক ছিলেন।

উল্লেখ্য, তারা একটি মাইক্রোবাস যোগে মোট ১৩ জন রংপুর থেকে চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার সোনামসজিদ ও নওদাপাড়া মারকায সফরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে দুপুর দু'টার দিকে রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী হানিফ পরিবহনের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় মাইক্রোবাসের দু'টি গ্যাস সিলিন্ডার বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। এতে ড্রাইভারসহ ১৪ জনের ১৩ জন অগ্নিদগ্ধ হয়ে মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যুবরণ করেন। বাকী ১ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এক্সিডেন্টে মৃত বাপ-মার বেঁচে যাওয়া যুবক সন্তান (১৮) বর্তমানে রাজশাহী মেডিকেল থেকে রিলিজ নিয়ে রংপুর মেডিকেলে চিকিৎসাধীন আছে। অদ্য ১৭ই এপ্রিল রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তার স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরেনি। ছোট একটি বোন ব্যতীত তাদের সংসারে আর কেউ বেঁচে নেই।

পরদিন ২৭শে মার্চ শনিবার দিবাগত রাত ১১-টায় রংপুর যেলার পীরগঞ্জ উপযেলা ময়দানে একত্রিতভাবে তাদের ১ম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল করীম সহ সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অতঃপর রাত ১২-টায় পীরগঞ্জ উপযেলার বড় রাজারামপুর গ্রামে মতীউর রহমানদের নিজ বাসভবনের সামনের ময়দানে তাদের পরিবারের নিহত ৫ জনের দ্বিতীয় জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ইমামতি করেন মৃত দু'বোনের ভাই ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মতীউর রহমান। জানাযায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর, তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, 'আল-আওনে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ মুছতফা, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ লাল মিয়া সহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী উপস্থিত ছিলেন। জানাযা শেষে তাদেরকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

[আমরা এতগুলি মুসলমানের এই আকস্মিক মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি এবং তাদেরকে শহীদের মর্যাদা দেওয়ার জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করছি। -সম্পাদক]

লালমণিরহাট শহর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আবেদন

সম্মানিত দ্বীনী ভাই! আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।

লালমণিরহাট যেলার আহলেহাদীছ ভাই-বোনদের দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবী লালমণিরহাট শহরে একটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্যে লালমণিরহাট শহরে আহলেহাদীছ জামে মসজিদ নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এজন্য শহরের প্রাণকেন্দ্রে গত ০৪/০৪/২০২১ তারিখে ১০ শতাংশ জমি রেজিষ্ট্রী বায়না করা হয়েছে। উক্ত জমি সাফ কবলা ও মসজিদ নির্মাণের জন্য প্রয়োজন প্রায় ১০০,০০,০০০/=(এক কোটি) টাকা। অতএব দানশীল মুসলিম ভাই-বোনদেরকে সাধ্যমত দান করার জন্য বিনীত আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে উত্তম জাযা দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

(১) লালমণিরহাট শহর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, সঞ্চয়ী হিসাব নং-০২০০০১৫২৫২৩১৪
অগ্রণী ব্যাংক, লালমণিরহাট শাখা। (২) বিকাশ নং-০১৮৫১-৮৩৯২২২।

সার্বিক যোগাযোগ : প্রকৌশলী মুহাম্মাদ আইনুল হক, সাধারণ সম্পাদক, মসজিদ বাস্তবায়ন কমিটি।
মোবাইল নং ০১৭১২-৯৯১১৩৮; ০১৭২৩-৩১৩৫৯৫।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৮১) : ছিয়াম অবস্থায় করোনার টিকা গ্রহণ করা যাবে কী?

-রেযাউল করীম, রসূলপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : ছিয়ামরত অবস্থায় করোনা ভাইরাসের টিকা গ্রহণ করা যাবে। কেননা ছিয়াম অবস্থায় খাদ্য নয় এরূপ বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করায় কোন বাধা নেই। অতএব যেসব টিকা, ইনস্যুলিন, ইনজেকশন বা ভ্যাকসিন খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না বা শরীরে বাড়তি পুষ্টি যোগায় না, সেগুলো ছিয়াম অবস্থায় চিকিৎসা হিসাবে গ্রহণ করা যাবে। অনুরূপ হাঁপানী রোগের জন্য ছিয়াম অবস্থায় 'ইনহেলার' নেওয়া যাবে। কারণ এগুলি স্যালাইন বা গ্লুকোজ ইনজেকশনের ন্যায় খাদ্য বা পানীয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/১৯৬-৯৯, ১৯/২২৫, ২০/২৮৪; 'ছিয়াম ও ক্বিয়াম' ৯০ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২/২৮২) : আছহাবে কাহফের সদস্য কতজন ছিল? কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-শহীদুল ইসলাম, মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তর : প্রকাশ্য আয়াত এবং ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বক্তব্য অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ছিল সাত জন *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা কাহফ ২২ আয়াত)*। তবে অত্র আয়াতে এসব নিয়ে বিতর্ক করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এগুলি আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম। অতএব সংখ্যা মুখ্য নয়, বরং উক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং আল্লাহ্র উপরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাই হ'ল মুখ্য বিষয়।

প্রশ্ন (৩/২৮৩) : পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ছয় দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে। আবার বলা হয়েছে, আল্লাহ 'হও' বললে হয়ে যায়। তাহ'লে ছয় দিনের তাৎপর্য কি?

-আব্দুল কাদের, কাকনহাট, রাজশাহী।

উত্তর : 'ছয়দিনে' কথাটি কুরআনে সাত স্থানে এসেছে। যার প্রথম হ'ল সূরা আ'রাফের ৫৪ নং আয়াত। অত্র আয়াতে 'দিন' অর্থ সময়কাল। যার দৈর্ঘ্য হ'ল আখেরাতের হিসাবে হাযার বছর *(সাজদাহ ৩২/৫)* অথবা পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান *(মা'আরেজ ৭০/৪)*। কেননা তখন সূর্য ছিল না। তাই দুনিয়াবী ২৪ ঘণ্টার হিসাব অচল। আর সবই হয়েছে আল্লাহ্র ইচ্ছায়। এতে বান্দার কোন হাত নেই। তিনি বলেন, 'আমরা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এ দু'য়ের মধ্যেকার সবকিছুকে সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে। অথচ এতে আমাদের কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি' *(ক্বা-ফ ৫০/৩৮)*। আর এই ছয়দিন হ'ল রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার। শুক্রবারে আছরের পূর্বেই সবকিছু শেষ করেন। অতঃপর আছর থেকে দিনের শেষ মুহূর্তে আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেন *(মুসলিম হা/২৭৮৯; মিশকাত হা/৫৭৩৪)*। আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) বলেন, আল্লাহ রবিবার ও সোমবারে পৃথিবী সৃষ্টি করেন। মঙ্গলবার ও বুধবারে আকাশ সমূহ সৃষ্টি করেন। বুধবার ও বৃহস্পতিবারে খাদ্য সমূহ এবং পৃথিবীর অন্যান্য বস্তু সমূহ সৃষ্টি করেন। শুক্রবারে আছরের পূর্বেই সবকিছু শেষ করেন *(বায়হাক্বী হা/১৮১৬১, ৯/৩ পৃ.; কুরতুবী, তাফসীর সূরা আন'আম ১ আয়াত)*। এই ছয় দিনের তাৎপর্য সম্পর্কে এতটুকুই বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা চাইলে এক নিমিষেই সবকিছু 'হও' বলে সৃষ্টি করতে পারতেন। তবে বিশেষ হিকমতের কারণে তিনি তা করেননি। বরং প্রকৃতির সবকিছুকে ধারাবাহিক ও নিয়মবদ্ধভাবে করেছেন, যাতে তা মানুষের জন্য শিক্ষণীয় হয়। তাছাড়া আল্লাহ্র নিকট প্রত্যেকটি বস্তুর একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা আ'রাফ ৫৪ আয়াত)*।

প্রশ্ন (৪/২৮৪) : সুন্নাত ছোট হৌক বা বড় হৌক সুন্নাতের প্রতি অবহেলা করা যাবে না। এক্ষণে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ সময়ে সাদা দাড়িতে মেহেদী ব্যবহার করতেন। এই সুন্নাতকে অবহেলা করা সমীচীন হবে কি?

-মুহাম্মাদ আবু তাহের, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : দাড়িতে মেহেদী বা খেযাব ব্যবহার করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা বার্ধক্যের শুভ্রতাকে পরিবর্তন করো এবং ইহূদীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না' *(তিরমিযী হা/১৭৫২; মিশকাত হা/৪৪৫৫, হাদীছ ছহীহ)*। তবে কোন মুসলমান দাড়িতে খেযাব ব্যবহার না করলে তাকে সুন্নাতের অবহেলা বলা যাবে না। কেননা বিষয়টি অপরিহার্য নয়। হযরত আলী, উবাই বিন কা'ব, আনাস, সালামা বিন আকওয়া' (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী খেযাব ব্যবহার করতেন না *(ফাৎহুল বারী হা/৫৮৯৯-এর আলোচনা ১০/৩৫৫ পৃ.)*। ত্বাবারাণী বলেন, ছাহাবীদের একদল খেযাব লাগাতেন, একদল লাগাতেন না। ছাহাবীগণের মধ্যে এ নিয়ে কোন বিতর্ক ছিল না *(মুসলিম শরহ নববী হা/২১০৩-এর আলোচনা)*। তবে কাশফুলের মত সাদা চুল-দাড়ি হ'লে খেযাব লাগানো যরূরী *(মুসলিম হা/২১০২)*।

প্রশ্ন (৫/২৮৫) : নিয়মিত মাগরিব ছালাতের পর মসজিদে নছীহত করার আয়োজন করা যাবে কি?

-আলমগীর হোসাইন, গোড়ান, ঢাকা।

উত্তর : মুছল্লীদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে যেকোন সময় ছালাত শেষে নিয়মিত দ্বীনী আলোচনার আয়োজন করায় কোন বাধা নেই। তবে মুছল্লীদের মাসনূন যিকর-আযকার শেষ হওয়ার পর আলোচনা শুরু করা উত্তম *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৬/৭৪-৭৫)*। শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, ছালাতের পরে আলোচনা করা বিদ'আত নয়; বরং এটিও যিকর ও জ্ঞান আদান-প্রদানের অংশ *(ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১২/৯০)*। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) প্রায় ছালাত শেষে আলোচনা করতেন *(বুখারী হা/৪০১; মিশকাত হা/১২৯, ১৬৫, ৯০৯, ১১৩৭, ৪৬২১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ফরয ছালাত আদায় করার

পর বসে যায় এবং লোকদের তা'লীম দেয়, সে ব্যক্তি যে দিনে ছিয়াম পালন করে ও রাতে ইবাদত করে তার চেয়ে বেশী মর্যাদাবান। যেমন তোমাদের একজন সাধারণ মানুষের ওপর আমি মর্যাদাবান' *(দারেমী হা/৩৪০; মিশকাত হা/২৫০)*। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) প্রতি বৃহস্পতিবারে এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রতি শুক্রবারে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে ওয়ায করতেন *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২০৭; বুখারী হা/৬৩৩৭; মিশকাত হা/২৫২)*। তবে মুছল্লীদের মানসিকতার দিকে খেয়াল রাখতে হবে, যাতে তাদের অসুবিধা বা বিরক্তির কারণ না হয়।

প্রশ্ন (৬/২৮৬) : জামাতা শ্বশুর বাড়িতে কতদিন পর্যন্ত থাকতে পারবে? তিন দিনের বেশী অবস্থান করা কি হারাম?

-শফীকুল ইসলাম, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : জামাতা শ্বশুরের অন্যতম নিকটাত্মীয়। সুতরাং শ্বশুরের সামর্থ্য ও নিমন্ত্রণ সাপেক্ষে জামাতা শ্বশুর বাড়িতে যতদিন খুশি থাকতে বা খেতে পারবে। এতে কোন শারঈ বাধা নেই। উল্লেখ্য যে, একটি হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস করে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান দেখায় তার প্রাপ্যের বিষয়ে। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল মেহমানের প্রাপ্য কী? তিনি বললেন, একদিন একরাত ভালভাবে মেহমানদারী করা, আর তিন দিন হ'ল (সাধারণ) মেহমানদারী। আর তার চেয়েও অধিক হ'লে তা হ'ল তার প্রতি দয়া *(বুখারী হা/৬০১৯; মিশকাত হা/৪২৪৪)*। এই হাদীছের ভিত্তিতে কেউ কেউ ধারণা করেন যে, জামাই বা অনুরূপ নিকটাত্মীয়রাও এই নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু একথা সঠিক নয়। বরং হাদীছটি মূলতঃ সাধারণ আগন্তুক বা মুসাফির মেহমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য *(দ্র. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী ১০/৫৩২-৩৩; মোল্লা আলী ক্বারী, মিরকাত ৭/২৭৩১; আযীমাবাদী, আওনুল মা'বূদ ১০/১৫২)*। ইসলামে মেহমানকে সম্মান করা গুরুত্বপূর্ণ ঈমানী দায়িত্ব। সেকারণে রাসূল (ছাঃ) মেহমানদারীকে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এমনকি একে মেহমানের হক হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন *(বুখারী হা/৬০১৯)*। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই মুসাফিরকে মেযবানের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, মেহমানদারী তিন দিন এবং উত্তমরূপে মেহমানদারী একদিন ও একরাত্রি। কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে সে তার ভাইয়ের নিকট অবস্থান করে তাকে পাপে নিপতিত করবে। তখন তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিভাবে সে তাকে পাপে নিপতিত করবে? তিনি বললেন, সে (মেহমান) তার নিকট (এমন দীর্ঘ সময়) অবস্থান করবে, অথচ তার (মেযবানের) নিকট এমন কিছু নেই, যা দ্বারা সে তার মেহমানদারী করবে' *(মুসলিম হা/৪৮; আহমাদ হা/২৭২০৯)*।

প্রশ্ন (৭/২৮৭) : মোহরানা আদায়ের গুরুত্ব জানতে চাই।

-আবুল বাশার, দিনাজপুর।

উত্তর : মোহরানা বিবাহের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা ফরয হিসাবে প্রদান কর' *(নিসা ৪/৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, বিবাহের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় শর্ত হ'ল, তোমরা যা দ্বারা মহিলার লজ্জাস্থান হালাল করবে, তা আদায় করা *(আবুদাঊদ হা/২১৩৯; ছহীহুল জামে' হা/১৫৪৭)*। মোহরানা পরিশোধ না করার নিয়ত করা গর্হিত অপরাধ। রাসূল (ছাঃ) কঠোর হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'যে ব্যক্তি কম বা বেশী মোহরের বিনিময়ে কোন মহিলাকে বিবাহ করল, অথচ মোহর পরিশোধ করবে না বলে নিয়ত করল এবং এই প্রতারণা করা অবস্থায় মারা গেল তাহ'লে ক্বিয়ামতের দিন সে যেনাকারী হিসাবে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে' *(ছহীহুত তারগীব হা/১৮০৬ ও ১৮০৭)*। অতএব মোহরানা আদায়ে কোনরূপ টালবাহানা করা যাবে না।

প্রশ্ন (৮/২৮৮) : ওহোদ পাহাড় কি রাসূল (ছাঃ)-কে বা রাসূল (ছাঃ) নিজেই ওহোদ পাহাড়কে ভালবাসতেন? এর কারণ কি?

-মাহবূবুর রহমান, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : নবী করীম (ছাঃ) ওহোদ পাহাড়কে ভালোবাসতেন এবং ওহোদ পাহাড়ও রাসূল (ছাঃ)-কে ভালোবাসত। যেমন হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) ওহোদ পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, এ পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে এবং আমরাও একে ভালোবাসি *(বুখারী হা/২৮৮৯; মিশকাত হা/২৭৪৫)*। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এই ভালোবাসা রূপক নয়; বরং প্রকৃত অর্থেই ছিল। কারণ রাসূল (ছাঃ) সহ কয়েকজন ছাহাবী যখন ওহোদ পাহাড়ের উপর আরোহন করেছিলেন, তখন তা কেঁপে উঠেছিল। আর রাসূল (ছাঃ) ওহোদ পাহাড়কে লক্ষ্য করে বলেন, শান্ত হও। পাহাড় রাসূলের নির্দেশে শান্ত হয়ে গিয়েছিল *(বুখারী হা/৩৬৯৯; ফাৎহুল বারী ৭/৪৭৮)*। পাহাড়ের ন্যায় একটি জড়বস্তু কিভাবে মানুষকে ভালোবাসতে পারে- এ ব্যাপারে ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, সবচেয়ে বিশুদ্ধ এবং পসন্দনীয় কথা হ'ল, ওহোদ আমাদের ভালোবাসে-রাসূল (ছাঃ)-এর এ কথার অর্থ প্রকৃত ভালোবাসা, যা রূপক নয়। আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে ভাল-মন্দ পার্থক্য করার মতো একটি শক্তি ও যোগ্যতা দান করেছেন, যার মাধ্যমে সে ভালোবাসে। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী, অনেক পাথরই আল্লাহ্র ভয়ে (পাহাড় থেকে) পড়ে যায় *(বাক্বারাহ ২/৭৪)*। অনুরূপ শুকনো কাঠ (আল্লাহ্র নবীর সামনে) ক্রন্দন করেছিল, কংকর তাসবীহ পাঠ করেছিল। অনুরূপ পাথর মূসা (আঃ)-এর কাপড় নিয়ে দৌড়িয়ে পালাচ্ছিল ইত্যাদি। তবে কেউ কেউ বলেন, ওহোদ আমাদের ভালবাসে অর্থ ওহোদ পাহাড়ের বাসিন্দা তথা আনছাররা আমাদের ভালবাসে *(নববী, শরহ মুসলিম হা/১৩৬৫-এর আলোচনা)*।

প্রশ্ন (৯/২৮৯) : সরকারী জমিতে জোরপূর্বক মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয হবে কি? এভাবে তৈরীকৃত মসজিদে ছালাত হবে কি? সেখানে দান করা যাবে কি?

-নাজমুল ইসলাম, শার্শা, যশোর।

উত্তর : সরকারী জমিতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত জবর দখল করে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না। কারণ মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি ওয়াক্ফ হওয়া আবশ্যক। তবে মালিকানাহীন পরিত্যক্ত খাস জমিতে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে, যদি তাতে কারো বৈধ আপত্তি না থাকে বা কারো কোন ক্ষতি না হয় *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৮/৪২৫; ইবনু তায়মিয়াহ,*

আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/১১১; তোহফাতুল মুহতাজ ৩/২৮৯)। এক্ষণে সরকারী হোক বা অন্যের মালিকানাধীন জমি হোক, তা জবর দখল করে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না। তবে কেউ সেখানে ছালাত আদায় করলে তা আদায় হয়ে যাবে, কেননা মূল দায়ভার সেই ব্যক্তির উপর যে তা অন্যায়ভাবে দখল করেছে *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/১৬৪; ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ২/৭৭)*।

প্রশ্ন (১০/২৯০) : কোন জারজ নারীকে বিবাহ করা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বংশাল, ঢাকা।

উত্তর : জারজ নারীকে বিবাহ করা জায়েয। কারণ পিতা-মাতার পাপ সন্তানের উপর বর্তাবে না *(আন'আম ৬/১৬৪; ছহীহাহ হা/২১৮৬)*। এক্ষণে মেয়ে যদি তাক্বওয়াশীল হয়, তাহ'লে তাকে বিবাহ করায় কোন বাধা নেই *(ফাতাওয়া ইসলামিয়া ৩/১৬৬)*। উল্লেখ্য যে, অবৈধভাবে জন্ম নেওয়া নারীর অভিভাবক হবে তাক্বওয়াশীল স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা আদালত *(তিরমিযী হা/১১০২; মিশকাত হা/৩১৩১; ছহীহুল জামে' হা/২৭০৯)*।

প্রশ্ন (১১/২৯১) : মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখা সম্ভব কি? ছাহাবায়ে কেরামের পর আর কেউ রাসূল (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখেছেন কি?

-আযীযুল ইসলাম, বেজোড়া, বগুড়া।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখা সম্ভব। ছাহাবী ও তাবেঈদের কেউ কেউ রাসূল (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে আমাকে স্বপ্নে দেখবে, সে অচিরেই জাগ্রত অবস্থাতেও আমাকে দেখবে। আর শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না *(বুখারী হা/৬৯৯৩; মুসলিম হা/২২৬৬; মিশকাত হা/৪৬০৯-১১)*। শয়তান অন্যের রূপ ধারণ করে এসে রাসূলের কথা বলে প্রতারণা করতে পারে। কিন্তু সরাসরি রাসূলের রূপ ধারণ করতে পারবে না। এজন্য দেখা যায়, কিছু বিদ'আতী প্রচার করে বেড়ায় যে, সে রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছে। কিন্তু আদৌ সে রাসূলকে দেখেনি। বরং শয়তানকে দেখেছে। সে রাসূলের মৌলিক গঠন সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ায় বিভ্রান্ত হয়েছে। এজন্য ইবনু সীরীনের কাছে এসে কেউ যখন বলত, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছি। তখন তিনি রাসূলের চেহারার ছিফাত বর্ণনা করতে বলতেন। যদি রাসূলের বৈশিষ্ট্যের সাথে না মিলত তাহ'লে তিনি বলতেন, তুমি অন্য কাউকে দেখেছ *(ছহীহাহ হা/২৭২৯-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য; ফাৎহুল বারী ১২/৩৮৪)*। কুলাইব বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে বললাম, আমি রাসূলকে স্বপ্নে দেখেছি। তখন তিনি বললেন, তাঁর ছিফাত বর্ণনা কর। আমি বললাম, হুবহু হাসান (রাঃ)-এর মতো। তখন তিনি বললেন, তাহ'লে তুমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছো *(ছহীহাহ হা/২৭২৯-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য; ফাৎহুল বারী ১২/৩৮৪)*।

প্রশ্ন (১২/২৯২) : ৩৩ বছর পূর্বে অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত ছেলে মেয়ে পালিয়ে কোর্টের মাধ্যমে বিবাহ করে এবং তাদের দু'জন সাবালক ছেলে আছে। পরে মেয়ের পরিবার বিবাহ মেনে নিলেও নতুনভাবে বিবাহ পড়ানো হয়নি। বর্তমানে মেয়ের পিতা মৃত। তবে মা বেঁচে আছেন। উক্ত বিবাহ ও সন্তান কি বৈধ?

-মাসঊদ আহমাদ, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত বিবাহ শিবহে নিকাহ হিসাবে গণ্য হবে এবং সন্তানেরা প্রকৃত সন্তান হিসাবেই গণ্য হবে। তারা ওয়ারিছ হিসাবে গণ্য হবে। কারণ মেয়ের পরিবার বিবাহ মেনে নিয়েছে এবং উক্ত বিবাহ রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে হয়েছে *(ইবনু কুদামা, মুগনী ৭/০৮, ১১/১৯৬; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩২/১০৩)*। বর্তমান অবস্থায় তাদের নতুন করে বিবাহ পড়ানোর সুযোগ নেই। তবে ভুল পদ্ধতিতে বিবাহের কারণে আল্লাহর নিকট অনুতপ্ত হৃদয়ে তওবা করতে হবে। উল্লেখ্য যে, মহিলাদের বিবাহের ক্ষেত্রে অলী বা পিতা গুরুত্বপূর্ণ। সেকারণ অভিভাবক ব্যতীত নারীর বিবাহকে রাসূল (ছাঃ) তিনবার বাতিল বলেছেন *(আহমাদ, আবুদাঊদ ও অন্যান্য; মিশকাত হা/৩১৩০, ৩১৩১)*।

প্রশ্ন (১৩/২৯৩) : স্ত্রী বেনামাযী, বেপর্দা এবং শারঈ বিধান পালনে অনাগ্রহী। এক্ষণে ধৈর্য ধরে দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে, না তালাক দেওয়া উত্তম হবে?

-ফারূক, মালিবাগ, ঢাকা।

উত্তর : সাধ্যানুযায়ী দাওয়াত দিয়ে যাওয়াই উত্তম হবে এবং পরিবর্তন লক্ষ্য করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'আর যদি তোমরা তাদের অবাধ্যতার আশংকা কর, তাহ'লে তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের বিছানা পৃথক করে দাও এবং (প্রয়োজনে) প্রহার কর। অতঃপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তাহ'লে তাদের জন্য অন্য কোন পথ তালাশ করোনা' *(নিসা ৪/৩৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা নারীদেরকে উত্তম নছীহত কর। কেননা নারী জাতিকে পুরুষের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টি বেশী বাঁকা। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তাহ'লে তা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি ছেড়ে দাও, তাহ'লে তা সব সময় বাঁকাই থাকবে। অতএব নারীদের নছীহত করতে থাক' *(বুখারী হা/৩৩৩১; মুসলিম হা/১৪৬৮; মিশকাত হা/৩২৩৮)*।

তালাক থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহর নিকট ঘৃণিত হালাল হ'ল তালাক প্রদান করা' *(আবুদাউদ হা/২১৭১; মিশকাত হা/৩২৮০; যঈফুল জামে' হা/৪৪)*। হাদীছটির সনদ 'মুরসাল' হ'লেও মর্মগতভাবে সঠিক *(উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ৩/৫৫)*। তবে সর্বোচ্চ চেষ্টা সত্ত্বেও তার মধ্যে সংশোধনের কোন লক্ষণ না পেলে তাকে তালাক দেওয়া যাবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/৩১৯, ৩৬৪)*।

প্রশ্ন (১৪/২৯৪) : আমাদের এখানে অনেক ভাই বন্দুকের সাহায্যে বন্য পাখি, হাঁস ও হরিণ শিকার করে। কিন্তু গুলি করার পর উক্ত প্রাণীগুলোর কাছে পৌঁছার পূর্বেই মারা যায়, তখন যবেহ করার কোন সুযোগ থাকে না। এমতাবস্থায় গুলি ছোড়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' বললে উক্ত প্রাণীগুলো যবেহ ছাড়া খাওয়া যাবে কি?

-ইদ্রীস আলী, টরেন্টো, কানাডা।

উত্তর: 'বিসমিল্লাহ' বলে বন্দুকের গুলি ছোড়া হ'লে এবং রক্ত প্রবাহিত হ'লে সে প্রাণীগুলো খাওয়া বৈধ হবে। এছাড়া

জীবিত অবস্থায় পেলে যবেহ করে নিবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আর তুমি তীর ছোড়ার সময় আল্লাহ্র নাম নিয়েই ছুড়বে। অতঃপর শিকার একদিন পর্যন্ত নিরুদ্দেশ থাকার পর তা পেলে, তাতে যদি তোমার তীরের আঘাত ব্যতীত অন্য কোন চিহ্ন না দেখ, তবে তুমি তা চাইলে খেতে পারো। তবে পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় পেলে তা খেয়ো না' *(মুসলিম হা/১৯২৯; নাসাঈ হা/৪২৯৮; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৩/৯১; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২০/০২)*।

প্রশ্ন (১৫/২৯৫) : হিজাব পরিহিতা গায়ের মাহরাম নারীকে একাকী পড়ানো যাবে কি? এথেকে অর্জিত অর্থ হালাল হবে কি?

-আনীস, সিলেট।

উত্তর : হিজাব পরিহিতা হ'লেও একাকী নির্জনে কোন গায়ের মাহরাম নারীকে পড়ানো যাবে না। কারণ দু'জন বেগানা নারী-পুরুষ একাকী হ'লে তৃতীয়জন থাকে শয়তান *(তিরমিযী হা/২১৬৫; মিশকাত হা/৩১১৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯০৮)*। এক্ষণে যদি গায়ের মাহরামকে পড়াতে হয় তাহ'লে নির্জনে নয়, বরং অন্য কারো উপস্থিতিতে বা তার মাহরামের উপস্থিতিতে পড়াতে হবে। উল্লেখ্য যে, মেয়েদের জন্য মহিলা শিক্ষিকার ব্যবস্থা করাই নিরাপদ।

প্রশ্ন (১৬/২৯৬) : শারঈ ওযর বশতঃ মসজিদে যেতে না পারায় ঘরে ছালাত আদায় করলে জামা'আতের নেকী পাওয়া যাবে কি?

-জাবের আহমাদ, ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তর : শারঈ ওযরের কারণে বাড়িতে একাকী বা জামা'আতে ছালাত আদায় করলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাকে নেক নিয়তের কারণে পূর্ণ ছওয়াব প্রদান করবেন *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৪/৩২৩)*। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, মানুষ অসুস্থ হ'লে অথবা সফরে থাকলে তার আমালনামায় তাই লেখা হয়, যা সে সুস্থ অবস্থায় বা বাড়ীতে থাকলে লেখা হ'ত' *(বুখারী হা/২৯৯৬; মিশকাত হা/১৫৪৪)*।

প্রশ্ন (১৭/২৯৭) : ছালাতে মহিলাদের পায়ের পাতা ঢেকে রাখা আবশ্যক কি? আবুদাঊদের হা/৬৪০-এর ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-নুসামা নূহা, বসুরহাট, নোয়াখালী।

উত্তর : মহিলাদের চেহারা ও দুই হাতের কব্জি ব্যতীত সর্বাঙ্গ সতর *(আবুদাঊদ হা/৪১০৪; মিশকাত হা/৪৩৭২)*। সে হিসাবে ছালাতে নারীদের জন্য পায়ের পাতা ঢেকে রাখা উত্তম *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৭/৮৬)*। তবে পায়ের পাতা প্রকাশ পেলে ছালাতের ক্ষতি হবে না, কেননা এটি স্বভাবজাতভাবে প্রকাশিতব্য *(তিরমিযী হা/৩৭৭-এর আলোচনা; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ ফাতাওয়া ২২/১১৪-১২০; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ২/১৬১)*। উল্লেখ্য যে, আবুদাঊদ হা/৬৪০ বলা হয়েছে যে, এমন (দীর্ঘ) কাপড় পরে ছালাত আদায় করবে, যাতে পায়ের পাতার উপরাংশ ঢেকে যায় *(মিশকাত হা/৭৬৩)*। তবে উক্ত হাদীছটির সনদ যঈফ *(ইরওয়া হা/২৭৪)*।

প্রশ্ন (১৮/২৯৮) : কোন ব্যক্তিকে সূদের ঋণ পরিশোধ করার জন্য যাকাতের অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করা যাবে কি?

-ইহসান, কোরপাই, কুমিল্লা।

উত্তর : সূদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির খালেছ নিয়তে তওবা করার শর্তে যাকাতের মাল থেকে সূদী ঋণ পরিশোধে সহযোগিতা করা যাবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৬/৪৮০; উছায়মীন, আশ-শারহুম মুমতে' ৬/২৩৫; লিকাউল বাবিল মাফতূহ, লিকা ১৫১; ড. ওমর সুলায়মান আশকার, আবহাছুন নাদওয়াতিল খামেসা লি কাযায়া যাকাতিল মু'আছিরা ২১০ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১৯/২৯৯) : নাপাক কাপড় পরিহিত অবস্থায় ওযূ করে পবিত্র কাপড় পরিধান করে ছালাত আদায় করলে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?

-আব্দুল বারী, রাজশাহী।

উত্তর : এমতাবস্থায় ছালাত সিদ্ধ হবে *(ফাতাওয়া আশ-শাবকাতুল ইসলামিয়া ১১/১৫৪৭)*।

প্রশ্ন (২০/৩০০) : স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে কোন একজন ছালাত আদায় না করলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। আমাদের একজন কিছুদিন ছালাত আদায় করেনি। কিন্তু বর্তমানে আমরা উভয়েই ছালাত আদায় করি। এক্ষণে আমাদের নতুনভাবে বিবাহ করতে হবে কি?

-ফরীদুদ্দীন মণ্ডল, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : অবহেলাবশে ছালাত ত্যাগকারীর বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হবে না। বরং কেউ যদি ছালাতের ফরযিয়াতকে অস্বীকার করে, তাহ'লে সে কাফের হয়ে যাবে এবং স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হবে। যেহেতু আপনারা ছালাতকে অস্বীকার কারী ছিলেন না, সেহেতু আপনাদের মধ্যে তালাক হয়নি। এমতাবস্থায় নতুনভাবে বিবাহ পড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৫১)*।

প্রশ্ন (২১/৩০১) : জনৈক ব্যক্তি তার আত্মীয়-স্বজনের কথায় প্রতিজ্ঞা করে যে, তার ছেলে ও মেয়েকে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার বানিয়েই ছাড়বে। এমন প্রতিজ্ঞা করা কি সমীচীন হবে?

-সাঈদ আহমাদ, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : ভবিষ্যৎ কোন বিষয়ে এমন জোর প্রতিজ্ঞা করা সমীচীন নয়। কেননা বান্দার তাক্বদীর পূর্বনির্ধারিত। কারো প্রতিজ্ঞায় বা সংকল্পে তা পরিবর্তনশীল নয়; বরং একমাত্র আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর তা নির্ভরশীল। তবে ইনশাআল্লাহ বলে নিজের বৈধ ইচ্ছা বা কামনা প্রকাশ করতে পারে *(কাহফ ১৮/২৩-২৪)*।

প্রশ্ন (২২/৩০২) : আমি জনৈক হিন্দুর নিকট থেকে কিছু টাকা ঋণ নিয়েছিলাম। কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে বা তার কোন ওয়ারিছকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-আব্দুল্লাহ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : এক্ষেত্রে শারঈ বিধান হ'ল, পূর্ণ এক বছর মালিক বা তার ওয়ারিছদের সন্ধানে থাকতে হবে। এরপরে মালিক বা তার ওয়ারিছদের পাওয়া না গেলে ব্যক্তি উক্ত সম্পদ ভোগ করতে পারে কিংবা ছাদাক্বা করতে পারে। তবে কোনদিন যদি পাওনাদারকে খুঁজে পাওয়া যায় বা তার ওয়ারিছেরা ফিরে আসে এবং অর্থ দাবী করে, তাহ'লে তাদের পাওনা অর্থ ফেরত দিতে হবে। তখন উক্ত ছাদাক্বাটি দানকারীর পক্ষ

থেকে হয়ে যাবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৪/৪১, ৬৯-৭১; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৬/০২, টেপ ১৩৪)*।

প্রশ্ন (২৩/৩০৩) : জান্নাতের কি একশটি স্তর রয়েছে? যদি থাকে তবে নিম্ন স্তরের জান্নাতীরা কি উচ্চ স্তরের জান্নাতীদের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করবে না?

-রায়হানুল ইসলাম, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : জান্নাতে কেবল একশটি নয় বরং অসংখ্য স্তর আছে *(নিসা ৪/৯৫-৯৬; আনআম ৬/১৩২; আনফাল ৮/৪; বনী ইসরাঈল ১৭/২১; ত্ব-হা ২০/৭৫)*। যার মধ্যে শুধু একশটি স্তর এমন রয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন *(বুখারী হা/২৭৯০; মিশকাত হা/৩৭৮৭)*। অন্য হাদীছে এসেছে, জান্নাতে কুরআনের আয়াত সমপরিমাণ স্তর আছে *(ইবনু মাজাহ হা/৩৭৮০; ছহীহুত তারগীব হা/৬৩৮; ফাৎহুল বারী ১৩/৪১৩; ইবনুল ক্বাইয়িম, হাদিল আরওয়াহ ৬৬, ৭৯ পৃ; ইয বিন আব্দুস সালাম, আল-ফাওয়ায়েদু ফি ইখতিছারিল মাক্বাছেদ ১৫৩ পৃ.)*। সুতরাং জান্নাতের অসংখ্য স্তর রয়েছে। এক্ষণে এই স্তরগুলোর বাস্তবতা কেমন ও বিভিন্ন স্তরের অধিবাসীদের মধ্যে মর্যাদার কি তফাৎ হবে- সে ব্যাপারে কোন স্পষ্ট হাদীছ নেই। অবশ্য হাদীছের বর্ণনামতে, জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরের নাম হ'ল 'ফেরদাউস'। আর জান্নাতের একটি স্তর থেকে আরেকটি স্তরের দূরত্ব দুই আকাশের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমপরিমাণ হবে *(বুখারী হা/২৭৯০; মিশকাত হা/৩৭৮৭)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ঈমান, আমল ও তাক্বওয়ার তারতম্যের ভিত্তিতে জান্নাতীদের মধ্যে এই স্তরভেদ করা হবে *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১১/১৮৮)*। আর নেক আমলের প্রতিযোগিতা করতে উৎসাহিত করার জন্যই এই স্তরগুলোর তারতম্যের কথা হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে। যাতে তারা জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য দুনিয়াতে নেক আমলের প্রতিযোগিতা করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, জান্নাতের বাসিন্দাগণ জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদসমূহ উপর দিকে দেখতে পাবে, যেমন দূরবর্তী উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহ তোমরা আকাশের পূর্ব বা পশ্চিম কোণে স্পষ্ট দেখতে পাও। কেননা তাদের পরস্পরের সম্মানের ক্ষেত্রে পার্থক্য সূচিত থাকবে। এ কথা শ্রবণে ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ স্তরসমূহ তো নবীদের জন্য নির্ধারিত। তাদের ছাড়া অন্যেরা তো ঐ স্তরে কখনো পৌঁছতে পারবে না। জবাবে তিনি বললেন, কেন পারবে না, অবশ্যই পারবে। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি! যে সব ব্যক্তি আল্লাহ্র উপরে ঈমান এনেছে ও তাঁর রাসূলদের সত্য বলে বিশ্বাস করেছে, তারা উক্ত স্তরসমূহে প্রবেশ করতে পারবে *(বুঃ মুঃ ছহীহুত তারগীব হা/৩৭০৬)*। তবে এই মর্যাদার পার্থক্যের কারণে কারো অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ স্থান পাবে না। কেননা জান্নাতীদের হৃদয় থেকে এই ধরনের অনুভূতিকেই উঠিয়ে নেয়া হবে *(হিজর ১৫/৪৭)*।

প্রশ্ন (২৪/৩০৪) : সদ্যমৃত ব্যক্তি, যাকে এখনও কবরস্থ করা হয়নি, তাকে সালাম দেওয়া যাবে কি?

-নাজমুল হুদা, টিকরামপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : কবরে মাইয়েতকে শোয়ানোর পূর্বে সালাম দেওয়ার বিধান নেই। রাসূল (ছাঃ) বা পূর্ববর্তী কোন সালাফ থেকে এ ব্যাপারে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। সুতরাং মাইয়েতকে কবরে শোয়ানোর পূর্বে তাকে সালাম নয়, বরং তার জন্য দো'আ করা মুস্তাহাব। কারণ এসময় মানুষ দো'আ করলে তার সমর্থনে ফেরেশতারা আমীন বলে থাকেন *(মুসলিম হা/৯২০; মিশকাত হা/১৬১৭)*। উল্লেখ্য যে, মাইয়েতকে সামনে রেখে প্রচলিত 'গার্ড অফ অনার' দেওয়ার রীতি শরী'আত সম্মত নয়।

প্রশ্ন (২৫/৩০৫) : মা'যূর ব্যক্তি যিনি চেয়ারে বসে ছালাত আদায় করেন, তিনি কি ইমামতি করতে পারবেন? এছাড়া জুতা পরিধান করে ছালাত আদায়ের হুকুম কি?

-আবুল বাশার, দিনাজপুর।

উত্তর : অসুস্থ বা মা'যূর ব্যক্তি চেয়ারে বসে ইশারায় সিজদা করে ইমামতি করতে পারবেন। কারণ রাসূল (ছাঃ) ওযরের কারণে বসে ছালাতে ইমামতি করেছিলেন। আর আবুবকর (রাঃ) তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে এবং অন্যান্য ছাহাবীগণ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ইকতেদা করেছিলেন *(বুখারী হা/৬৮৭; মুসলিম হা/৪১৮; মিশকাত হা/১১৪৭)*। এক্ষণে ইমাম দাঁড়িয়ে ছালাত শুরু করার পর যদি অসুস্থতার কারণে বসে ছালাত আদায় করেন, তবে মুছল্লীরা বাকী ছালাত দাঁড়িয়ে আদায় করবে। অতএব অসুস্থ অবস্থায় ইমাম বসে ছালাতে ইমামতি করতে পারবেন। জুতায় অপবিত্রতা না থাকলে জুতা পরিধান করে ছালাত আদায় করা জায়েয। আনাস ইবনু মালেক (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, নবী করীম (ছাঃ) কি তাঁর জুতা পরে ছালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ *(বুখারী হা/৩৮৬)*।

প্রশ্ন (২৬/৩০৬) : উচ্চশিক্ষার জন্য নারীরা বিদেশে মাহরাম ব্যতীত একাকী গমন করতে এবং অবস্থান করতে পারবে কি?

-শেরশাহ বাবলু, রাজশাহী।

উত্তর : মাহরাম ব্যতীত কোন নারীর একাকী দূরে সফরে কিংবা বিদেশে গমন করা নিষিদ্ধ। নারীর সার্বিক নিরাপত্তা বিধান ও ফেৎনা থেকে প্রতিরক্ষার জন্যই ইসলামের এই নীতি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মেয়েরা মাহরাম ব্যতীত অন্য কারো সাথে সফর করবে না এবং মাহরাম কাছে নেই এমতাবস্থায় কোন পুরুষ কোন মহিলার নিকট গমন করতে পারবে না। এ সময় এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি অমুক অমুক সেনাদলের সাথে জিহাদ করার জন্য যেতে চাচ্ছি। কিন্তু আমার স্ত্রী হজ্জ করতে যেতে চাচ্ছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি তার সাথেই যাও *(বুখারী হা/১৮৬২; মুসলিম হা/১৩৪১)*। এক্ষণে যদি পথের নিরাপত্তা থাকে কিংবা অন্যান্য নারীদের সাথে পূর্ণ নিরাপত্তা ও ইয্যত-আব্রু রক্ষা করে সেখানে গমন বা অবস্থানের নিশ্চয়তা থাকে, তাহ'লে তারা শর্তসাপেক্ষে বিদেশে বা দূর শহরে উচ্চশিক্ষার জন্য যেতে পারে। আর যদি কোন প্রকার ফিৎনার আশংকা থাকে বিশেষত অমুসলিম দেশে, তবে তা হারাম হবে। কেননা উচ্চশিক্ষার চেয়ে নিজের ঈমান-আমল এবং ইয্যত-আব্রু হেফাযত করা অধিক যরূরী এবং ফরযে আইন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১২/১৭৮)*।

প্রশ্ন (২৭/৩০৭) : মৃত মুযযাম্মিল হক নিঃসন্তান। তার একজন সহোদর ভাই ও বোন আছে। আর একজন বৈমাত্রেয়

ভাই আছে। মৃতের সম্পদ কিভাবে বণ্টিত হবে?

-বদীউয্যামান, মোনাপুর, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তর : মৃতের স্ত্রী থাকলে তাকে এক-চতুর্থাংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট পুরো সম্পত্তি ভাই ও বোনেরা ছেলের অর্ধেক মেয়ে হিসাবে পেয়ে যাবে। সহোদর ভাই ও বোন থাকায় বৈমাত্রেয় ভাই মীরাছ পাবে না *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/১৯৯; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৩/৪৭)*। আল্লাহ বলেন, 'আর যদি তারা অনেক ভাই ও বোন থাকে, তাহ'লে 'এক ভাই সমান দুই বোন' নীতিতে সম্পত্তি বণ্টিত হবে। আল্লাহ তোমাদেরকে এগুলি বর্ণনা করছেন যাতে তোমরা বিভ্রান্ত না হও। বস্তুতঃ আল্লাহ সকল বিষয়ে সুবিজ্ঞ' *(নিসা ৪/১৭৬)*।

প্রশ্ন (২৮/৩০৮) : গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী যবহের ক্ষেত্রে কি কি বিধান অনুসরণ করা যরূরী?

-আব্দুল্লাহ মিয়াঁ, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তর : যবেহের নিয়ম হ'ল- যবেহকারী ক্বিবলামুখী হয়ে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে যবেহ করবে। এসময় পশু-পাখির মাথা দক্ষিণ দিকে থাকবে। ছুরি বা যন্ত্র ধারালো হ'তে হবে। নারী-পুরুষ যে কেউ পশু-পাখি বা গরু-ছাগল সবই যবেহ করতে পারে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২২/৪৬২-৬৩)*।

প্রশ্ন (২৯/৩০৯) : ক্যান্সার, ডায়বেটিস ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধির ক্ষেত্রে অর্থের অভাবে চিকিৎসা করতে না পেরে কোন রোগী মারা গেলে তিনি শহীদের মর্যাদা পাবেন কি?

-মঞ্জুর রহমান, চট্টগ্রাম।

উত্তর : ক্যান্সারের মত দুরারোগ্য ব্যাধি অতি কষ্টদায়ক হওয়ায় এসব রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারীদেরকে শহীদ হিসাবে গণ্য করেছেন কোন কোন বিদ্বান। তারা পেটের রোগের উপর ভিত্তি করে এদেরকে শহীদ হিসাবে গণ্য করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মারা যায়, সেও শহীদ *(আবুদাঊদ হা/৩১১১ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৫৬১)*। তিনি আরো বলেন, সে ব্যক্তি কবরের ফিৎনা থেকে রক্ষা পাবে যার পেট তাকে হত্যা করেছে *(তিরমিযী হা/১০৬৪; মিশকাত হা/১৫৭৩; ছহীহুত তারগীব হা/১৪১০)*। উক্ত হাদীছগুলির ভিত্তিতে তারা ইজতিহাদ করে বলেছেন যে, উপরোক্ত কঠিন রোগ সমূহে মারা গেলেও শহীদের মর্যাদা পাবে *(ফাৎহুল বারী ৬/৬৬; নববী, শারহু মুসলিম ১৩/৬৩; শানক্বীতী, যাদুল মুস্তাকনে' ১২/২৩৪)*। তবে এই ব্যাপারে কোন বিশেষ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (৩০/৩১০) : ছেলেদের বুক বা পিঠের লোম শেভ করা যাবে কি?

-আরীফুর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : ছেলেদের বুক বা পিঠের স্বাভাবিক লোম তার সৃষ্টিগত সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ্র ধর্ম, যার উপরে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই' *(রূম ৩০/৩০)*। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর বলেন, তোমরা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করোনা। মানুষকে তাদের সৃষ্টির উপর ছেড়ে দাও *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা রূম ৩০ আয়াত)*। অতএব মানুষের স্বাভাবিক দৈহিক সৌন্দর্য বিকৃত করা যাবেনা। যেমন নারীর লম্বা চুল, চোখের ভ্রু ও পাপড়ি, পুরুষের দাড়ি ইত্যাদি। তবে যেসব বিষয়ে শরী'আতের অনুমোদন রয়েছে সেগুলি ব্যতীত। যেমন বাড়তি নখ কাটা, বগলের ও গুপ্তাঙ্গের লোম ছাফ করা, পুরুষের গোঁফ ছাঁটা, মাথার বাড়তি চুল কাটা ইত্যাদি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, দশটি বিষয় ফিৎরাতের অন্তর্ভুক্ত। গোঁফ ছাটা, দাড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, বগলের ও গুপ্তাঙ্গের লোম ছাফ করা... *(মুসলিম হা/২৬১; মিশকাত হা/৩৭৯)*।

তবে অস্বাভাবিক কিছু হ'লে তা কাটায় কোন বাধা নেই। কারণ সেটি মুবাহ বিষয়। যা কাটতে চাইলে কাটতে পারে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১৮/১০০)*।

প্রশ্ন (৩১/৩১১) : অনেকে পিতা-মাতার কবরে নিজেকে দাফন করার জন্য অছিয়ত করে যায়। এর কোন উপকারিতা আছে কি?

-শহীদুল ইসলাম, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

উত্তর : এই ধরনের অছিয়ত পালনযোগ্য নয়। কারণ প্রয়োজন ছাড়া একটি কবরে একাধিক ব্যক্তিকে দাফন জায়েয নয়। তাছাড়া এতে প্রথম লাশের সম্মানহানী হয় *(নববী, আল-মাজমূ' ৫/২৮৪; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৩/৪২০-২১)*। কেবল বাধ্যগত কারণে যেমন স্থান সংকুলান না হ'লে বা মহামারির কারণে একাধিক কবর খনন করার মত লোক পাওয়া না গেলে কেবল তখনই এক কবরে একাধিক ব্যক্তিকে দাফন করা যাবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৫/২৪৭; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৫/৩৬৯)*। ওহোদ যুদ্ধে একাধিক শহীদকে একই কবরে দাফন করা হয়েছিল *(নাসাঈ হা/২০১০; ইবনু মাজাহ হা/১৫৬০; মিশকাত হা/১৭০৩; দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩৮৫ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩২/৩১২) : বিবাহের আক্দ হওয়ার পর ছেলে-মেয়ে পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ বা পরস্পরে একান্তে সময় কাটাতে পারবে কি?

-জামাল হোসাইন, সিলেট।

উত্তর : আক্দ হ'ল দু'জন স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে অভিভাবকের প্রস্তাবের ভিত্তিতে বরের কবুল বলা। অতএব আক্দ হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে মেলামেশা ও সাক্ষাত করা সবই জায়েয। এমনকি স্বামী মারা গেলে স্ত্রী মোহরানাসহ যাবতীয় মীরাছের অংশীদার হবে *(আবুদাঊদ হা/২১২৪; মিশকাত হা/৩২০৭; ইরওয়া হা/১৯৩৯, সনদ ছহীহ)*। তবে বর্তমানে এনগেজমেন্ট বা আংটি পরানোর যে রেওয়াজ চালু রয়েছে, তা আদৌ আক্দ হিসাবে গণ্য হবে না। অতএব এর ভিত্তিতে একত্রে থাকা বা চলাফেরা করা জায়েয নয়।

প্রশ্ন (৩৩/৩১৩) : ওয়েল্ডিং-এর কাজ করার ক্ষেত্রে প্যান্ট গিরার নীচে ঝুলিয়ে না পরলে জুতার ভিতরে আগুন ঢুকে গিয়ে মোজা পুড়ে যায়। এক্ষেত্রে টাখনুর নীচে প্যান্ট পরা যাবে কি?

-জাহিদুল ইসলাম, মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তর : সাধ্যমত বিকল্প পথ অন্বেষণ করতে হবে। যেমন গামবুট পরা। কারণ সাধারণ অবস্থায় অহংকার বশে লুঙ্গি

ঝুলিয়ে পরা নিষিদ্ধ *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪৩১২)*। তবে বাধ্যগত অবস্থায় তা জায়েয। কারণ সেখানে অহংকারের বিষয়টি থাকে না।

প্রশ্ন (৩৪/৩১৪) : ইমাম ও মুক্তাদী একই কাতারে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে ইমামকে কি এক বা অর্ধ হাত এগিয়ে দাঁড়াতে হবে, না একই কাতারে পায়ে পা লাগিয়ে দাঁড়াবে?

-আব্দুল করীম, রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : ইমাম ও মুছল্লী একই কাতারে দাঁড়ালে তারা কাতার সোজা করে পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াবে। ইমাম একটু সামনে আর মুক্তাদী একটু পিছনে দাঁড়াবে এমন বিধান নেই। ইবনু আব্বাস (রাঃ) সহ একাধিক ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর পাশে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করেছেন কিন্তু আগ-পিছ হওয়ার কোন দলীল পাওয়া যায় না। অতএব ইমাম ও মুক্তাদী একই কাতারে দাঁড়ালে আগ-পিছ করা যাবে না *(আলবানী, ছহীহাহ হা/২৫৯০-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৩/১০-১২)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩১৫) : ছাহাবীগণের নামে সন্তানের নাম রাখা যাবে কি? যদি অর্থগতভাবে তা পসন্দনীয় না হয়?

-নযরুল ইসলাম, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : ছাহাবীগণের নামে সন্তানের নাম রাখা যাবে। বরং নবী-রাসূল ও সৎ বান্দাদের নামে নাম রাখা মুস্তাহাব। রাসূল (ছাঃ) নিজ সন্তানের নাম ইবরাহীম (আঃ)-এর নামে রেখেছিলেন *(মুসলিম হা.২৩১৫; ছহীহুল জামে' হা/৭১২১)*। যেমন হাদীছে এসেছে, মুগীরা বিন শু'বাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যে সময় নাজরান গমন করলাম। তখন সেখানকার ব্যক্তিরা আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনারা পড়েন, يَا أُخْتَ هَارُونَ (হে হারূণের বোন)। অথচ মূসা (আঃ) ছিলেন ঈসা (আঃ)-এর এত দিন আগের! মদীনায় ফিরে এসে আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট উক্ত বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, তারা (ইহূদী-খৃষ্টানরা) তাদের পূর্ববর্তী নবী ও সৎব্যক্তিগণের নামে (শিশুদের) নাম রাখতো *(মুসলিম হা/২১৩৫; ছহীহাহ হা/৩৫৮৮)*। জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ছাহাবী যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রাঃ) তাঁর নয় সন্তানের নাম বদরী শহীদ ছাহাবীগণের নামে রেখেছিলেন *(ত্বাবাকাতে ইবনু সা'দ ৩/৭৪)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩১৬) : পুত্র সন্তান নেই এরূপ সচ্ছল পিতা-মাতার ভরণ-পোষণসহ সার্বিক দেখাশোনা করা বিবাহিত মেয়েদের জন্য ফরয দায়িত্ব কি? সাধ্যমত দেখাশোনা করার পরেও তাদের সন্তুষ্ট করা সম্ভব হচ্ছে না। এমতাবস্থায় মেয়েরা গুনাহগার হবে কি?

-আহমাদ, ঢাকা।

উত্তর : কন্যা সন্তান উপার্জনক্ষম হ'লে বা স্বামীর সম্পদ থেকে খরচ করার স্বাধীনতা থাকলে পিতা-মাতার জন্য সাধ্যমত খরচ করবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের পবিত্রতম উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে ভক্ষণ কর' *(আবুদাঊদ হা/৩৫৩০; নাসাঈ হা/৪৪৫০; মিশকাত হা/৩৩৫৪)*। তবে যেহেতু পুত্র সন্তান উপার্জনের দায়িত্ব পালন করে এবং পিতা-মাতার সম্পদে দ্বিগুণ ওয়ারিছ হয়, সেকারণ তারাই এক্ষেত্রে মূল দায়িত্বশীল *(ইবনুল মুনযির, মুগনিল মুহতাজ ১৫/৬১)*। ইমাম শাফেঈ বলেন, পুত্র সন্তান আছাবা হওয়ায় তাদের উপর পিতা-মাতার জন্য খরচ করা আবশ্যক *(ইবনু কুদামা, মুগনী ৮/২১৯)*। তবে কন্যা সন্তান যদি সম্পদশালী হয় এবং সে সম্পদ ব্যয়ে তার স্বাধীনতা থাকে, সেক্ষেত্রে সে তার পিতা-মাতার জন্য প্রয়োজনীয় খরচ বহন করবে *(মুগনী ৮/২১৩; শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২৩/২৯১)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩১৭) : ইজতেমার সময় দেখা যায়, নারীরা নিজ নিজ বাড়ির ছাদে বা ঘরের ভিতর থেকে ইজতেমা ময়দানের ছালাতের ইকতেদা করে থাকে। উক্ত ইকতেদা শরী'আত সম্মত হচ্ছে কি?

-মনোয়ারা বেগম, নতুনহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : চোখে দেখা বা কানে শোনার মাধ্যমে যদি ইমামের ইক্বতিদা করা সম্ভব হয়, তবে কাছাকাছি হ'লে তাঁর ইক্বতিদা করা জায়েয। যদিও সেটা মসজিদের বাইরে হয় কিংবা উভয়ের মধ্যে কোন দেওয়াল, রাস্তা বা অনুরূপ কোন প্রতিবন্ধক থাকে *(আবুদাঊদ হা/১১২৬; মিশকাত হা/১১১৪)*। শায়েখ ওছায়মীন বলেন, যদি মসজিদ থেকে তাদের ঘরে ইমামের আওয়ায শোনা সম্ভব হয়, তাহ'লে ইমামের সাথে জামা'আত করা জায়েয। কারণ স্থান একই এবং ইকতেদা করা সম্ভব *(মাজমূ' ফাতাওয়া নং ১০৫৯)*। তবে রেডিও-টেলিভিশনের অনুসরণে এরূপ জামা'আত জায়েয নয়। কারণ সেখানে স্থানিক ঐক্য থাকে না *(ঐ, নং ১০৬১)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩১৮) : কেউ কেউ বলেন, দিন ও রাতে সতের রাক'আত ফরয ছালাত ইজমা দ্বারা প্রমাণিত, হাদীছ দ্বারা নয়। এর সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুল্লাহ, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : দিন ও রাতে ফরয ছালাত সতের রাক'আত অর্থাৎ যোহরের চার, আছরের চার, এশার চার, মাগরিবের তিন ও ফজরের দুই। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা মুক্বীম অবস্থায় ও সফরে দু'রাক'আত করে ছালাত ফরয করেছিলেন। পরে সফরের ছালাত আগের মত রাখা হয় আর মুক্বীম অবস্থার ছালাত বাড়িয়ে দেয়া হয় *(বুখারী হা/৩৯৩৫; মুসলিম হা/৬৮৫; মিশকাত হা/১৩৪৮)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, প্রথমে দু'দু' রাক'আত করে ছালাত ফরয করা হয়েছিল। যখন রাসূল (ছাঃ) মদীনায় গমন করলেন ও স্থির হ'লেন তখন মাগরিব ও ফজর ব্যতীত অন্য ওয়াক্তের ছালাতে দু'দু' রাক'আত করে বৃদ্ধি করে চার রাক'আত করা হ'ল। মাগরিবে করা হয়নি তার কারণ সেটি বেজোড়। আর ফজরে করা হয়নি কারণ তাতে দীর্ঘ তেলাওয়াত রয়েছে *(বায়হাক্বী ১/৫৩৩, হা/১৬৯৮ সনদ হাসান)*। অতএব দিনে-রাতে ১৭ রাক'আত ফরয ছালাত ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত *(ছহীহ ইবনু খুযায়মা 'ছালাত' অধ্যায়, ২ অনুচ্ছেদ; নাসাঈ 'ছালাত' অধ্যায়-৫, অনুচ্ছেদ-৩; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ৩০)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩১৯) : হায়েয শেষ হওয়ার পর ফরয গোসলের পূর্বে কি সহবাস করা জায়েয?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রাজশাহী।

উত্তর : গোসল করে পবিত্র হওয়ার পূর্বে হায়েযা স্ত্রীর সাথে সহবাস করা সিদ্ধ নয়। কেননা আল্লাহ বলেন, 'পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা ভালভাবে পবিত্র হবে, তখন আল্লাহ্র নির্দেশ মতে তোমরা তাদের নিকট গমন কর' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*। আর পবিত্রতার অর্থ গোসল করা *(কুরতুবী)*। সুতরাং যদি কেউ অজ্ঞতাবশত কিংবা ভুলক্রমে গোসলের পূর্বেই সহবাস করে, তবে তাকে তওবা করতে হবে *(ইবনু মাজাহ হা/২০৪৩)*। আর কেউ জ্ঞাতসারে করলে তাকে তওবার সাথে সাথে কাফফারা প্রদান করতে হবে। আর এক্ষেত্রে কাফফারা হ'ল এক দীনার অথবা অর্ধ দীনার *(আবুদাঊদ হা/২৬৪)*। যার বর্তমান বাযার মূল্যে প্রায় ৮০০০/৪০০০ টাকা। কাফফারার টাকা গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে হবে।

প্রশ্ন (৪০/৩২০) : সামনা সামনি কেউ প্রশংসা করলে করণীয় কি? এভাবে প্রশংসা করা শরী'আতসম্মত কি?

-নূরুল আমীন, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : সেক্ষেত্রে প্রশংসিত ব্যক্তি নিম্নের দো'আটি পাঠ করতে পারেন।- اَللّٰهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَاغْفِرْ لِيْ مَا لاَ يَعْلَمُوْنَ *(আল্লাহুম্মা লা তুআখিযনী বিমা ইয়াকূলূন, ওয়াগফিরলী মা লা ইয়া'লামূন)*। অর্থ : 'হে আল্লাহ! তারা যা বলছে সে ব্যাপারে আমাকে পাকড়াও কর না এবং যে বিষয়ে তারা জানে না, সে বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করে দাও'। জনৈক ছাহাবী এ দো'আটি পাঠ করতেন' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭৬১, সনদ ছহীহ)*। স্মর্তব্য যে, প্রশংসাকৃত ব্যক্তির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে এবং এতে তার কল্যাণের সম্ভাবনা থাকলে প্রশংসা করা যেতে পারে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৬/১২৪)*। তবে সামনে হৌক বা পিছনে হৌক কারো ব্যাপারে অতি প্রশংসা করা উচিৎ নয়। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে জনৈক ছাহাবী অপর এক ছাহাবীর উচ্চ প্রশংসা করলে তিনি বলেন, আফসোস! তুমি তো তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেললে (কথাটি তিনি তিনবার বললেন)। অতঃপর বললেন, যদি কারো প্রশংসা করতে হয়, তবে সে যেন বলে, আমি তার ব্যাপারে এমন এমন ধারণা পোষণ করি। কারণ তার প্রকৃত হিসাব আল্লাহ জানেন...*(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৭)*।

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও। তাকে জান্নাতের পোষাক পরিয়ে দাও ও তার দিকে জান্নাতের একটি দরজা খুলে দাও। অতঃপর সেটি খুলে দেওয়া হবে। ফলে তার দিকে জান্নাতের সুবাতাস ও সুগন্ধি আসতে থাকবে। আর ঐ দরজাটি তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রসারিত করা হবে'। পক্ষান্তরে অমুসলিম মৃত ব্যক্তি উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে। ফলে আকাশ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা দিয়ে বলবেন, সে মিথ্যা বলেছে। অতএব তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও। তাকে জাহান্নামের পোষাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য জাহান্নামের দিকের একটি দরজা খুলে দাও। অতঃপর সেখান থেকে প্রচণ্ড গরম হাওয়া তার কবরে প্রবাহিত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অতঃপর তার কবরকে তার উপর এমন সংকীর্ণ করা হবে যে, প্রচণ্ড চাপে একদিকের পাঁজর অন্যদিকে প্রবেশ করবে। অতঃপর তার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে লোহার বড় হাতুড়ি সহ নিযুক্ত করা হবে। যদি ঐ হাতুড়ি পাহাড়ের উপরে মারা হ'ত, তাহ'লে তা গুঁড়িয়ে মাটি হয়ে যেত। অতঃপর সে তাকে মারতে থাকবে। এসময় তার বিকট চিৎকার জিন ও ইনসান ব্যতীত পূর্ব ও পশ্চিমের সকল প্রাণীজগত শুনতে পাবে। অতঃপর সে মাটি হয়ে যাবে, আবার তাতে রূহ ফিরিয়ে আনা হবে' *(আবুদাঊদ হা/৪৭৫৩; মিশকাত হা/১৩১)*।

অতঃপর মাইয়েতের সৎকর্ম ও দুষ্কর্ম সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয় মুমিন বান্দার নিকট একজন লোক আসবে সুন্দর চেহারার, সুন্দর পোষাক পরিহিত ও উত্তম সুগন্ধিযুক্ত। সে বলবে, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর ঐ বিষয়ের, যা তোমাকে খুশী করবে। আজ সেই দিন, যেদিনের প্রতিশ্রুতি তোমাকে দেওয়া হয়েছিল। সে বলবে, তুমি কে? তোমার চেহারাটি এমন যা কেবল কল্যাণ বয়ে আনে। সে বলবে, আমি তোমার সৎকর্ম। তখন মুমিন বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি পুনরুত্থান ঘটাও। যাতে আমি আমার পরিবার ও সম্পদের নিকট ফিরে যেতে পারি'। 'অন্যদিকে অবিশ্বাসী কাফিরের নিকট একজন লোক আসবে কুৎসিত চেহারার, মন্দ পোষাকে ও দুর্গন্ধযুক্ত অবস্থায়। সে বলবে, ঐ বস্তুর সুসংবাদ গ্রহণ কর, যা তোমাকে মন্দ করেছে। আজ তোমার সেই দিন, যার প্রতিশ্রুতি তোমাকে দেওয়া হয়েছিল। তখন কাফের বলবে, তুমি কে? তোমার চেহারাটি এমন যা কেবল মন্দ বয়ে আনে। সে বলবে, আমি তোমার মন্দকর্ম। তখন কাফের বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি পুনরুত্থান ঘটিয়ো না' *(আহমাদ হা/১৮৫৫৭, সনদ ছহীহ)*। তিনি আরও বলেন, 'যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, অথচ সে তার যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় বেড়ী পরানো হবে। সাপটি তার মুখের দুই চোয়াল চেপে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ধন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তেলাওয়াত করেন, ...'আল্লাহ যাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে কিছু দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন এটাকে তাদের জন্য কল্যাণকর মনে না করে। বরং এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর। যেসব মালে তারা কৃপণতা করে, সেগুলিকে ক্বিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী হিসাবে পরানো হবে। আসমান ও যমীনের স্বত্বাধিকারী আল্লাহ। অতএব (গোপনে ও প্রকাশ্যে) তোমরা যা কিছু কর, সবই আল্লাহ খবর রাখেন *(আলে ইমরান ৩/১৮০)*' *(বুখারী হা/১৪০৩; মিশকাত হা/১৭৭৪)*। বস্তুতঃ মুনাফিক ও কাফের সকলের জন্য এরূপ শাস্তি নির্ধারিত *(রূঃ মুঃ মিশকাত হা/১২৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বান্দা যেটি দান করে, সেটিই তার সঞ্চয়। বাকী সবই চলে যায় এবং সে লোকদের জন্য ছেড়ে যায়' *(মুসলিম হা/২৯৫৯; মিশকাত হা/৫১৬৬)*। তিনি বলেন, 'নিশ্চয় ছাদাক্বা কবরের উত্তাপ নিভিয়ে দেয় এবং ক্বিয়ামতের দিন মুমিন তার ছাদাক্বার ছায়াতলে আশ্রয় পাবে' *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭৮৮; ছহীহাহ হা/৩৪৮৪)*। অতএব মৃত্যুর পূর্বেই যাকে আল্লাহ যে রিযিক দান করেছেন, তা থেকে যথাসম্ভব ব্যয় করুন ও নিজের কবরের উত্তাপ নিভানোর চেষ্টা করুন! আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। **'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'** *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : মে ২০২১ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ মে	১৮ রামাযান	১৮ বৈশাখ	শনিবার	০৪:০৩	১১:৫৫	০৩:২১	০৬:২৭	০৭:৪৮
০৩ মে	২০ রামাযান	২০ বৈশাখ	সোমবার	০৪:০১	১১:৫৫	০৩:২১	০৬:২৮	০৭:৪৯
০৫ মে	২২ রামাযান	২২ বৈশাখ	বুধবার	০৪:০০	১১:৫৫	০৩:২০	০৬:২৯	০৭:৫০
০৭ মে	২৪ রামাযান	২৪ বৈশাখ	শুক্রবার	০৩:৫৮	১১:৫৫	০৩:২০	০৬:৩০	০৭:৫২
০৯ মে	২৬ রামাযান	২৬ বৈশাখ	রবিবার	০৩:৫৭	১১:৫৫	০৩:১৯	০৬:৩১	০৭:৫৩
১১ মে	২৮রামাযান	২৮ বৈশাখ	মঙ্গলবার	০৩:৫৫	১১:৫৫	০৩:১৯	০৬:৩২	০৭:৫৪
১৩ মে	৩০ রামাযান	৩০ বৈশাখ	বৃহস্পতি	০৩:৫৪	১১:৫৫	০৩:১৮	০৬:৩৩	০৭:৫৬
১৫ মে	০২ শাওয়াল	০১ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	০৩:৫২	১১:৫৫	০৩:১৮	০৬:৩৪	০৭:৫৭
১৭ মে	০৪ শাওয়াল	০৩ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	০৩:৫১	১১:৫৫	০৩:১৮	০৬:৩৫	০৭:৫৮
১৯ মে	০৬ শাওয়াল	০৫ জ্যৈষ্ঠ	বুধবার	০৩:৫০	১১:৫৫	০৩:১৭	০৬:৩৬	০৮:০০
২১ মে	০৮ শাওয়াল	০৭ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	০৩:৪৯	১১:৫৫	০৩:১৭	০৬:৩৭	০৮:০১
২৩ মে	১০ শাওয়াল	০৯ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	০৩:৪৮	১১:৫৫	০৩:১৭	০৬:৩৮	০৮:০২
২৫ মে	১২ শাওয়াল	১১ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	০৩:৪৭	১১:৫৫	০৩:১৭	০৬:৩৯	০৮:০৪
২৭ মে	১৪ শাওয়াল	১৩ জ্যৈষ্ঠ	বৃহস্পতি	০৩:৪৬	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪০	০৮:০৫
২৯ মে	১৬ শাওয়াল	১৫ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	০৩:৪৫	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪১	০৮:০৬
৩১ মে	১৮ শাওয়াল	১৭ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	০৩:৪৫	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪২	০৮:০৭

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	-১	-২	-১	-১	-১
গাযীপুর	০	০	০	০	+১
শরীয়তপুর	+২	০	-১	-১	-১
নারায়ণগঞ্জ	০	-১	-১	-১	-১
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৩	+৩	+৩
কিশোরগঞ্জ	-৩	-২	০	০	০
মানিকগঞ্জ	+২	+১	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	+১	-১	-১	-১	-১
রাজবাড়ী	+৪	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	+৩	+১	-১	০	-১
গোপালগঞ্জ	+৫	+২	০	+১	০
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	-১	+১	+৪	+৪	+৫
ময়মনসিংহ	-২	০	+২	+২	+৩
জামালপুর	-১	+২	+৪	+৪	+৫
নেত্রকোণা	-৪	-২	+১	+১	+২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৭	+৫	+৩	+৪	+৩
সাতক্ষীরা	+৯	+৫	+৩	+৪	+৩
মেহেরপুর	+৮	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৬	+৩	+২	+৩	+২
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৬	+৬
মাগুরা	+৫	+৪	+৩	+৪	+৩
খুলনা	+৬	+৩	+১	+২	+১
বাগেরহাট	+৬	+২	০	+১	০
ঝিনাইদহ	+৬	+৫	+৪	+৫	+৪

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+৪	+১	-২	-২	-২
পটুয়াখালী	+৪	০	-৩	-২	-৩
পিরোজপুর	+৫	+১	-১	০	-১
বরিশাল	+৩	০	-২	-২	-৩
ভোলা	+২	-১	-৪	-৩	-৪
বরগুনা	+৬	+১	-৩	-১	-৩

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+২	+৩	+৪	+৪	+৫
পাবনা	+৪	+৪	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+২	+৪	+৭	+৬	+৭
রাজশাহী	+৬	+৭	+৯	+৮	+৯
নাটোর	+৪	+৫	+৭	+৭	+৭
জয়পুরহাট	+২	+৫	+৯	+৮	+৯
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৯	+১১	+১০	+১১
নওগা	+৪	+৬	+৮	+৮	+৯

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+১	+৭	+১৩	+১২	+১৫
দিনাজপুর	+২	+৭	+১১	+১০	+১২
লালমণিরহাট	-২	+৪	+৯	+৮	+১০
নীলফামারী	+১	+৬	+১১	+১০	+১২
গাইবান্ধা	০	+৩	+৭	+৬	+৮
ঠাকুরগাঁও	+২	+৮	+১৩	+১২	+১৪
রংপুর	০	+৪	+৯	+৮	+১০
কুড়িগ্রাম	-২	+৩	+৮	+৭	+৯

চট্টগাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	-২	-৩	-৪	-৪	-৪
ফেনী	-২	-৪	-৬	-৫	-৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-২	-২	-২
রাঙ্গামাটি	-৪	-৭	-১০	-৯	-১০
নোয়াখালী	০	-৩	-৫	-৪	-৫
চাঁদপুর	+১	-১	-২	-২	-২
লক্ষীপুর	+১	-২	-৪	-৩	-৪
চট্টগ্রাম	-১	-৬	-৯	-৮	-৯
কক্সবাজার	০	-৭	-১২	-১০	-১২
খাগড়াছড়ি	-৪	-৭	-৮	-৮	-৮
বান্দরবান	-৩	-৮	-১১	-১০	-১১

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	-৮	-৬	-৩	-৪	-৩
মৌলভীবাযার	-৭	-৬	-৪	-৪	-৪
হবিগঞ্জ	-৫	-৪	-৩	-৪	-২
সুনামগঞ্জ	-৭	-৪	-১	-১	০

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু। নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত প্রস্তাবিত **দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে** মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানানো যাচ্ছে। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৫-০০২৩৮০, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

ইয়াতীমখানা ভবন নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্‌সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত সুধী! ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ইয়াতীম শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণের জন্য পৃথক একটি ৬ তলা ‘ইয়াতীমখানা ভবন’-এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত নির্মাণ কাজে আর্থিক সহযোগিতার জন্য দেশ-বিদেশের দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি আমরা উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে ছাদাক্বায়ে জারিয়ার এই অনন্য খাতে দান করে পরকালীন নাজাতের পথ সুগম করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

১. পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প
হিসাব নং ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

২. আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী ইয়াতীম ফাণ্ড
হিসাব নং ২০৫০১১৩০২০০৩৬৮৯০০
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

৩. বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭

নির্মাণাধীন ইয়াতীমখানা ভবন

সার্বিক যোগাযোগ : ফোন : ০৭২১-৭৬১৩৭৮, মোবাইল : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (বালিকা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী

রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় তিন হাযার শিক্ষার্থীর আবাসন ও পাঠদান সুবিধা সম্বলিত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (বালিকা শাখা)-এর বৃহদায়তন ক্যাম্পাসের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পে ৫টি আবাসিক, ২টি একাডেমিক ও ১টি প্রশাসনিক ভবনসহ ১টি স্টাফ কোয়ার্টার এবং ১টি মসজিদ থাকবে ইনশাআল্লাহ। ইতিমধ্যে ১টি ৮তলা আবাসিক ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং দোতলার ছাদ ঢালাই হয়ে গেছে। নেকী উপার্জনের অনন্য মাস পবিত্র রমাযানে দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে সহযোগিতার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করুন-আমীন!

মাস্টারপ্লান

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৩৬৬, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।
বিকাশ : ০১৭৯৬-৩৮১৫৪২, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭, রকেট : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭২। সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৫-০০২৩৮০